বাংলাবুক.অর্গ

ভৌতিক উপন্যাস

শায়াতিন

রুমানা বৈশাখী

এই কাহিনী সুপ্রাচীন মানব-মানবী থিও এবং লীমার, মহা পরাক্রমশালী দেবতাকে সাক্ষী রেখে যারা ওয়াদা করেছিল পুনর্জন্মের।

এই কাহিনী মিশরীয় রানী সেফ্রেনের, যে নিজ হাতে হত্যা করেছিল প্রেমিক পুরুষ মানেথোকে।

কখনো কাহিনী গ্রিক সৈনিক আক্সিওকাস আর ইউমেলিয়ার, কখনো জিনান ও আইদার, এবং কখনো সাদামাটা এক পুরুষ আয়ানের জীবন জুড়ে অন্য ভুবনের এক কুহকিনীর।

সবশেষে, এই কাহিনী প্রেমের। যে প্রেমের জন্ম অন্য কোনও এক ভুবনে, অন্য কোন বাস্তবতায়। যে প্রেমের খাতিরে একজন লঙ্ঘন করতে পারে সমস্ত সীমারেখা আর নিজেকে বদলে নিয়ে পারে ভয়াবহ পৈশাচিক এক অন্ধকার অস্তিত্বে।

মিলতে কি পেরেছিল থিও ও লীমা? পরম ক্ষমতাবান প্রভু কি রক্ষা করেছিলেন নিজের ওয়াদা? ভয়াল এক পিশাচীর গর্ভে কি জন্ম নিয়েছিল আয়ানের সন্তান? প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নিতেই "শায়াতিন"...

অনেকে রসিকতা করে বলেন, বয়সকে অতিক্রম করেছেন তিনি– তার লেখায়। তিনি রুমানা বৈশাখী। জন্ম ঢাকায়, ১২ মে ১৯৮৫।

ঢাকায়ই বেড়ে ওঠা, পড়ালেখাও। স্নাতক করেছেন রসায়ন বিজ্ঞানে, ইডেন কলেজ থেকে। লেখালিখির সঙ্গে জড়িত দীর্ঘদিন। নেশার বশে শুরু করলেও এই সৃজনশীল পেশাটিকেই অবলম্বন করে বেঁচে আছেন, আর সেভাবেই বাঁচতে চান সারাটা জীবন।

কাজ করেছেন মাসিক সাহিত্যপত্রিকা আলো ও ছায়া-র সহকারী সম্পাদক হিসেবে।

সাবলীলতা রুমানা বৈশাখীর লেখার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রহস্য, রোমাঞ্চ, রম্য, হরর, সায়েন্স ফিকশন– সাহিত্যের প্রায় সব শাখায়ই লিখছেন সমান তালে, স্বাচ্ছন্দ্যে।

নাটকের বৈচিত্র্যময় জগতেও চিহ্ন রেখেছেন সম্প্রতি। টেলিভিশনের পর্দায় প্রথম প্রচারিত নাটকের নাম "ইস্টিশন"।

রুমানা বৈশাখীর জীবনে কেবল আর কেবলমাত্র দুটো লক্ষ্য- প্রথমত লেখক হওয়া আর দ্বিতীয়ত ভালো লেখক হওয়া।

বর্তমানে কর্মরত আছেন প্রিয় ডট কম-এ লাইফ-সায়েন্স এডিটর পদ-এ।

www.BanglaBook.org

ভৌতিক উপন্যাস

শা য়া তি ন

রুমানা বৈশাখী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জাগৃতি প্রকাশনী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রুমানা বৈশাখী / শায়াতিন

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫

প্রকাশক : ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৩২৩০
E-mail : jagritibooks@gmail.com
Website : www.jagritibooks.com
Facebook : Jagriti Prokashony

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ফয়সল আরেফিন

মুদ্রণ : দি ঢাকা প্রিন্টার্স
পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা

মূল্য : দুইশত বিশ টাকা

Online distributor www.rokomari.com/jagritiprokashony

ISBN 978 984 91045 0 6

উ ৎ স র্গ

আমার আব্বু মো. ওয়াজউদ্দীন মোল্লা
আমার আম্মু ফাল্গুনী ওয়াজেদ

একদিন হয়তো তাঁরা বুঝবেন যে
আমি তাঁদের কতটা ভালোবাসি।
কিংবা
একদিন আমি বোঝাতে সক্ষম হবো।

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

শুরুর আগে

আয়নার বুকে নিজের নগ্ন দেহটার দিকে তাকিয়ে ভারি অদ্ভুত লাগে। সবসময় আর প্রতিদিন... প্রতিটি একক দিন!

কেমন যেন একটা শিহরণ বয়ে যায় শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, একটা আশ্চর্য অচেনা অনুভব। কেমন যেন অন্ধকার লাগে নিজেকে... অন্ধকার আর বিভ্রান্ত। শুধুমাত্র তখন, যখন যখন পোশাকের বাহুল্য ঝেড়ে ফেলে নগ্ন শরীরে আয়নার সামনে দাঁড়ায় সে। যখন আয়নার বুকে ফুটে ওঠে নিজের নগ্ন অবয়ব...

এমন কোন আহামরি সৌন্দর্য তার নেই, বড় সাদামাটা একটি নারী শরীর। ত্বকের রঙটা উজ্জ্বল সোনালি, মসৃণ আর মোলায়েম। কোন কিছুর আধিক্য নেই শরীরে, আবার কোন কিছুর কমতিও নেই, কেবল ঢেউ খেলানো চুলগুলো বাদে। দীঘল চুলের রাশি ঘাড় বেয়ে নেমেছে কাঁধে, বুকে, তারপর কোমর ছাপিয়ে আরও কিছুদূর। বাতাসে উড়ছে একটু একটু...

আয়নার বুকে অপার্থিব জোছনায় মাখামাখি নিজের শরীরটার দিকে দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকে মেয়ে। সে জানে দীঘল চুলের রাশির আড়ালে কী ঢাকা পড়ে আছে। একটা ক্ষতচিহ্ন! বড় বিচিত্র, বড় অদ্ভুত, বড় রহস্যময় একটা চিহ্ন। জন্ম দাগ নয়, অথচ এই ক্ষতের সৃষ্টি হবার কোন স্মৃতিও মনে পড়ে না। কোথা থেকে আর কীভাবে উৎপত্তি এই ক্ষতচিহ্নের জানে না মেয়ে, শুধু জানে যে তাঁর শরীরেই প্রতিদিন একটু একটু করে ঘটে যাচ্ছে রহস্যময় একটা কিছু। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে এমন এক বীভৎস ক্ষতচিহ্ন, যা অন্তত এই জীবনে আঘাত পেয়ে তৈরি হয়নি!

তবে কি অন্য কোন জীবনে? অন্য কোন সময়ে? কে ছিল তখন সে আর কী ঘটেছিল তার সাথে? সত্যি সত্যি কি থাকে মানুষের একাধিক জীবন?, সেটা কী করে হয়, বিজ্ঞান তো এমন কিছুকে সমর্থন করে না! কিন্তু তাহলে মানে কী এই ক্ষতচিহ্নটার? কেন এই ক্ষত এতটা পীড়া দেয় তাঁকে?

হ্যাঁ, মেয়েটি নিশ্চিত জানে এটা কোন ক্ষতচিহ্ন, যেটাকে সে জানি কত সহস্র বছর যাবত বহন করে চলেছে তার শরীর। ঢেউ খেলানো দীঘল চুলগুলো একটু সরালেই দেখা যাবে তীব্র বেদনার স্পষ্ট প্রমাণ... বাম স্তনের ঠিক নিচে, পাঁজরের একটা হাড়ের ওপরে, যেন ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর গভীর কালো একটা দাগ। দেখলে মনে হয়... মনে হয় কী যেন হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গিয়েছিল চরম নৃশংসতার সাথে।

BanglaBook.org

ধারালো, তীক্ষ্ণ একটা কিছু। আর যেন সেই ধারালো ধাতব অস্ত্র এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল হৃৎপিণ্ড তার!

আয়নায় নিজের ছায়াটার দিকে তাকিয়ে স্মৃতিহীন ক্ষতে আঙুল বোলায় মেয়ে, যেন নিজেকেই আদর করে দেয় একটু। তার কখনোই জানা হয়ে ওঠে না যে অনেক দূরে ঠিক এমনই এক আধো অন্ধকার ঘরে আয়নার সামনে উন্মুক্ত দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ, গভীর বিস্ময়ে দেখছে পাঁজরের ঠিক ওপরে রহস্যময় এক চিহ্নকে। এমন এক ক্ষতচিহ্ন, যেটা তৈরি হবার কোন স্মৃতিই তার মনের মাঝে নেই। অথচ চিহ্নটি আছে তার শরীরে... প্রবল আর প্রচণ্ড ভাবে আছে।

যত সময় যাচ্ছে, কেবল গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে কুৎসিত সেই কালো দাগ!

এবং কয়েক সহস্র বছর আগে ঠিক তেমনই এক রাতের ঘটনা...

... দ্রুত হাত চালাচ্ছেন তিনি। জানেন আর সময় বেশি নেই, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে রাতের স্থায়িত্ব। এই লিপি তাঁকে লিখে শেষ করতে হবে। তারপর মশালের আলোয় আধো অন্ধকার এই মন্দিরে সূর্যদেবতার প্রথম কিরণ প্রবেশের আগেই শেষ করতে হবে সুনির্দিষ্ট সেই কাজ, সম্পাদন করতে হবে ঠিক যথাসময়ে। নতুবা অনর্থ হয়ে যাবে... বিশাল বড় অনর্থ!

সুপ্রাচীন এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসাবে যা করা উচিত ছিল তাঁর, তিনি তাই করেছেন। যদিও জানেন, এর পরিণাম ভয়াবহ অভিশাপের মতো নেমে আসবে তাঁর জীবনে, যদিও জানেন যে আজকের পর থেকে ক্রমশ অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে তাঁর বংশ, স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে তাঁর সকল পরম্পরা। কেউ হয়তো কখনো জানতেও পারবে না যে পৃথিবীর জন্য কী করেছেন তিনি আর কীভাবে রক্ষা করেছেন সমগ্র মানবজাতিকে। কিন্তু তবুও...

তিনি তাই করছেন, যা তাঁকে করতে হবে। তিনি তাই করছেন যা পরম পূজনীয় দেবী তাঁকে করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাই করছেন, যা তাঁর পরম কর্তব্য! তিনি ধ্বংস করছেন সেই অশুভ শক্তিকে, যে স্পর্ধা দেখিয়েছিল পরম পূজনীয় দেবীর অবাধ্য হবার। চিরতরে বিনাশ করছেন তাঁর, যে কিনা পৃথিবীর বুকে ডেকে আনবে কুৎসিত অন্ধকারের বাহককে।

সবচাইতে উন্নতমানের মসৃণ ও সূক্ষ্ম লিলেন কাপড়ে তিনি লেখেন, যার তন্তুর ভাঁজে ভাঁজে প্রবেশ করানো সোনার সুতা এবং যা কিনা ব্যবহারের অধিকার রাখেন কেবল দেবীর প্রধান পুরোহিত ও উচ্চ সম্মানের অধিকারী রাজকীয় সত্ত্বারা। আরও আছে বস্ত্রখণ্ডের শেষপ্রান্তে সোনার তৈরি ঝালর, যা ব্যবহৃত হয় কেবল রাজকীয় নারীদের পরিচ্ছদে। অবশ্য যার শরীর থেকে এই বস্ত্র হরণ করা হয়েছে, সেও উচ্চবংশীয় রমণীই বটে...

BanglaBook.org

সুগন্ধি প্রদীপ নেশা ধরানো মিষ্টি সুবাস ছড়ায়, রাত্রির শীতল আবহাওয়াতেও কুল কুল করে ঘামেন তিনি। একটু একটু কাঁপতে থাকা হাতে তিনি লেখেন–

"... এবং বছরের দ্বাদশ চাঁদের তৃতীয় দিনে আমি, 'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'র অষ্টাদশ পুরোহিত ও জন্মান্তরে অনুগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দাস নেক্তানেবো নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিলাম। অবাধ্য নিজের শাস্তি বুঝিয়া পাইল এবং অভিশপ্ত নিজের অভিশাপ। আমি, "সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র অষ্টাদশ পুরোহিত অভিশপ্ত করিতেছি সেই দুই অভিশপ্ত আত্মাকে, যারা দেবীর অবাধ্য। অভিশপ্ত করিতেছি সেই দুই অন্ধকার পিশাচকে, যারা আলোকিত ধরনীর বুকে অন্ধকারের বীজ বপন করিতে চায়। অভিশপ্ত করিতেছি সেই নারী ও পুরুষকে যারা নিজেদের মাঝে ধারণ করে চির অন্ধকারের উৎস। অভিশপ্ত করিতেছি এই মর্মে যে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত তাহারা বহন করিবে 'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র অভিশাপ, এই জীবনে এবং তারপরের সকল জীবনে। অভিশপ্ত করিতেছি এই রূপে যে তাহারা কখনো মিলিবে না, তাহাদের উদ্দেশ্য কভু সফল হইবে না, ধরিত্রীর পবিত্র বুকে কভু অন্ধকারের ছায়া-রাজত্ব কখনো কায়েম হইবে না।

আমি, 'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র অষ্টাদশ পুরোহিত নেক্তানেবো এই মর্মে আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হইলেও নিজের ওপরে ন্যস্ত সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করিব। অশুভ দুই আত্মাকে নিজ হস্তে সেই অন্ধকারে পুনরায় নিক্ষেপ করিব, যাহা হইতে তাহাদের উৎপত্তি। ধরনীর বুকে তাহাদের ফিরিয়া আসিবার সকল পথ রুদ্ধ করিব চিরতরে। সেই অবাধ্য নারীকে নিজের হাতে স্বয়ং হত্যা করিব, যে নিজেকে 'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র সমকক্ষ দাবী করিবার স্পর্ধা দেখাইয়াছে।

আমি, 'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র অষ্টাদশ পুরোহিত এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে আজিকের রাত্রি সমাপ্ত হইবার আগে অভিশপ্তরা শাস্তি প্রাপ্ত হইবে, নতুন সূর্যের কিরণ ধরণীকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে..."

কম্পিত হাতে লেখা শেষ করেন তিনি। দেবীর স্বর্ণখচিত বেদীর সামনে লিলেনের টুকরোটিকে নিবেদন করে ধূপ জ্বালান এই গভীর রাতেই। এখন তাঁকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে তাই, যা এই লিলেনের টুকরোতে লিখেছেন তিনি। এটা কেবলই এক লিপি নয়, কারো মৃত্যু পরোয়ানা। এটা সেই অমোঘ মৃত্যু পরোয়ানা যা এক অভিশপ্ত নারীর পরনের বস্ত্র খুলে নিয়ে নিজের হাতে লিখেছেন তিনি। এই লিপি এক ওয়াদা, যা 'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র চরণে করেছে তাঁর পুরোহিত। এবং দেবীর দাস হিসাবে প্রত্যেকটি বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করতে হবে তাঁকেই।

BanglaBook.org

জানেন না কেন, বুকের মাঝে ঝরা পাতার মতো কাঁপে তাঁর। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসাবে যতটা সম্মানের জীবন তাঁদের, ঠিক ততটাই কঠিন। ফারাওয়ের পর সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী তাঁরাই, এবং কখনো পরম পরাক্রমশীল ফারাওয়ের চাইতেও বেশি। কেননা দেবীর নির্দেশ ব্যতীত ফারাও অসহায় এবং পুরোহিত হচ্ছেন দেবীর বার্তা বাহক। দেবী, ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অসংখ্য কঠিন কর্ম সম্পাদনের ভার বিভিন্ন সময়ে ন্যস্ত হয়েছে তাঁর কাঁধে। কিন্তু আজকের এই দায়িত্ব...

মনে হচ্ছে বুকের ওপরে চেপে বসেছে, কাঁধদুটো নুয়ে পড়েছে ভারে। কিন্তু তবুও তাঁকে করতেই হবে। অভিশপ্তদের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে তাঁকেই। মন্দিরের ভূগর্ভস্থ কয়েদখানা থেকে ভেসে আসছে সুতীক্ষ্ণ চিৎকার! তীব্র নারী কণ্ঠ ভয়ংকর বীভৎসতার সাথে শাপশাপান্ত করে চলেছে এই মন্দিরকে, এর প্রত্যেক পুরোহিতকে, সোনার সিংহাসনে আসীন দেবীকে। শাপশাপান্ত করে চলেছে আর প্রচণ্ডভাবে ওয়াদা করে চলেছে ফিরে আসার।

পুরোহিত জানেন এগুলো অসহায় আস্ফালন। কিছুই করতে পারবে না এই অভিশপ্ত নারী। তার পুরুষ সঙ্গী ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে নরকের দুয়ারে, আর এখন হত্যা করা হবে তাকেও। একটু পরই উত্তপ্ত পারদ ঢেলে দেয়া হবে কণ্ঠনালীতে, সকল চিৎকারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে চিরকালের জন্য। কিন্তু তাঁর পূর্বে জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হবে তার, ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে একটু একটু করে কুপিয়ে কাটা হবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। একটি একটি করে আঙুল, পায়ের পাতা, হাতের কব্জি, স্তন যুগল... ফারাওয়ের অবাধ্য হবার দায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে এই নারী। যদিও পরদিন সকালে পৃথিবী জানবে দেবীর অভিশাপ পতিত হয়েছে এই নারীর প্রতি, যে কিনা দেবীকে অমান্য করে মানুষ খুন করেছে। খুন করেছে জ্ঞানী শিক্ষক মানেথোকে!

সকলেই অবলোকন করবে যে 'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র সাথে অবাধ্যতার শাস্তি কী হয় ফারাওদের দেশে। তা সে সাধারণ নারী হোক, রাজকন্যা হোক কিংবা... একজন রানী! ফারাও সকলের প্রতিই সুবিচার করেন!

মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা দেবীর সেবক সেই পুরোহিত কখনো বিন্দুমাত্র আন্দাজও করতে পারেনি যে এই কাহিনী এখানে শেষ নয়। কিংবা এই কাহিনীর সূচনাও এখানে নয়। এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ মহাকালের পর মহাকাল যাবত চলে আসা এই অন্তহীন কাহিনীর একটি ছোট্ট অধ্যায় কেবল। যে অধ্যায়তে পুনরায় আলাদা হয়ে যায় সেই দুজন, যাদের তৈরি করা হয়েছে একত্রিত হবার জন্য। আর সেই দুজনকে পৃথক করার কাজে পুরোহিত স্বয়ং কেবলই নিয়তির এক তুচ্ছ গুটি।

BanglaBook.org

'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র অষ্টাদশ পুরোহিত সেই নির্বোধ মানব সন্তান নেক্তানেবো কখনোই জানতে পারেনি যে সৃষ্টির সেই সূচনা থেকে তার মতো অসংখ্য জন এই একই হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে গিয়েছে আর তারপর বিলীন হয়ে গিয়েছে মহাকালের বুকে। যদিও সফল হয়েছে তাঁদের সেই রক্তলীলা, কিন্তু সফল হয়নি উদ্দেশ্য। যে দুই অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করতে বারবার অস্ত্রে শান দিয়েছে না জানি কত পুরোহিত, যোদ্ধা আর রাজা; তাঁরা কিন্তু ঠিকই বারবার ফিরে এসেছে ধরণীর বুকে।

এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আসতেই থাকবে...

যতক্ষণ পর্যন্ত না মহাকাল পরাজিত হয়, মাথা নোয়ায় পরম শ্রদ্ধায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরের মাঝে বিলীন হতে পারে তাঁরা চিরতরে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁদের অস্তিত্ব চিড়ে জন্ম হয় নতুন এক কাহিনীর।

ততক্ষণ পর্যন্ত, এই ফিরে আসাই তাঁদের নিয়তি!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

'পৃথিবীর বুকে আপনার সবচাইতে প্রিয় যে মানুষটি, আপনি কোথায় দেখেছিলেন তাঁকে প্রথমবারের মতন?

ক্লাসের ফাঁকে, স্যারের বাসায়, আত্মীয়ের বাড়ি কিংবা ফেসবুকে? কিংবা হয়তো কোন বন্ধুর আড্ডায়, সামাজিক অনুষ্ঠানের জমকালো আলোর ভিড়ে, হয়তো মোবাইল ফোনে অচেনা ফোন নম্বরে দুষ্টুমির ছলে। তাই না? আমার যে মানুষটি, তাঁকে আমি দেখেছিলাম বিয়ে বাড়িতে। হাজার আলোর রোশনাই আর জমকালো আয়োজনের মাঝে বধূ বেশে সজ্জিতা ছিল সে। সকল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, নবপরিণীতা বধূ।

হ্যাঁ, বিয়ে ছিল সেদিন তাঁর। কার সাথে জানা নেই, কী নাম তাঁর জানা নেই। কোথায় থাকে সে, কী তাঁর ফোন নম্বর জানা নেই কিছুই। এই উৎসবমুখর বিয়ে বাড়িতে সেদিন আমি শখের ছবি ওয়ালা, ফটোগ্রাফার বন্ধুর পাশাপাশি চলে এসেছি। কে জানতো, সেই শখের বশে ক্যামেরা হাতে কয়েক ঘণ্টা বদলে দেবে আমার জীবন? কে জানতো যে এই কয়েক ঘণ্টায় সেই মেয়েটিকে পেয়ে যাবো আমি, যার জন্য প্রতীক্ষা করেছি না জানি কতগুলো জীবন?

শুনেছিলাম, বিয়ের দিনে নাকি পৃথিবীর সব মেয়েকেই তাঁর জীবনে সবচাইতে রূপসী দেখায়। কিন্তু তাঁকে দেখাচ্ছিল ভীষণ বাজে। নামী-দামী পার্লারের মেকআপও ধারালো করে তুলতে পারেনি সাদামাটা মুখটা, শাড়ি-গহনার চাপে ভারি জবড়জং অবস্থা তখন তাঁর। কীভাবে যেন লেপটে গেছে চোখের কাজল, লাল টুকটুকে শাড়িতে ঘোমটা মাথায় একদম মানাচ্ছে না তাঁকে। ঠোঁটের ওপরে ঘাম জমেছে বিন্দু বিন্দু, হাতের মেহেদিতে রঙ ধরেনি। ভীষণ রূপবান স্বামীর পাশে তাঁকে দেখাচ্ছে ঠিক ততটাই নিষ্প্রভ, যতটা তাঁর এই সাজগোজ।

ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকি আমি, ভাবি মনে মনে। ইচ্ছা হয় সৃষ্টি করি জীবনের সেরা ছবি কাব্য। এমন একটা ছবি, যেটা হয়তো আজীবন মেয়েটির সবচাইতে সুন্দর ফটোগ্রাফ হয়ে থাকবে। শেষ বয়সে নাতি-নাতনিদের দেখাবে সে- 'দেখো, আমার বিয়ের ছবি! কে যে তুলেছিল মনে নেই! আমার সবচাইতে সুন্দর ছবি এটা।'

কল্পনায় যেন দেখতে পাই দৃশ্যগুলো। বাস্তবে দেখি অতিথির কোলাহল, গানের মৃদু আওয়াজ, ফ্ল্যাশের ঝলকানি আর কৃত্রিম হাসি টেনে দাঁড়িয়ে থাকা বর-বধূ।

BanglaBook.org

স্টেজের এক কোণে একলা দাঁড়িয়ে আমি, জানিনা কেন কিছু ভালো লাগে না। সে অস্বস্তিতে নড়েচড়ে, আলতো হাতে ওড়না ঠিক করে, নববধূ হবার সামজিক হ্যাপা সামলায়। আর এসবের ফাঁকে কী যেন হয়ে যায়, ফিরে তাকায় আমার দিকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখাচোখি হয়, একটু বাঁকে তাঁর ঠোঁটের কোণগুলো। আলতো করে হাসে সে।

শুধু ঠোঁট জোড়া দিয়ে নয়, পুরো অস্তিত্ব দিয়ে হাসে।

আমার দেখার ভুল হতে পারে, কিন্তু কেন যেন মনে হয় শত সহস্র নক্ষত্র একসাথে জ্বলে ওঠে তাঁর দুচোখে। এমন একটা কিছু, যা আমি আগে কখনো দেখিনি। কখনো দেখতে পাবো বলেও ভাবিনি।

এবং সেইদিন ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আমি জানি...

এই মেয়েটিকে ছাড়া আমার চলবে না। চলবে না কিছুতেই। জানিনা কীভাবে সে পর্যন্ত পৌছাব এই আমি আর আদৌ কখনো পৌছাতে পারবো কিনা। কিন্তু আমি জানি, আমার গন্তব্য সে। কেবল আর কেবল সে!

পকেটের ভাইব্রেশন জানান দেয় প্রেমিকার ফোনকলের উপস্থিতি, আর আমি তাকিয়ে থাকি... আমার গন্তব্যের দিকে, আমার সর্বনাশের দিকে, সেই মেয়েটির দিকে যে কিনা অন্য কারো স্ত্রী এবং যার সাথে দেখা না হলে আমার জীবনটা নিখুঁত হতে পারতো।

আমি...

এই কংক্রিট নগরীর বুকের এক অতি সাধারণ তরুণ এবং এটা আমার গল্প। স্বপ্ন, কষ্ট, প্রেমের গল্প। মৃত্যু, ঘৃণা, জীবনের গল্প।

ভালোবাসার গল্প!'

এই পর্যন্ত লিখেই থামতে হয়। হাত চলে না, চলে না মনও। কিংবা বলা যায় মনের মাঝে এতকিছু চলে যে তাঁদেরকে কাগজের বুকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে ফটোগ্রাফার, সে ছবি-কাব্য তৈরি করতে জানে। কাগজের বুকে শব্দ-কাব্য নয়! কিন্তু যে চেহারাটা নিয়ে ছবি কাব্য তৈরি করতে চেয়েছিল, সে যে ধরা-ছোঁয়ার বহু বহু ঊর্ধ্বে।

কতদিন পেরিয়ে গেছে? এক? দুই? তিন? হয়তো আরও বেশি। জীবন কি কারো জন্য বসে থাকে না থেকেছে কখনো? জীবন চলেছে নিজের মতন। এখন তো আর হিসাবও নেই যে আসলে কতদিন আগে দেখা হয়েছিল সেই মুখটার সাথে। কিন্তু হ্যাঁ, এটাও ভীষণ সত্যি যে মুখখানা বুকের মাঝে রয়ে গেছে কোথাও। হয়তো ঝাপসা, অস্পষ্ট। কিন্তু সেই আলো ঝলমলে বিয়ের আসরে বড্ড বেমানান অগোছালো বউটি এখনো রয়ে গেছে তার স্মৃতিতে।

জানেন না কেন আর কী কারণে পারেনি ভুলতে, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে মেয়েটি

BanglaBook.org

এখনো আসন গেড়ে আছে মনের গভীরে। কোথাও না কোথাও, কিংবা সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে!

নিজেকে কাগজের বুক থেকে গুটিয়ে নেয় আয়ান, অতীত মনে করার ব্যর্থ চেষ্টা আর অহেতুক করে না। জীবনে এমন ঘটনা অহরহ ঘটে... অহরহ আর খুব সাধারণভাবেই। হয়তো এক মুহূর্তের দেখাতেই কোন মানুষ বিনা কারণেই গেঁথে যায় মনে, রয়ে যায় স্মৃতিতে। কিন্তু তার মানে কি এই যে মানুষটি আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ? একদম না! আর এই তুচ্ছ ব্যাপারকে গুরুত্ব দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করারও কোন মানে নেই। একটাই জীবন, এত সময় নেই নষ্ট করার মতো। ছোট্ট, ক্ষুদ্র, চট করে ফুরিয়ে যাওয়ার মতন একটা জীবন। একবার মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে আফসোসেরও সুযোগ থাকবে না...

'আসলেই কি মৃত্যু মানেই ফুরিয়ে গেলো জীবন? মৃত্যু মানে শেষ?'

এটা কেমন প্রশ্ন হলো? ফেসবুক চ্যাটে ভেসে ওঠা প্রশ্নটার দিকে তাকিয়ে একটু নড়েচড়ে বসে আয়ান। অপর পাশের আইডিটা অপরিচিত, এবং একটা ছদ্মনামের আড়ালে- "আকাশলীনা"। ছবিও দেখা হয়নি কখনো, প্রোফাইল ছবির জায়গায় একটা ভীষণ মন খারাপ করা ছবি। তবে কথা বলতে ভালোই লাগে। আজকাল রোজ কথা হয়।

আবার প্রশ্ন আসে, 'সিরিয়াসলি বলো তো, তোমার কি মনে হয় মৃত্যু মানেই জীবন শেষ? এরপর আর কিছু নেই?'

এবার কি বোর্ডে সচল হয় আয়ানের আঙুল, 'যদি স্বর্গ-নরক কিংবা ধর্ম মানো, তাহলে তো বলতে হয় মৃত্যুর পরেও অনেক কিছু আছে। আর যদি না মানো, তাহলে কিছুই নেই। মৃত্যু মানেই শেষ।'

'এর বাইরে কিছু নেই?'

'ধর্ম বলে মৃত্যুর পর আছে আরেকটা জীবন, বেহেশত কিংবা দোজখে। বিজ্ঞান বলে মৃত্যুই শেষ, তারপর কেবল এনার্জি হয়ে মিশে যাওয়া প্রকৃতির সাথে।'

'ব্যাস? ফুরিয়ে গেলো কাহিনী?'

'তাই তো মনে হয়। অন্তত এর বাইরে কিছুর কথা তো পৃথিবী বলে না। কিংবা হয়তো বলে, আমরা জানি না।'

BanglaBook.org

'জানো, আমার না বিশ্বাস হয় না। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে এই এত বিশাল মানব জীবন, এত কর্ম, এত গল্প, এত ভালোবাসা... এই সবকিছুই একটা মৃত্যুতে শেষ হয়ে যায়। আই মিন, ভালোবাসার জন্য ভীষণ ছোট্ট এই জীবন!'

'ভালোবাসা!!! হা হা হা... তুমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করো?'

'হ্যাঁ, করি!' খুব সহজ জবাব দেয় মেয়েটা। 'কেন, তুমি করো না?'

কয়েক মুহূর্ত সত্যিই ভাবে আয়ান। সে কি ভালোবাসায় বিশ্বাস করে? এই আজকালকার পৃথিবীতে আসলেই কি কেউ ভালোবাসায় বিশ্বাস করে? ভালোবাসা বলে সত্যিই কি কিছু ছিল কখনো? নাকি আছে?

'ভালোবাসা বলে কিছু নেই, আকাশলীনা।'

'কে বলল তোমাকে?'

'আমি জানি!'

'তাই না? খুব অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে? সব জেনে বসে আছে উনি!'

'শোন, ভালোবাসা বলে আসলেই কিছু নেই। আমাকে দেখ, প্রেমিকার অভাব নেই আমার। ভালোবাসা বলে কিছু থাকলে এদের কারো সাথে এতদিনে হয়ে যেত না? হয় নি! হবেও না। ভালোবাসা বলে কিছু থাকলে তো হবে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর প্রশ্ন আসে, 'তোমার অনেক প্রেমিকা?'

'হুম।'

'কয়জন?'

'আরে বাবা, কয়জন সেটা আমি হিসাব করে রেখেছি নাকি? আমার কোন সম্পর্কই ৩ থেকে ৬ মাসের বেশি টেকে না। বড়জোর টেনেটুনে ৮/১০ মাস। তারপর যে লাউ, সেই কদু।'

'টেকে না কেন?'

'নানান কারণে। কখনো আমার মন উঠে যায়, কখনো হয়তো ওই মানুষটার।'

'এভাবে কি সম্পর্ক হয়?'

'সম্পর্ক আজকাল এভাবেই হয়। ওই ভালোবাসা-টালোবাসা সব বাজে কথা।'

'তোমার এখন আছে?'

'কী?'

'প্রেমিকা!'

'হু, আছে। সায়মা নাম।'

এটুকু লিখেই অবশ্য আবার দ্বিধায় ভোগে আয়ান। ইন্টারনেটে আসলে সে টাইম পাস করে না, বরং যেসব মেয়েদের সাথে সম্পর্ক হয় তাঁদেরকে এই ইন্টারনেট থেকেই খুঁজে নেয়। বিশেষ করে ফেসবুক থেকে! ফেসবুকের এই চ্যাট থেকেই পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং তারপর কিছু হবার থাকলে সেটাও হয়। সায়মার সাথে পরিচয়ও এই ফেসবুকেই...

BanglaBook.org

ভার্চুয়াল সম্পর্কের কিছু অলিখিত নিয়ম আছে। আর সেগুলোর মাঝে প্রথম নিয়ম হচ্ছে, কখনো কাউকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন কথা বলে দিতে হয় না। বিশেষ করে অতীত প্রেমের কথা তো বান্ধবীদের বলতে হয় না ভুলেও। ফ্লার্ট করা একটা আর্ট, এবং এই কাজটা আসলে সবাই পারে না। আয়ান পারে, বেশ ভালোই পারে। আর তাই খুব ভালো করে জানে যে সদ্য পরিচিত একটা মেয়েকে নিজের "অনেক" প্রেমিকা ছিল এটা বলে দেয়ার অর্থ একটা ভবিষ্যতে "হলেও হতে পারত" প্রেমের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া।

আসলেই কি অল্প দিনের পরিচয় আকাশলীনার সাথে?

হ্যাঁ, অল্পই তো। কতদিন হবে, দুই সপ্তাহ? এক মাস?... হ্যাঁ, সেরকমই! অবশ্য ফেসবুকে পরস্পরের বন্ধু ছিল অনেক আগেই। কিন্তু কখনো হাই-হ্যালো করা হয়নি, কিংবা কখনো লাইক-কমেন্টও করা হয়নি। কীভাবে পরস্পরের ফ্রেন্ড লিস্টে অ্যাড হয়ে গেলো, সেটাও মনে পড়ে না। একবার একটা ছবি আপলোড করেছিল ফেসবুকে, একজন বিশেষ মানুষকে খোঁজার জন্য। আর তখন বিপুল পরিমাণ অচেনা মানুষকে অ্যাড করা হয় ফেসবুকে। সম্ভবত তখনই অ্যাড করা হয়েছিল এই আইডিটাকেও।

এতবছর বাদে হঠাৎ একদিন কী হলো...

রাত তখন গভীর, বাইরে বর্ষার প্রচণ্ড বৃষ্টি আকাশ ভেঙে নামছে। বারান্দার দরজা খোলা, বৃষ্টির পানির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বিছানা। টেবিলের ওপরে খোলা ল্যাপটপটাতেও লাগছে একটু একটু। ভয়ংকর শব্দে বাজ পড়ছে কোথাও একটু পর পর।

কিন্তু বৃষ্টি বা বজ্র নয়, ঘুম ভেঙে যায় প্রবল বাতাসের ঝাপটায়। দরজাটা আটকে জানালার শার্সিগুলো বন্ধ করতে না করতেই ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ আটকে যায় একটা ছবিতে... খুব মন খারাপ করা একটা ছবি। একটা বিবস্ত্র মেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। পিঠের কাছে গভীর দুটি ক্ষত চিহ্ন। দেখে মনে হচ্ছে এখানে নরম, সাদা পালকের পাখা ছিল। কোন একটা ভয়ংকর দানব অমানুষিক শক্তিতে মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে মেয়েটির সেই পাখা দুটো। আকাশের পবিত্রতা থেকে মেয়েটি আচড়ে পড়েছে কদর্যতায় ভরা পৃথিবীতে...

এমন ছবি হয়তো ইন্টারনেট ঘাঁটলে হাজার হাজার মিলবে। কিন্তু কেন যেন সেই গভীর রাতে সেই ছবিটি মারাত্মক আকর্ষণ করেছিল আয়ানকে। আর এত বেশি যে নিজে আগ বাড়িয়ে গিয়েই লিখেছিল-'এত রাত জেগে কী করছেন?'

জবাব এসেছিল, 'দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে বসে আছি।'

'কী দুঃস্বপ্ন?'

'যে স্বপ্নগুলো ছোটবেলা থেকে দেখি, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা পাই না। খুব ভয়ংকর সেই স্বপ্নগুলো!'

BanglaBook.org

'কেমন ভয়ংকর? আমাকে বলা যায়?'

'আপনি শুনলে পাগল ভাববেন। কিন্তু বিশ্বাস করুণ, আমি পাগল না। সবাই বলে আমি পাগল। কিন্তু বিশ্বাস করুণ, আমি উন্মাদ নই। শুধু স্বপ্ন দেখি। কেন যে দেখি এই স্বপ্ন...'

'পাগল ভাববো না, আপনি বলুন!'

'আমি... আ... আমি দেখি যে আমি কাউকে খুন করছি! কাকে খুন করছি, সেইটা দেখতে পাই না। কিন্তু দেখি যে একটা মানুষকে আমি খুন করছি, ধারালো একটা কিছু দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলছি। রক্ত এসে লাগছে আমার চোখে, মুখে, গায়ে... এবং আমার আনন্দ হচ্ছে! ভীষণ এক রকমের পৈশাচিক আনন্দ! মনে হচ্ছে এখন মানুষটাকে খেয়ে ফেলি, খেয়ে না ফেলা পর্যন্ত শান্তি পাব না কিছুতেই...'

'আরে ধুর, এটা নিয়ে ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? এমন স্বপ্ন তো আমি রোজ দেখি...'

'তাই?'

'হ্যাঁ, তাই। আমি তো দেখি একটা বিশাল পাহাড়ের উপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছি, দেখি যে কেউ একজন আমাকে মেরে ফেলছে, মাঝে মাঝে এমনও দেখি যে কেউ আমাকে কেউ কুপিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলছে... আমি চিৎকার করতে চাচ্ছি কিন্তু কোন আওয়াজ আসছে না... '

এবং সেই রাতটি ভোর হয়েছিল ফেসবুকের সেই টুকটাক গল্পের ফাঁকেই। বহুদিন পর কোন নারীর সাথে উদ্দেশ্যবিহীন আড্ডা দিয়েছিল সেদিন আয়ান... চেহারা না দেখে, কিছু না জেনে, কোন ধরণের অন্যরকম উদ্দেশ্য ছাড়া। কেবল একজন মানুষের সাথে যেভাবে কথা বলে অপর একজন মানুষ।

মেয়েরা যে বন্ধুও হতে পারে, বহুকাল পর আবার অনুভব করেছিল সেদিন পুরুষ।

ইস্কাটনের এই ফ্ল্যাটটায় আয়ান একলাই থাকে। মা বাবা আছে, তবে তাঁরা শহরের আরেক প্রান্তে। ফ্ল্যাট, স্টুডিও সব একসাথে হওয়ায় কাজের সুবিধা হয়। আর তারচাইতেও বেশি সুবিধা সম্পর্ক রক্ষায়। সায়মা যখন ইচ্ছা আসতে-যেতে পারে। এবং অন্যরাও...

BanglaBook.org

শরীরের ভালোবাসাবাসি শেষ, আলগোছে নিজেকে বিছানা থেকে গুটিয়ে নেয় সায়মা। রাত বাড়ছে, বাড়ি ফেরা প্রয়োজন। সে জানে আয়ানকে বললে এগিয়ে দেবে, কিন্তু সেটা হবে কেবলই দায়িত্ব পালন। এইজন্য বলতে ইচ্ছা করে না। কেমন যেন অদ্ভুত এই ছেলেটা। সবসময় "ভালোবাসি" বলবে, রোমান্সের চূড়ান্ত করবে, খুব খেয়াল রাখবে। আর বিছানায় তার উচ্ছ্বাস দেখলে তো মনে হয়ে সায়মা এই পৃথিবীর একমাত্র নারী আর সবচাইতে সুন্দরী।

কিন্তু তারপরও...

কোথায় যেন কী একটা নেই... নেই নেই... একদম নেই! বিয়েও করতে চায় এই ছেলেটা তাঁকে। একটু আধটু কথা হয়েছে পরিবারের সাথেও। কিন্তু কোথায় যেন সেই বিশাল একটা শুন্যতা সায়মাকে নিশ্চিত হতে দেয় না। কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা আস্থা আনতে দেয় না এই সম্পর্কের ওপরে।

নগ্ন শরীরেই বিছানায় বসে চুল বাঁধে সায়মা। তার নিখুঁত শরীরটার ছায়া পড়ে বিশাল আয়নায়, নরম মিষ্টি আলোতে চকচক করে মাখনের মতো ত্বক। এত আকর্ষণীয় যে পুরুষ মাত্রই তাকিয়ে থাকবে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। কিন্তু জানে না কেন, এই মুহূর্তে এই ভীষণ রূপসী মেয়েটিও আকর্ষণ করে না আয়ানকে। এতটুকুও না! অথচ তার নিজেরও ধারণা ছিল যে এই মেয়েটিকে সে ভালোবাসে। অন্তত এই মেয়েটিকে সে বিয়ের প্রস্তাব করেছে... সেটাই কি ভালোবাসার প্রকাশ নয়? যদি বিয়ে করতে চাওয়াটা ভালোবাসা না হয়, তাহলে কোনটা ভালোবাসা?

ভালোবাসা শব্দটাই আসলে বড় বিভ্রান্তিকর। কেন যেন ঠিক কখনোই আস্থা আসে না এই শব্দটার প্রতি আর কখনো আসবে বলেও মনে হয় না। সত্যিই কি এমন হয়, কাউকে এত ভালো লেগে যায় যে মনে হয় নিজের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে তার বসবাস?

তবে প্রশ্নটা সায়মাকে নয়, আকাশলীনাকে করে। সায়মা ঠিক বেরিয়ে যেতেই।

'সত্যিই কি এমন হয়? ওই যে মেড ফর ইচ আদার... সত্যি আছে? এমন কাউকে আসলেই পাওয়া যায়?'

ফেসবুকের সাদা-নীল অবয়বের অন্য কোন প্রান্তে মেয়েটা চুপ করে থাকে দীর্ঘ সময়। তারপর ভেসে ওঠে কেবল একটা শব্দ স্ক্রিনে।

'যায়।... অবশ্যই পাওয়া যায়।'

'তুমি বিশ্বাস করো এই রাবিশে? মানে এই সোল মেট অ্যান্ড অল দ্যাট?'

'করি। কেন, তুমি করো না?'

'হা হা হা... তুমি আমার প্রেমিকার সংখ্যা জানো?'

'তাই? অনেক বেশি? কত... ৫০ জন?'

'ওইরকমই। আমার মতো মানুষদের জীবনে মেয়েরা আসে আর যায়। ভালোবাসা-টালোবাসায় আমরা বিশ্বাস করি না।'

BanglaBook.org

'তোমাদের মতো মানুষদের তাহলে সোলমেট নেই?'

'শুধু আমাদের মতো মানুষদের কেন, কারোরই নেই। ইনফ্যাকট, সোলমেট বলে আসলে কোন কিছুই নেই। সব গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টি।'

'আছে।'

'ধুর, তোমার কি! তুমি তো এটাও মনে করো যে মানুষের জীবন মৃত্যুতে শেষ হয় না, মানুষ আবার আসে পৃথিবীতে... পুনর্জন্ম হয়... আই মিন, কোন মানে আছে এইসবের? তুমি বলতে চাও যে এই যে আমি, মরে যাওয়ার পর আবার জন্ম নিব? আবার ফেরত আসব পৃথিবীতে?'

'কিংবা হয়তো এর আগেও তোমার জীবন ছিল... সহস্র সহস্র বছর আগে হয়তো এই পৃথিবীর বুকেই কোন এক প্রাচীন সভ্যতার একজন ছিলে তুমি। কালকের বিবর্তনে আবার জন্ম নিয়েছ। হয়তো... হয়তো শুধু একবার না। এর আগে আরও অসংখ্যবার এই পৃথিবীতে ছিলে তুমি... হতে পারে না এমন?'

জানে না কেন, শব্দগুলো পড়তে পড়তে অদ্ভুত একটা শিহরণ খেলে যায় মেরুদণ্ড বেয়ে। ঘাড়ের কাছে কী যেন শিরশির করে ওঠে। কি অদ্ভুত করে কথা বলে এই মেয়েটা। আর কি অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস যে বলে! কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয় যে সত্যি, সব সত্যি সে যা বলছে। মেয়েটাকে না চিনে, না জেনেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে তার কথা।

'তুমি একটা ডাইনি, আকাশলীনা! এই গভীর রাতে আজগুবি সব কথা বলো...'

'কেন বীরপুরুষ? ভয় ভয় লাগছে?'

'চুপ! আবারও কথা বলে। এই সব পুনর্জন্মের প্যাচাল একদম বন্ধ। তুমি আর দশটা মেয়ের মতো সাধারণ আলাপ জানো না?'

'উ হু... জানিনা! আমার সাথে কথা বলতে গেলে এই জ্ঞানের আলাপই শুনতে হবে।'

'এগুলো জ্ঞানের আলাপ? এগুলো? এগুলো হচ্ছে পাগলের প্রলাপ!'

'শোনো বোকা ছেলে, পৃথিবীর অনেক প্রাচীন ধর্মই কিন্তু পুনর্জন্মকে মানে। বিষয়টা মোটেও হেসে উড়িয়ে দেয়ার কিছু নয়।'

'তাই না? তোমাকে বলেছে! মানুষের পুনর্জন্ম হবে আর বিজ্ঞান বসে বসে কলা খাবে? কি যে বলো না তুমি! এই একবিংশ শতাব্দীতে পুনর্জন্মের কথা বললে লোকে পাগল ঠাউরাবে তোমাকে!'

এবার কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। "আচ্ছা, একটা কথা বলো তো ... কখনো কখনো এমন মনে হয় না, একটা ঘটনা ঘটলো আর তোমার মনে হলো যে সেটা আগেও ঘটেছে? কিংবা ধরো কিছু শুনলে, মনে হলো যে এই কথাটা আগেও শুনেছ? কিংবা হয়তো কাউকে দেখলে, যাকে দেখে মনে হলো না জানি কত বছর যাবত চেনো তাঁকে। হয় না এমন বলো?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, হয় এমন। কিন্তু এমন হওয়া মানে এই না যে এগুলো আগের জীবনের ঘটনা। এমনটা কমবেশি সবার সাথেই হয়, কোন একটা ঘটনায় মনে হয় যে এটা হয়তো আগেও ঘটেছে। কিন্তু তারমানে কি সবার পুনর্জন্ম হয়েছে?... ধুর!'

'এমনটা সবার সাথে হয় না, আয়ান। কারো কারো সাথে হয়। খুব কম মানুষের সাথে হয় এমন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। মেনে নিলাম যে মানুষের পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু কেন হবে এমন?'

'আমি বলিনি যে মানুষের পুনর্জন্ম হয়!'

'মানে কি! এতক্ষণ তাহলে কী বললে? এটাই তো বললে যে মানুষের পুনর্জন্ম হয়...'

'উ হু। আমি এটা বলেছি যে অনেক ধর্মেই পুনর্জন্মের ব্যাপারটা আছে। আর আমার... আমার কেন যেন মনে হয় যে...'

'কী মনে হয়?'

'আমার কেন যেন মনে হয় যে আমি আগেও এসেছিলাম পৃথিবীতে! আর আমি একা ছিলাম না, অন্য কেউ-ও ছিল আমার সাথে। আর আমাদের জীবনটা তখন খুব অন্যরকম ছিল!'

অন্য কেউ বললে হয়তো অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে একটা সেকেন্ডও সময় লাগতো না। কিন্তু জানে না কেন, অজানা অচেনা সেই মেয়েটির আজগুবি কথায় মোটেও হাসতে পারে না আয়ান। বরং ঘাড়ের কাছে শিরশিরানি অনুভবটা ফিরে আসে। ফিরে আসে মেরুদণ্ডে শীতল স্রোতটা। অনেক গুলো "কিন্তু" "তবে" "আসলে" এসে ভিড় করে মনে, প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন জড়ো হয়। অবশ্য জানা হয় না কিছুই, কেননা মেয়েটা ততক্ষণে অফলাইন হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল পৃথিবীর কোথাও।

এই এক বিচিত্র স্বভাব তার, চলে যাওয়ার আগে কখনো জানিয়ে যাবে না। কখনো বিদায় বলে যাবে না। কখনো কখনো না। তবু জানে না কেন সারাটা রাত অনলাইন হয়েই বসে থাকে আয়ান। অপেক্ষা করে।

অনিশ্চিত, দীর্ঘ এক অপেক্ষা!

জানে না কখন আবার ফেসবুকে লগইন করবে আকাশলীনা, জানেনা কখন আবার কথা হবে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে। করতেই হবে। ভেতর থেকে কী যেন একটা প্রচণ্ড তাগিদে জাগিয়ে রাখছে তাঁকে। কী যেন একটা বারবার বলছে, আজকের রাতটা জেগে তাঁকে থাকতেই হবে...

রাত বাড়ে, একে একে নিভে যেতে শুরু করে শহরের আলো।

এবং নিজের সুনসান ফ্ল্যাটে নিঃসঙ্গ জেগে থাকে একটি পুরুষ। সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে পোড়ায় সময়, পোড়ায় অন্তহীন দীর্ঘ রাতটাকে। কখনো পায়চারি

BanglaBook.org

করে, কখনো বাইশ তলা ফ্ল্যাটের খোলা জানালার সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকে স্থির। আর রাত যত গভীর হয় ততই তাঁর মনে হয়...

এমনটা আগেও কখনো ঘটেছে!

অনেক অনেক শত বছর আগে ঠিক এভাবেই কারো জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। অন্য কোন জীবনে, অন্য কোন ভুবনে। নিঃসঙ্গ, বিষণ্ন এবং দৃঢ়।

রাত ভোর হয়ে যাচ্ছিল, তবু দাঁড়িয়ে ছিল যে। দিগন্ত রেখার দিকে দৃষ্টি মেলে, একটা চিরচেনা অবয়বের দেখা পাবার প্রতীক্ষায়। বাতাসে শীতের গন্ধ ছিল সেদিন আর মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত মরুভূমির আকাশ...

আয়ান নামের ছেলেটি জানতেও পারে না যে সেদিনের সেই রাতে মিলেমিশে যায় তাঁর অতীত ও বর্তমান। সময়ের বুকে এমন একটা দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়, যে দরজা ভেঙেচুরে ফেলে জীবনের সকল সীমারেখা। বর্তমানের বাস্তবতা যখন বিলীন হতে শুরু করে, আস্তে আস্তে আড়মোড়া ভাঙে অতীতের সত্য।

অবিশ্বাস্য, ভয়ংকর, প্রচণ্ড এক সত্য...

কিন্তু এই সত্য যে তাকে জানতেই হবে!

শহরের এক প্রান্তে তার ছোট্ট কুটিরের বাইরে উড়ছে মরুর ধুলো, রাতের নিস্তব্ধতার বুক চিড়ে করুণ হাহাকার করে ছুটে যাচ্ছে উত্তাল বাতাস। না, অজানা কোন অলীক শক্তিকে ভয় করে না মানেথো। জ্ঞান তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছে অর্থহীন ধর্মবিশ্বাস থেকে। বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে যে প্রকৃতির বাইরে এমন কোন অলীক শক্তির অস্তিত্ব নেই যার সামনে মাথা নত করতেই হবে। অসংখ্য দেব-দেবীর মিথ্যা পরিচয় সৃষ্টির এক ও আদি সূত্রেই বিলীন!

হ্যাঁ, ধর্ম মানে না মানেথো। আস্থা রাখে না ধর্মের কোন আচারে। মন্দিরের পূজিত পরম আরাধ্য দেবীতে তাঁর বিশ্বাস নেই, সিংহাসনে আসীন ফারাওকেও দেবীর বরপুত্র বলে মনে করে না সে। কিন্তু এই অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের নগরে কে শুনবে তাঁর কথা? কে বিশ্বাস করবে তাঁকে? জ্ঞানের সত্যিকারের আলো কার অন্তরে জ্বালবে সে?

কুটিরের বাইরে এক আকাশ নক্ষত্রের নিচে অস্থির পায়চারি করে এই সুদর্শন যুবা পুরুষ। পায়চারি করে কারো প্রতীক্ষায়। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন তাঁর, এই কূপমুণ্ডকতার নগরী ছেড়ে বহু দূরে চলে যেতে তৈরি সে। অপেক্ষা কেবল

BanglaBook.org

একজনের... সেই একজনের, যে কথা দিয়েছে রাত যতই গভীর হোক সে আসবেই। জীবনের ওপারে চলে গেলেও সে আসবে। মৃত্যুকে তাচ্ছিল্য ভরে অবহেলা করে হলেও সে আসবে।

রানী সে! এই বিশাল রাজ্যে দেবতা রূপে পূজিত ফারাওয়ের পাটরানী সে। যে আজ গৃহ ত্যাগী হবে অতি সাধারণ এক জ্ঞান পিপাসু যুবার ভালোবাসার টানে। পরিণাম? কেউ জানে না। শুধু জানে যে একসাথে তাঁদের থাকতেই হবে, দুটি জীবন মিলিয়ে একটি জীবনে পরিণত তাঁদের হতেই হবে। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আর কেবল একসাথে থাকবার জন্য। এক নিয়তির সুতোয় তাঁদের বেঁধে রেখেছে মহাকাল...

নিজের অজান্তেই মুচকি হাসে মানেথো। দেবতা রূপে পূজিত ফারাও কিনা খোঁজ জানে না নিজের স্ত্রীর অন্তরের। হায় ভণ্ড দেবতা! হায় ভণ্ড ধর্ম বিশ্বাস! নিজের বোন ও কন্যাদের বিবাহের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই মিথ্যা নীল রক্তের কুৎসিত অহংকার কি ফুরাবে না কখনোই? সম্পর্কে রানী সেফ্রেনও বোন হয় সিংহাসনে আসীন এই ফারাওয়ের। এবং এর পূর্ববর্তী ফারাওয়েরও "স্ত্রী" ছিল সে। হ্যাঁ, সেফ্রেন স্ত্রী ছিল নিজের জন্মদাতা পিতার। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আসীন হয় ফারাওয়ের একমাত্র জীবিত পুত্র এবং অন্য কোন রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়া না থাকায় বিবাহ করে আপন বোন ও পিতার স্ত্রী সেফ্রেনকে।

ছিঃ! ভাবতে গিয়ে নিজের মাঝেই কুঁকড়ে যায় মানেথো। কি কুৎসিত আচার এদের, কি কুৎসিত ব্যবস্থা। সত্যিকারের জ্ঞান হতে কত যোজন মাইল দূরে এদের বসবাস! সে জানে, সেফ্রেনকে ভয় পায় ফারাও। ভয় পায় মন্দিরের পুরোহিত, ভয় পায় আমজনতাও। লোকে কানাঘুষা করে যে 'সিংহাসনাধিষ্ঠিতা (তিনি)'-র মানবীয় রূপ হচ্ছে বর্তমান ফারাওয়ের পাটরানী!

আসলেই কি তাই? জানে না মানেথো। শুধু এটুকু জানে যে কোন এক রহস্যময় শক্তির আধার এই ফারাও রাজকন্যা। যে শক্তি ঝলমল করে তাঁর চোখের তারায়, তাঁর দৃঢ় বাক্যবাণে। তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দু জানান দেয় সেই শক্তির আভাস, তাঁর উপস্থিতির প্রত্যেক মুহূর্ত বহন করে অজানা একটা কিছু আগমনী বার্তা। এবং তাঁর সামনে নিজের সমস্ত বোধ হারিয়ে ফেলে সে!

জ্ঞানের অহংকার ভূলুণ্ঠিত হয়, নিজের যাবতীয় নিয়ন্ত্রনের বাঁধ ভেঙে যায়, হৃদয় মাথা অবনত করে তাঁর হৃদয়ের সামনে। হ্যাঁ, রানী ভালোবাসে তাঁকে। অজানা জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী, যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ, ফারাও কন্যা সেফ্রেন ভালোবাসে তাঁকে। এবং এই ধরণীর বুকে প্রথম মানুষ সে, যে আস্থা রাখে মানেথোর জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়। অর্থহীন ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে জীবনের মানে খোঁজে না সে, দেব-দেবীর পূজায় মাথা নত করে না।

সে অহংকারী আর উদ্ধত।

BanglaBook.org

প্রচণ্ড আর প্রবল।
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত, শক্তিমত্তায় দীক্ষিত।
... মানেথোর হৃদয়ের অধীশ্বরী!

দিগন্তে ধুলো উড়ছে। সুবিশাল আর প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর এক কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া তাঁর খুরের আঘাতে মরুর বুক ক্ষতবিক্ষত করে ছুটে আসছে এদিকেই। এই ঘোড়া রানীর, জানে মানেথো। হ্যাঁ, অবশেষে কুৎসিত রাজপ্রাসাদের প্রহরা ভেদ করে এসেছে তাঁর হৃদয়ের রানী। এসেছে সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে।

বিগত দুই চাঁদ যাবত প্রতিটি দিন অপেক্ষা করেছে মানেথো এই ক্ষণটির। প্রতিটি রাত বিনিদ্র যাপন করেছে এই আশায় যে আসবে তাঁর একান্ত আপন সেই নারী। তবে কি সত্যিই উপস্থিত সেই ক্ষণ? তবে কি সত্যিই আজ হতে রানী তাঁর, শুধু আর শুধুমাত্র তাঁর?

আকাশের পটভূমিকে ফুটে ওঠে রানীর অহংকারী অবয়ব। ঘোড়ার পিঠে আসীন, ঋজু আর দৃঢ় তাঁর ভঙ্গি। আপাদমস্তক জড়ানো কালো পোশাকে, নক্ষত্রের আলোয় ঝকঝক করছে তাঁর শরীরের সাথে মিশে থাকা ধাতব অস্ত্র। এগিয়ে আসছে ঝড়ের বেগে আর অতি পরিচিত সেই বাহক। এগিয়ে আসছে বাতাসের বুক ভেদ করে এক সুতীক্ষ্ণ তীরের মতো।

তবে কি এবার সত্যি ফুরালো অপেক্ষার পালা?

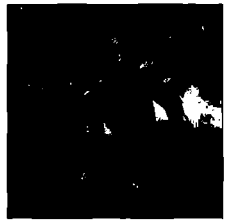

ভীষণ ক্ষমতার অধিকারিণী সেই রানীর চোখ ভিজে থাকে দু ফোঁটা অশ্রুতে। ঠোঁটগুলো কাঁপে একটু একটু, ঠিক যেমন কোন সাধারণ নারীর। আকাশে নক্ষত্রেরা ঝিলমিল করে নিজের পূর্ণ সৌন্দর্যে, অপার্থিব সেই আলো প্রতিফলিত হয় তার আয়ত দুটি চোখের তারায়। যে চোখে ভয় নেই ঠিকই, কিন্তু আছে বেদনা। তীব্র, তীক্ষ্ণ, হাহাকার ভরা বেদনা... সবকিছু হারিয়ে ফেলার!

'আর কিছুক্ষণ... ওরা চলে আসবে যে কোন সময়! তুমি চলে যাও, প্রিয়!'

'তোমাকে একলা ফেলে, রানী? নৃশংস ফারাও হত্যা করবে তোমাকে আর ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলবে তোমার সকল চিহ্ন।'

'সেটাই আমার নিয়তি, প্রিয়! কিন্তু তুমি চলে যাও। দয়া করে চলে যাও!'

'না। যদি যেতে হয় তো তোমাকে নিয়ে। নতুবা এখানেই আমার নিয়তি, যে

BanglaBook.org

নিয়তি নির্ধারিত তোমার জন্য।'

'কথা শোনো আমার... এই পৃথিবীর তোমাকে প্রয়োজন!'

'যে পৃথিবীতে তুমি নেই, সেই পৃথিবীকে প্রয়োজন নেই আমার!'

'মূর্খ হয়ো না, প্রিয়। যাও! আমি বেঁচে থাকবো তোমার মাঝে।'

'তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে চাইনা রানী। তোমাকে ছাড়া জীবন চাইনা আমার!'

'দয়া করো! চলে যাও এই নগরী ছেড়ে। আর কিছুক্ষণের মাঝেই পৌঁছে যাবে ফারাওয়ের রক্ষী বাহিনী। ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে তোমাকে ওরা।'

ভালোবাসার নারীকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে মানেথো, 'না, রানী। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। মৃত্যু যদি আসে, আসুক তোমার বাহুডোরে। বিচ্ছিন্নতার চাইতে মৃত্যু শ্রেয়!'

নারীর চোখের দু ফোঁটা অশ্রু এবার গড়িয়ে নামে কাজলের সীমারেখা পেরিয়ে। 'তাহলে আজ এই রাত... আমাদের জীবনের শেষ রাত, প্রিয়। এখন না মহাকাল আমাদের রক্ষা করতে পারবে, না তোমার জ্ঞান, না আমার জাদু বিদ্যা। মৃত্যু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এখন, তোমার এবং আমার জন্য!'

'তবে তাই হোক। আমার আফসোস নেই!'

'আমার আছে। আমি জীবন চেয়েছিলাম তোমার আলিঙ্গনে।'

'ফিরে আসবো আমরা আবার, রানী। যেভাবে এসেছিলাম এর আগেও... যেভাবে এসেছিলাম জন্ম জন্মান্তরে। মৃত্যু সূচনা মাত্র আমাদের, শেষ নয়। শেষ কখনো হবে না, যতদিন না আমরা মিলিত হতে পারি।'

'আর কতগুলো জীবন, প্রিয়? আর কতগুলো?'

'হয়তো আরও সহস্র, অযুত, নিযুত... আমি জানিনা, রানী। শুধু জানি যে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত তোমার কারণে বারবার জন্ম নেব আমি, যেভাবে নিয়ে চলেছি সৃষ্টির শুরু থেকে।'

ভালোবাসার পুরুষটির আলিঙ্গনে ভেঙেচুড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয় সেই রাজকীয় নারী, ভালোবাসার অপবাদে যাকে হত্যা করার জন্য খুঁজছে ফারাওয়ের সৈন্যবাহিনী।

'মৃত্যু নিকটে, প্রিয়। মৃত্যু নিকটে! এই জন্মটাও আমাদের কেটে গেলো না পাওয়ার অপূর্ণতায়!'

'আবার দেখা হবে, রানী। আবার দেখা হবে। খুব শীঘ্রই। ঠিক সেভাবেই মৃত্যুকে বুক পেতে নেব এবারো, যেভাবে সর্বদা নিয়েছি।'

'আমি জীবন চাই তোমার বুকে।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, একদিন সেই জীবন আমরা নিশ্চয়ই ছিনিয়ে নেব।'

'অন্য কোন সময়ে, অন্য কোন ভবিষ্যতের বুকে...'

'হ্যাঁ, রানী আমার। অন্য কোন ভবিষ্যতের বুকে!'

প্রেমিকের চোখে চোখ রেখে হাসে এবার রাজকীয় নারী। হাসে নিজের সমস্ত

BanglaBook.org

সৌন্দর্য একত্রিত করে। 'তাহলে ভালোবাসো এখন আমাকে। ভালোবাসায় ভোর হোক আজকের রাত, ভালোবাসার ডানায় ভর করে আসুক মৃত্যু!... ভালোবাসো আমাকে, প্রিয়! নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসো। যেভাবে ভালোবাসে একজন স্বামী তার অর্ধাঙ্গিনীকে।'

ধীরে ধীরে চুম্বন নামে অধরের স্পর্শে, প্রতি রক্তবিন্দুতে বেজে ওঠে সহস্র বছর জমে থাকা তৃষ্ণার বার্তা। এ জন্মের প্রথম কাছে আসা, এবং শেষও! পরস্পরকে সেই তীব্রতার সাথে ভালোবাসে তাঁরা, যতটা তীব্রতায় ভালোবাসতে পারে হাজার হাজার বছরের অতৃপ্ত দুটি সত্ত্বা। মরুভূমির সোনালি বালুর বুকে তারা জ্বলা আকাশকে সাক্ষী রেখে জন্ম হয় এক সুগন্ধি রাতের...

'জীবন-মৃত্যু-ভালোবাসার জন্য, প্রিয়!'

'ভালোবাসা-মৃত্যু-জীবনের জন্য, রানী!'

শরীরি ভালোবাসার উচ্ছ্বাস শেষে প্রিয় পুরুষের নগ্ন দেহে শিরদাঁড়া সোজা রেখে আসীন হয় সে, চোখ রাখে চোখে। পুরুষের চোখেমুখে তখনও মাত্র ফুরানো সুখের আবেশ, নারীর গালে তখনও রক্তিম আভা প্রেমের। কিন্তু দিগন্তে উড়ছে ধুলো, রক্ষী বাহিনীর ঘোড়ার পদাঘাতে। ফুরিয়ে এসেছে সময়, ফুরিয়ে এসেছে ভালোবাসার প্রহর!

নক্ষত্রের আলোয় চকচক করে নারীর অনাবৃত শরীর, মসৃণ ত্বক, সুদীর্ঘ চুলের রাশি। দু চোখে তীব্র বেদনার ছায়া হাহাকার করে নীরব চিৎকার হয়ে।

'ওরা চলে এসেছে, প্রিয়। ওরা চলে এসেছে!'

'আমরা পালিয়ে যাব না, আমরা অপেক্ষা করবো। মৃত্যুর।'

'তুমি জানো মৃত্যু কক্ষে কী হয়? ওরা জীবিত অবস্থায় চামড়া ছিলে নেবে তোমার। ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে একটু একটু করে কুপিয়ে কাটা হবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। একটি একটি করে আঙুল, পায়ের পাতা, হাতের কব্জি... ওরা উপড়ে নেবে তোমার চোখদুটো।'

'সেই চোখ দিয়ে কী করবো আমি, যে চোখ তোমাকে দেখতে পাবে না!'

'ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না।'

'এ বাক্য ভালোবাসার!'

'তাহলে...' প্রেমিকার অশ্রুরা বাধাহীন উপচে নামে প্রেমিকের প্রশস্ত বুকে। 'তাহলে সেই ভালোবাসার নামে হত্যা করলাম তোমাকে আমি, প্রিয়। প্রকৃতি সাক্ষী, সেই ভালোবাসার নামে কেড়ে নিলাম তোমার জীবন!'

মানেথো কিছু বুঝে ওঠার আগেই রানী সেফেনের ধারালো ছোরা আমূল ভেদ করে যায় পুরুষের হৃদপিণ্ড, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় তাঁকে। রক্ত ছিটকে বের হয়, মাখামাখি হয় রানীর মুখে আর উন্মুক্ত দেহে। ঠোঁটের কোণে প্রশান্তির এক টুকরো হাসি নিয়ে নিথর পড়ে থাকে পুরুষের প্রাণহীন দেহ।

BanglaBook.org

এবং রাতের বুক ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে এক রাজকীয় নারী। চিৎকার করে আহাজারি করে ভালোবাসা হারাবার বেদনায়, তার সুতীব্র আর্তনাদে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে রাতের নীরবতা আর মহাকালের বুক।

সেই নারী আর্তনাদ করে প্রিয়জনকে হারাবার বেদনায়।

সেই নারী আর্তনাদ করে প্রিয় পুরুষের সাথে মিলতে না পারা অক্ষমতায়।

সেই নারী আর্তনাদ করে নিজের হাতে স্বামী পুরুষকে হত্যা করার শূন্যতায়। এরপর মহাকালের বুকে শত শত শত বছর যাবত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে শুধু সেই আর্তনাদ... যতদিন পর্যন্ত না পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে তাঁরা ধরণীর বুকে।

এত বাস্তব হয় স্বপ্নগুলো যে মাঝে মাঝে বিশ্বাসই হয় না। বিশ্বাস হয় না যে এগুলো স্রেফ স্বপ্ন, তার মস্তিষ্কের অজানা কোন অংশের বিচিত্র কল্পনা। এবং সত্যিকারের পৃথিবীর সাথে এই অলীক কল্পনার কোন সম্পর্কই নেই।

এত বাস্তব হয় স্বপ্ন? এত বাস্তব?

কীভাবে কল্পনা এত বাস্তব হয় যে মনে হয় এখনো কানের কাছে বাজছে সেই সুরেলা কণ্ঠস্বর? মনে হয় যে এখনো শরীরের সাথে লেগে আছে প্রতিটি স্পর্শ, বুকের কাছে কোথাও অনুভব করা যাচ্ছে তার নিঃশ্বাসের উত্তাপ।

বিছানায় উঠে বসে এই মধ্য দুপুরেও অজানা আতঙ্কে ঘামতে থাকে আয়ান। বুকের মাঝে ধুকপুক করছে হৃদপিণ্ড, এত জ্বরে হাতুড়ি পেটাচ্ছে যেন পাঁজর চিড়ে বের হয়ে আসবে এখুনি। শরীরের প্রত্যেকটি কোষ যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে ভয়ংকর কিছু একটার প্রত্যাশায়।

কি অদ্ভুত আর বিচিত্র সব স্বপ্ন! একটির সাথে অপরটির কোন মিল নেই, বিন্দুমাত্রও না! কখনো এই স্বপ্ন টেনে নিয়ে যায় মরুভূমির এক অজানা দেশে, কখনো নিয়ে যায় উত্তাল সমুদ্রের বুকে এক তিমি শিকারি জাহাজে। কখনো নিজেকে মনে হয় প্রাচীন এক রোমান সৈন্য, কখনো কুয়াশায় ঘেরা এক নগরে দরিদ্র শিল্পী। কখনো কখনো সামনে ভেসে ওঠে পাথর কুঁদে তৈরি এক রহস্যময় উপাসনালয়, কখনো কুৎসিত এক প্রাচীন মধ্যযুগীয় টর্চার চেম্বার, কখনো শুধু কানে ভাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর গোলা-বারুদের কদর্য চিৎকার, কখনো নিজের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে আমূল প্রবেশ করে ধারালো একটা ধাতব অস্ত্র। বিচিত্র সব স্থান, বিচিত্র সব

BanglaBook.org

মানুষ, পরস্পর থেকে ভীষণ রকম আলাদা এক একটি স্বপ্ন। শুধু একটি বিষয় ছাড়া...

একটি মুখ, অতি পরিচিত একজনের মুখ। প্রত্যেক স্বপ্নে ঘুরেফিরে আসে একটি মাত্র চেহারা! যাকে দেখলে বড় আপন লাগে, বড় নিজের লাগে। কোন কোন স্বপ্নে সেই মানুষটা থাকে বড় আপনজন, আবার কোন স্বপ্নে যোজন যোজন দূরের। আবার কোন কোন স্বপ্ন পার হয়ে যায় তাঁকে খুঁজতে খুঁজতেই। যেন স্বপ্ন নয় এগুলো, যেন একটা একটা জীবনের গল্প। ভিন্ন ভিন্ন জন্মের গল্প। যেন অতীতের স্মৃতিগুলো স্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে বারবার এই জীবনের স্মৃতিপটে।

তবে কি আকাশলীনা ঠিক বলেছিল? মানুষের আসলেই একাধিক জন্ম থাকে? বর্তমানের এই নশ্বর জীবনের আগেও বহুবার এসেছিল সে পৃথিবীর বুকে?

ধুর, কি ভাবছে আবোল তাবোল!

বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ে আয়ান। কাল রাতে সায়মা ছিল সাথে, দুজনে মিলেমিশে এক হয়ে ভালোবাসায় মাখামাখি চমৎকার একটা রাত কাটিয়েছে। দুটো শরীর পরস্পরকে ভালবেসেছে ভোর অব্দি। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে আর সায়মা হয়তো সকালে চলে গেছে কোন এক ফাঁকে, ক্লান্ত প্রেমিককে ঘুমাবার সুযোগ করে দিয়ে। মেয়েটা ভালো আর ভীষণ লক্ষ্মী, তার এই ছন্নছাড়া জীবনটাকে ছকে ফেলবার জন্য চমৎকার। এমন একটা মেয়েকে ভালো না বেসে পারা যায়?

এমন একটা রাতের পর শরীর জুড়ে একটা আরামদায়ক আলস্য থাকার কথা, অথচ তার বদলে প্রত্যেক পেশীতে জড়িয়ে আছে একটা বিচ্ছিরি আড়ষ্টতা। মনে হচ্ছে রাতভর ভীষণ পরিশ্রমের কোন কাজ করে এসেছে আর তারপর ঘুমটাও হয়নি ঠিক মতন। বিশ্রাম চাই, অনেক অনেক বিশ্রাম।

ঠাণ্ডা পানির হিমশীতল একটা বোতল হাতে আবার বিছানায় ফিরে আসে নিঃসঙ্গ পুরুষ। সায়মাকে একটা কল দেয়া প্রয়োজন, কিন্তু কেন যেন ইচ্ছা হয় না মোটেই। বরং আকাশলীনার সাথে কথা বলার জন্য একটা মারাত্মক ব্যাকুলতা বোধ হয়। ঘুম ভাঙার পর কখনোই বিচিত্র স্বপ্নদৃশ্যগুলো পুরোপুরি মনে থাকে না, ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু কিছু দৃশ্য সিনেমার মতো চোখের সামনে ভাসে কেবল। আর ঠিক তখনই এই কথাগুলো আকাশলীনা নামের অদেখা, অজানা সেই মেয়েটিকে বলতে ভারি ইচ্ছা হয়। কেন যেন মনে হয়, সেই মেয়েটিই হয়তো পৃথিবীর বুকে একমাত্র মানুষ যে বুঝবে এসবের অর্থ।

না, আকাশলীনার ফোন নম্বর এখনো নেই আয়ানের কাছে। ওই নীল-সাদা ফেসবুকের দুনিয়াটাই যা ভরসা। কখন সে আসে, কখন চলে যায়, কখন অপেক্ষা করলে তাঁকে পাওয়া যাবে এসব জানা নেই কিছুই। তবে হ্যাঁ, আজকাল বলতে গেলে সারাক্ষণই অনলাইনে অপেক্ষায় থাকে আয়ান। নিজের অজান্তেই! অপেক্ষা করে কখন আকাশলীনার নামের পাশে জ্বলে উঠবে ছোট্ট একটা সবুজ আলোক বিন্দু। যার

BanglaBook.org

অর্থ- মেয়েটি অনলাইনে আছে! কখনো দিনের পর দিন পেরিয়ে যায়, দেখা মেলে না। কখনো সারাটা দিনে শব্দ দিয়ে মাতিয়ে রাখে সে।

স্রেফ অর্থহীন বিষয় নিয়ে কথা বলাটাও এত ভীষণ আনন্দের কিছু হতে পারে? ধারণা ছিল না একদম! সত্যি বলতে কি, নারীর অর্থ এতকাল কেবল আনন্দ আর প্রয়োজনই ছিল তার কাছে। শরীরের আনন্দ আর জীবনের প্রয়োজন! কোন নারীর সাথে আক্ষরিক অর্থেই নিজের মন ভাগ করা যায়, ভাবনা-ভয় আর বিচিত্র স্বপ্ন ভাগ করা যায়, এই ব্যাপারটা আসলেই ভীষণ নতুন।

মাঝে মাঝে আকাশলীনাকে দেখতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় আওয়াজ শুনতেও। কে সে? কেমন সে? ১৬ বছরের কোন কিশোরী? নাকি ৪০ এর মধ্যবয়সী কোন নারী? আসলে কিছু যায় আসে না! হ্যাঁ, আসলেই কিছু যায় আসে না। আয়ান শুধু এটা অনুভব করে যে পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে অজানা, অচেনা একজন মানুষ বুঝতে পারে তার প্রতিটি কথা। সেই মানুষটি বোঝে তার স্বপ্ন, তার স্বপ্নের সেই বিচিত্র দুনিয়াকে। আর তারচাইতেও বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে সে কথা বলে। কথা বলে দর্শন, ধর্ম, পুনর্জন্ম, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর শয়তানের উপাসনা নিয়ে...

বড় রহস্যময় সেই মেয়েটার ভাবনার জগত। শীতল, গভীর আর অতল। ভীষণ শান্ত এক সমুদ্র যেন, যেখানে ঢেউ নেই একটিও। অনায়াসে এখানে নামা যায়, কিন্তু তল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর একবার এই সমুদ্রে নেমে পড়ার অর্থ এই যে ফিরে আসার কোন পথ খোলা নেই। কেবল ডুবতে হবে আর ডুবতে হবে আর সেটাই একমাত্র নিয়তি!

ড্রয়ার হাতড়ে চার বছর আগে তোলা ছবিগুলো খুঁজে বের করে আয়ান। সেই আগোছালো বউটির ছবি, এই বিয়ের অনুষ্ঠানে যার সাথে মুহূর্তের চোখাচোখি মনের মাঝে লক্ষ লক্ষ আলো জ্বেলে দিয়েছিল। জানে না এই ছবিগুলো কেন এখনো এত যত্ন করে আগলে রেখেছে, জানে না কেন আজও মাঝে মাঝে মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তবে এটা ঠিক যে আজকাল যখন দেখে এই ছবিগুলো, মনে হয় আকাশলীনা বুঝি এমনই দেখতে। ঠিক এমনই এলোমেলো আর অনেক মানুষের মাঝে বিভ্রান্ত, যাকে নিজের বিয়ের দিনটিতেই দেখাচ্ছিল ভীষণ বাজে! তবুও শত শত মানুষের মাঝে একজন পুরুষ সেই চোখে কাজল লেপটে যাওয়া জমকালো সাজে সজ্জিত বউটি থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না... কিছুতেই না!

নিজের অজান্তেই হেসে ফেলে আয়ান!

সেদিনের সেই রাতে কী দেখেছিল এই বউটির মাঝে সেটা আজও ধরতে পারে না সে। তবে মজার বিষয়টি হচ্ছে এখনো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে সে। আর যখন যখন তাকিয়ে থাকে, নিজেকে শাসন করাটা দায় হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় যে ছবিগুলো ডাকছে তাঁকে, কিছু একটা বলতে চাইছে। যেন বলছে, 'আমাকে খুঁজে বের করো"... ঠিক যেভাবে ডাকে আকাশলীনার শব্দগুলো! একটা তীব্র, অমোঘ

BanglaBook.org

আকর্ষণ যা উপেক্ষা করার সাধ্য তার নেই। কিন্তু তবুও উপেক্ষা করছে সে। অন্তত করার চেষ্টা করছে তো বটেই।

জীবনে সুন্দরী এমন কিছু কম দেখেনি সে। দিনরাত কাজ করে মডেলদের নিয়ে, জীবনে ছিল অসংখ্য প্রেমিকার উপস্থিতি। আর সায়মা? সে তো অপ্সরা! রাস্তায় বের হলে পুরো দুনিয়া ঘুরে ঘুরে তাকায়, এতটাই আগুন ঝরা তার সৌন্দর্য। শুধু... শুধু চোখে সেই আগুন নেই, যা আছে ছবির এই নববধূর চোখে। শুধু চোখে সেই আগুন নেই, যা মাত্র এক মুহূর্তের চোখাচোখিতে নিয়ে গিয়েছিল অন্য এক অনুভবের জগতে। এমন এক অনুভব, যার উৎস মাটির এই পৃথিবীতে নয় নিশ্চিত।

এমন ক্ষণিকের দেখায় কি প্রেমে পড়া যায়? এটা সম্ভব আজকের এই পৃথিবীতে?

জবাবটা হলো, সম্ভব! সে জানে না এটা প্রেম নাকি মোহ, তবে ব্যাপারটা যে ক্ষণিকের কিছু নয় সেটা সে নিশ্চিত জানে। চারটা বছর পেরিয়ে গেছে এবং তারপরও নিজের মনের অজান্তেই সেই নববধূকে খোঁজে সে। হ্যাঁ, আজও খোঁজে। কেবল নিজের কাছেই স্বীকার করতে চায় না ব্যাপারটা। নিজের কাছেই স্বীকার করতে চায় না যে জীবনে মাত্র একবার দেখা একটি চেহারা আজও তাঁকে তাড়া করে ফেরে। এবং হ্যাঁ, এটা স্রেফ কৌতূহল নয়। অন্যরকম একটা কিছু। ভীষণ অন্যরকম একটা কিছু, যেটা সায়মাকে বারবার খুলে বলা সত্ত্বেও একটুও বুঝতে পারেনি সে।

আরও একটা মজার ব্যাপার আছে, আকাশলীনার সাথে কিন্তু যোগাযোগ হয়েছে এই ছবিগুলোর কারণেই! নববধূর এই ছবিগুলো ফেসবুকে পোষ্ট করেছিল সে, খুঁজে বের করার একটা ক্ষুদ্র চেষ্টা। সেই ছবির সূত্র ধরে তার ফেসবুকের বন্ধু তালিকায় প্রবেশ ঘটেছিল আকাশলীনার। ছবিগুলোর প্রশংসা করে ভারি চমৎকার কিছু বলেছিল তখন সে। ওই একবারই অবশ্য। তারপর আর যোগাযোগ হয়নি। ...মাথা ভারী ভারী ঠেকছে, ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। নিজেকে আবার বিছানার বুকে এলিয়ে দেয় আয়ান। তার বিশ্রাম চাই, অনেক বিশ্রাম।

ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে স্পষ্ট বুঝতে পারে সে যে আবার হারিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের জগতে... যে জগতে তার সঙ্গিনী ছিল ইউমেলিয়া নামের একটি মেয়ে।

উজ্জ্বল বাদামী রঙের চুল আর ঝকঝকে নীল চোখের ধারালো চেহারার একটি মেয়ে, যার অতীত সম্পর্কে জানত না কেউই। আর সে নিজে ছিল প্রাচীন গ্রিসের এক নামজাদা যোদ্ধা, প্রাচীন এথেন্স নগরী ছিল যার বাড়ি।

লিয়া... লিয়া.. ইউমেলিয়া...

চেতনার অতলে হারিয়ে যেতে যেতে মন জপে কেবল একটি মাত্র নাম। ঘুমের গভীরে হারিয়ে যায় আয়ান। কিংবা স্মৃতির পৃথিবীতে। এমন এক পৃথিবী, যেখানে তার নাম ছিল আক্সিওকাস, সম্রাট পেরিক্লিসের মহাপরাক্রমশীল সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। যুদ্ধে আহত হবার পর প্রাণে তো বেঁচে গিয়েছিল যে, কিন্তু সুস্থ হতে প্রয়োজন ছিল অনেকটা সময়ের...

BanglaBook.org

চারদিকে মৃত্যুর হাহাকার... গোটা শহর জুড়েই।

অজানা এক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে শহরের অলিতে গলিতে, পঙ্গপালের মতো মারা যাচ্ছে মানুষ প্রতিদিন। লোকে এই অসুখকে প্লেগ বলে... প্লেগ! যে রোগের ব্যাপারে এতকাল কেবল গল্পের মতো শুনেছিল, এখন বাস্তবে ভয়াল রূপ ধরে সামনে উপস্থিত। যে রোগের এখন পর্যন্ত কোন চিকিৎসা নেই, বরং চিকিৎসকেরা স্বয়ং মরছে প্রতিদিন এই ব্যধিতে। সকল দৈব ক্ষমতা মাথা নত এই মহামারীর সামনে, কেউ বাঁচাতে পারছে না কাউকে। ভয়ংকর এক অসুখে ক্রমশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে সাজানো গোছানো এথেন্স নগরী...

নিখুঁত সৌন্দর্যের উদাহরণ এথেন্স, স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল সম্রাট পেরিক্লিসের তিল তিল যত্নে গড়া ভালোবাসার এথেন্স, আধুনিক সভ্যতার অসাধারণ এক সৃষ্টি এথেন্স। কুৎসিত এক রোগে সব মিলিয়ে যাচ্ছে ধুলোর সাথে, সব হারিয়ে যাচ্ছে কালের গর্ভে। প্রত্যেকদিন কমছে এই শহরের জনসংখ্যা, প্রত্যেকদিন কমে যাচ্ছে প্রাণের স্পন্দন। এবারের বসন্ত সৌন্দর্য আর জীবনের বার্তা নিয়ে আসেনি এথেন্সের বুকে, এনেছে কেবল মৃত্যু আর ধ্বংসের নির্যাস।

মানুষ মারা যাচ্ছে, আর যাবে। প্রত্যেকদিন। প্রথম প্রথম পরিসংখ্যান শুরু হয়েছিল, এখন আর মৃতের কোন হিসাব নেই। কে রাখবে হিসাব? মানুষ মরবে, এখন, এটাই সেই নিয়তি যাকে সকলে মেনে নিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দাবি আথেনা সহায় হচ্ছে, মরবে মানুষ। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অভিশাপ তুলে নিচ্ছেন তিনি নগরী এথেন্সের বুক থেকে, মরবে মানুষ।

কানাঘুষা কানে এসেছে যে সম্রাট পেরিক্লিস স্বয়ং নাকি আক্রান্ত এই রোগে। যদি তাই হয়, তবে এথেন্সের সামনে অন্ধকারের দিন সমাগত। সব কিছু ভেঙে পড়বে, সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। এই ভয়ংকর দুর্যোগের সময়ে এক এই সম্রাটকেই নগরীর সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। যদিও নগরবাসীর বিশাল একটা অংশ মনে করে যে সম্রাট পেরিক্লিসই দায়ী এই মহামারীর জন্য, ঠিক যেভাবে অভিযুক্ত তিনি যুদ্ধ ডেকে আনার দায়ে। "পেলোপনেসীয় যুদ্ধ"- যা বদলে দিতে শুরু করেছে এথেন্সের ভবিষ্যৎ।

যুদ্ধের জন্য সম্রাট দায়ী কিনা, যুদ্ধ আসলেই নগরীর জন্য আরও বিপদ ডেকে আনবে কিনা সেসব প্রশ্নের উত্তর এই মুহূর্তে আপেক্ষিক। সময়ই বলে দেবে কোনটা

BanglaBook.org

ঠিক ছিল আর কোনটা ভুল। এই মুহূর্তে সত্য এটাই যে জটিল এক মহামারীতে হু হু করে কমছে জনসংখ্যা। কুৎসিত এই প্লেগ এখন এই নগরীর সবচাইতে বড় বিপদ। কীভাবে এই রোগ এলো নগরীতে, সেই প্রশ্নও এখন অবান্তর। চলে এসেছে, সেটাই সবচাইতে বড় সত্য। আর একে নির্মূল করার কোন উপায় কারো জানা নেই।

ভয়াবহ এই রোগে নিজের বোন আর দুই পুত্রকে হারিয়েছেন পেরিক্লিস। তবু যুদ্ধ আর রোগের জন্য লোকে তাঁকেই দুষেছে। কেড়ে নেয়া হয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা, সরকারী তহবিল অপচয়ের অভিযোগে বিচার আর জরিমানাও হয়েছিল তার। কিন্তু কি লাভ! তাতে কি মহামারী দূরীভূত হয়েছে? আর তাই-ই হয়তো রাষ্ট্র পরিচালনার ভার আবারও তাঁর হাতেই। আর এখন তিনি নিজেই মৃত্যুর দিন গুনছেন...

বিগত বছরগুলোতে অনেক কিছু দেখেছে এথেন্স, অনেক ঝড় ঝাপটা সয়েছে। না জানি আর কী লেখা আছে এই নগরীর ভাগ্যে। গ্রিস মানে এথেন্স, জানে আক্সিওকাস। আর এথেন্স মানে পেরিক্লিসের এথেন্স। সৌন্দর্যপিপাসু এই মানুষটা পরম আগ্রহে সাজিয়েছেন এথেন্সের কোণা কোণা। এমনকি বর্তমান পার্থেননটিও তাঁর দ্বারা পুনর্গঠিত। শহরের ঠিক মধ্যেখানে অনুচ্চ পাহাড় অ্যাক্রোপলিসে অবস্থিত এথেন্সবাসীর উপাসনালয় পার্থেননটি, যেখানে আছে দেবী আথেনার প্রতিমূর্তি। আক্সিওকাস শুনেছে যে পারস্য আক্রমনের সময় এথেন্সবাসীর অহংকার ও গর্বের এই পার্থেননটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় সৈন্যরা। তবে ক্ষমতায় আসার কিছু বছর পরই সম্রাট পেরিক্লিস পুনরায় গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। আগের চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর,অনেক বেশি রাজকীয় ভঙ্গিতে...

একটা দীর্ঘশ্বাস আসে বুক চিড়ে।

এথেন্সের ভবিষ্যৎ ভেবে আসে, নিজের কথা ভেবেও আসে। যুদ্ধে আঘাত পাবার পর পেরিয়ে গেছে অনেক অনেকটা সময়, এখনো সুস্থ হয়নি তাঁর পা। চিকিৎসক অবশ্য বলেছেন যে খুব আস্তে আস্তে হলেও ঠিক হয়ে যাবে, প্রকৃতি সব ক্ষত এক সময় ঠিক করেই দেয়। আর ঠিক হবার পর একটুখানি চর্চায় পুনরায় যুদ্ধের ময়দানেও অংশ নিতে পারবেন তিনি।

অবশ্য না পারলেও যে খুব একটা কিছু যাবে আসবে, বিষয়টা তেমন নয়। পৈতৃক সম্পদ ও নিজের উপার্জন যা আছে তাতে কষ্ট হবার কথা নয় ভবিষ্যতে। কাজ করতে চাইলে নবীন সৈনিকদের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেবার শিক্ষক হতেও বাঁধা নেই কোন। তাঁর স্ত্রী-ও সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের কন্যা, সম্রাট পেরিক্লিসের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। যদিও বিয়ের পর পেরিয়ে গেছে বেশ অনেকগুলো বসন্ত, তবে এখনো সন্তান-সন্ততি হয়নি। হয়তো হবে। আর তাদের নিয়ে হাসতে হাসতে পার হয়ে যাবে জীবন। অবশ্য যদি এই মহামারীর শহরে শেষ পর্যন্ত কোন জীবন অবশিষ্ট থাকে!

প্রিয় ঘোড়াটাকে দুলকি চালে হাঁটিয়ে নিয়ে বিষণ্ন মনে গন্তব্যের দিকে এগোয়

BanglaBook.org

আক্সিওকাস নামক সেই যুবা পুরুষ। সুনসান পাথুরে রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের সামান্য শব্দই যেন বড় বেশি হাহাকার করে কানে বাজে, জানান দেয় মহামারী আক্রান্ত এক নগরের দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ। সন্ধ্যা হতে না হতেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে নগরীর অভিজাত এলাকা। যেন জনমানব শুন্য ভূতুড়ে বসতি কোন। কিছু কিছু বাড়ির সামনে গেলেই কানে আসছে চাপা কান্নার আওয়াজ, পথ জুড়ে সর্বত্রই একটা বিচ্ছিরি বোটকা গন্ধ।

যোদ্ধা পুরুষ আক্সিওকাস জানে এই গন্ধ কীসের। এটা মৃতদেহ পচনের গন্ধ, রোগের গন্ধ, মৃত্যুর গন্ধ। গৃহের পর গৃহ উজাড় হয়ে যাচ্ছে, মারা পড়ছে প্রতিটি সদস্য। পড়ে থাকছে মৃতদেহগুলো এই অপেক্ষায় যে কখন নগররক্ষীরা আসবে আর সৎকারের ব্যবস্থা হবে। তার আগ পর্যন্ত পচা গন্ধ ছড়িয়ে চিৎকার করে জানান দিচ্ছে নিজের উপস্থিতি।

একটি বাড়ির সামনে দেখা দেখ কয়েকজন রক্ষীকে, টেনে হিঁচড়ে নামাচ্ছে গলিত-পচা লাশ। টিমটিমে আলোয় তাঁদের চেহারা দেখেও চমকে ওঠে আক্সিওকাস। টকটকে লাল ফুলে যাওয়া চোখের নিচে মোটা রেখায় কালি জমেছে, চেহারা রঙ ফ্যাকাশে, ঠোঁটগুলো ধবধবে সাদা। রোগ স্পর্শ করে ফেলেছে তাদের... হ্যাঁ, রোগ স্পর্শ করে ফেলেছে। কিছুদিন বাদেই তাদের পরিণতি হবে এই পচাগলা মৃতদেহগুলোর মতই।

অভিজাত এলাকা পেরিয়ে নগরীর ভিন্ন একটা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয় আক্সিওকাস। মৃত্যু, শোক আর প্রবল ভীতিও কেড়ে নিতে পারেনি এই এলাকার জীবনের আয়োজন। কিংবা এখানে যারা বাস করে তাদের কাছে জীবন জিনিসটা সর্বদাই এত করুণ আর কঠোর ছিল যে মৃত্যু আর নতুন করে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিংবা মৃত্যুর ধাক্কাটাও সময়ের সাথে ক্রমশ মলিন হয়ে যায় তাদের চেতনায়। সব ভুলে ঠিকই বেঁচে থাকতে পারে তারা সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে।

এখানকার গলিগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি চাপা আর অন্ধকার। অদ্ভুত বিষয়টা হচ্ছে, মহামারী আর মৃত্যুর ভিড়েও থেমে নেই এখানে জীবনের আয়োজন। বরং অভিজাত এলাকাগুলোর চাইতে অনেক বেশি সরব এখানকার রাস্তাগুলো। অবশ্য এর পেছনে কারণ এটাই যে এখানে যারা আনাগোনা করে তারা সবাই ক্ষণিকের মেহমান।

রাত একটু বাড়তেই খুলে গেছে পানশালাগুলো, একটু একটু করে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। ব্রথেলগুলোতেও জ্বলে উঠেছে আলো, রাস্তায় কমবেশি বের হয়েছে কমবয়সী দেহপসারিনিরা। এরা নিম্ন শ্রেণীর পতিতা। একদিন ঘরে বসে থাকলে পরের দিন না খেয়ে থাকতে হবে। তাই রোগ আসুক কিংবা মৃত্যু, বেঁচে থাকার তাগিদে তাঁদেরকে রাস্তায় বের হতেই হয়। বাঁচার তাগিদে দেহদান করে অর্থ তাঁদেরকে উপার্জন করতেই হয়।

BanglaBook.org

রাস্তার ধারে মেয়েগুলোর অসহায় মুখ দেখে কেমন মায়া মায়া লাগে। একজন যোদ্ধার এসব মানায় না, জানে আক্সিওকাস। কিন্তু তবুও মায়া হয়। মহামারী এলোমেলো করে দিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াগুলো ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে। এবং সবচাইতে বেশি অসুবিধায় পড়েছে 'দিন এনে দিন খায়' শ্রেণীর মানুষ। তাদের উপার্জনের উৎস কমে গেছে, খেয়ে-না খেয়ে কাটছে দিন। এই মেয়েগুলোও তো সেই শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

শহরের মাঝে অকারণেই ঘোরে আক্সিওকাস। কোথায় যাবে জানে, খুব ভালো করে জানে নিজের গন্তব্য সে। এথেন্সের মধ্যবিত্ত এলাকার এক কোণে আছে একটি ধবধবে সাদা বাড়ি, এই শহরের নামজাদা এক হেতেইরার গৃহ। যেখানে বাস করে পৃথিবীর বুকে তাঁর সবচাইতে ভালোবাসার মেয়েটি...

মাথার উপরে ঝিলমিল করছে বসন্তের আকাশ, অথচ নতুন পাতার সুঘ্রানের বদলে বাতাস ভারী মৃত্যুর দুর্গন্ধে। তবু শুভ্র সেই বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করে আক্সিওকাস। আজ তাঁকে ভীষণ কঠিন একটি কাজ করতে হবে। ভীষণ ভীষণ ভীষণ কঠিন।

নিজের জীবন থেকে একটি রাত চেয়ে এনেছে সে, একটি রাত চেয়ে এনেছে কারো মন ভাঙবে বলে। কিংবা হয়তো বাঁচাবে কারো জীবন... নিজের সবচাইতে প্রিয় মানুষটির জীবন! মাঝে মাঝে কাউকে রক্ষা করার জন্য হলেও তাঁকে ঠেলে দিতে হয় অতল কষ্টের অন্ধকারে।

আর এই কঠোর কাজটি সকলের জন্য করা যায় তা, সকলের সাথে করা যায় না। মানুষ শুধু তাঁর জন্যই এমনটা করতে পারে, যাকে সে ভালোবাসে জগতে সবচাইতে বেশি। কখনো কখনো নিজের চাইতেও বেশি!

BanglaBook.org

"হেতাইরা" শব্দের আভিধানিক অর্থ রক্ষিতা হলেও, হেতাইরাগণ আসলে রক্ষিতার চাইতে অনেক বেশি কিছু। তারা কোন পুরুষের অধীনে নন, বরং স্বাধীন। এবং নিজের উপার্জনে নির্ভরশীল। এমনকি রাষ্ট্রকে নিয়মিত করও দেন তারা। গড়পড়তা গ্রীক নারীদের চাইতে অনেক বেশি জ্ঞানী ও শিক্ষিত এই হেতাইরারা। দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত সহ যাবতীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানের চর্চা হয় হেতাইরাদের অন্দরমহলে। আর তাই তো তারা সমাজের পুরুষদের চোখে সবচাইতে আকর্ষণীয় এবং অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষেরই

হৃদয়ের রানী। পিছিয়ে পড়া এথেনিয় নারীদের চাইতে অনেকটা এগিয়ে সমস্ত দিকেই।

কিন্তু তবু এই সমাজে তাদের সম্বোধন করা হয় "রক্ষিতা" নামে। কারণ? কারণ নেপথ্যে একটাই। বেশিরভাগ হেতাইরাগণ জাতে মেটিক, অর্থাৎ অ-এথেনিয়। আর এথেন্সের আইন অনুযায়ী কোন অ-এথেনিয় নারী বা পুরুষ এখানে নাগরিকত্ব পাবে না, পূর্ণ নাগরিক হবার মর্যাদা পাবে না। এথেনিয় পুরুষগণ হেতেইরাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে ঠিকই, একই ছাদের নিচে বসবাসও করা সম্ভব। কিন্তু বিয়ে নয়। এক সাথে বসবাস করতে গিয়ে যদি কোন সন্তান জন্ম নেয়, যার পিতা এথেনিয় আর মাতা মেটিক, সেই সন্তানও এই সমাজে মর্যাদা পাবে না নাগরিক হবার।

এবং ইউমেলিয়া, তাঁর ভালোবাসার সেই নারী একজন অ-এথেনিয় হেতেইরা! যার সাথে তার ভালোবাসা তো সম্ভব, কিন্তু সহজীবন নয়। আর এখন... এখন সম্ভবত ভালবাসাটাও সম্ভব নয় আর।

সকালের প্রথম কিরণ চোখেমুখে পড়তেই ঝলমল করে ওঠে ইউমেলিয়ার চেহারা। তার বাদামী রঙের কোমল চুলগুলোতে খেলা করে সূর্য রশ্মি, নীল চোখের তারায় খেলা করে ভালোবাসার কোমলতা। প্রেমিকের বুকের মাঝে নিজেকে ভেঙেচুড়ে, মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলে সে। এটা তেমন এক মুহূর্ত, যখন ভালোবাসা প্রকাশ করতে শব্দ প্রয়োজন হয় না। দুটি হৃদয় নিজেদের মাঝেই অনুভব করে নেয় মিষ্টি সকল অনুভব।

এখনও মনে আছে সেই মুহূর্তের কথা, যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল দুজনের। অপর দশজন হেতাইরার মতো ইউমেলিয়ার এই বাড়িতে তখন প্রতিরাতে আয়োজিত হতো "সিম্পোজিয়া", অর্থাৎ নৈশভোজ। এথেন্সের নামজাদা সব সম্ভ্রান্ত পুরুষ, দার্শনিক, শিল্প, রাজনীতিবিদেরা আসতেন এখানে। রাতভর চলত জম্পেস আড্ডা, গান, দর্শন ও রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা। ফাঁকে ফাঁকে চলতো ইউমেলিয়ার মন জয়ের চেষ্টা। কাকে বেছে নেবে সুন্দরী ইউমেলিয়া, সেটা নিয়ে পুরুষদের মাঝে চলতো নীরব প্রতিযোগিতা।

এসব নৈশভোজে বলাই বাহুল্য যে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে আসতেন না। তবে হ্যাঁ, তাদের 'পাললাকিয়া'-রা আড্ডায় অংশ নিতে পারতেন। একজন হেতাইরা যখন কোন পুরুষের স্থায়ী প্রেমিকা হয়ে এক ছাদের নিচে স্ত্রীর মতো বসবাস করেন, তাঁদেরকেই বলা হয় 'পাললাকিয়া'। ইউমেলিয়া কখনোই কারো পাললাকিয়া ছিল না এবং এই শহরে তখন সবচাইতে আকর্ষণীয় সিম্পোজিয়াম আয়োজিত হতো তাঁর বাড়িতেই। বলাই বাহুল্য যে রাত হলে পুরুষের ভিড় লেগে থাকত এখানে, তবে প্রবেশ অনুমতি মিলত না সবার। কেবল বাছাই করা সম্ভ্রান্ত জনের ভাগ্যে হতো

BanglaBook.org

শহরের সবচাইতে শিক্ষিতা ও সুন্দরী হেতাইরার সাক্ষাত লাভের সুযোগ।

তেমনই এক রাতে, এক বন্ধুর হাত ধরে এই বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিল আক্সিওকাস...

অতীতের কথা মনে হতেই ইউমেলিয়াকে আরও গভীরভাবে আলিঙ্গন করে পুরুষ। এই মেয়েটি বিনা শর্তে ছেড়ে দিয়েছে নিজের জীবনের সবকিছু। নিভৃতে নিরিবিলি একটা জীবন বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছায়। আক্সিওকাস ব্যতীত অপর কোন পুরুষের ছায়াও প্রবেশ করে না এই বাড়িতে, রাতে সাজে না নৈশভোজের আসর। ব্যক্তিগত পরিচারিকা ও রক্ষীদের নিরাপত্তা বলয়ের ভেতরে অভিজাত জীবন যাপন করে সে, ঠিক যেমনটা আক্সিওকাসের মতো সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা পুরুষের স্ত্রীর করা উচিত।

স্ত্রী!

সে তো ইউমেলিয়াকে নিজের পাললাকিয়া হবার সম্মানটুকু পর্যন্ত দিতে পারবে না। রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ইউমেলিয়াকে বিয়ে করতে পারবে না সে, তাদের সন্তানেরা কখনো এথেন্সের নাগরিক হবার মর্যাদা পাবে না। আর পাললাকিয়া রূপেও তাঁকে রাখা সম্ভব নয়, কেননা ফুলভিয়া জেনে ফেললে অনর্থ হয়ে যাবে।

ফুলভিয়া- আক্সিওকাসের স্ত্রী, সম্রাট পেরিক্লিসের নিকট আত্মীয়া। ইউমেলিয়ার সাথে ভালোবাসার খবর একবার ফুলভিয়ার কানে পৌঁছানোর অর্থ সব শেষ। চোখের পলক ফেলার আগে সবকিছু ফুরিয়ে যাবে। তাঁর এত বছরের উপার্জন করা সম্মান, সম্রাটের বাহিনীতে সম্মানজনক চাকরি, সমাজে অবস্থান, অর্থ-বিত্ত সব। কিচ্ছু বাকি থাকবে না, কিচ্ছুই না। এথেন্স ছেড়ে অন্য কোথাও পাড়ি জমাবে, সেটাও সম্ভব নয় কিছুতেই। এথেন্স থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে?

বেলা বাড়ছে, এবার ঘরে ফিরতেই হবে। তবু বারবার আঁকড়ে ধরে ইউমেলিয়া। এমনভাবে আলিঙ্গন করে বুকের সাথে মিশে যায় যে উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

'যেও না আমাকে ছেড়ে।'

'যেতেই হবে, প্রিয়া।'

'কেন আমরা একসাথে থাকতে পারি না... কেন?'

'কারণ এই সমাজ আমাদের অনুমতি দেয় না। কারণ... আমি বিবাহিত।'

'সমাজ বিবাহ বিচ্ছেদের তো অনুমতি দেয়! তোমার স্ত্রী হওয়ার গৌরব চাই না, শুধু জীবন তোমার পাশে হোক সেটুকুই চাই।'

'তুমি জানো সেটা সম্ভব নয়। ফুলভিয়া সেটা হতে দেবে না।'

'তবে এভাবেই কেটে যাবে জীবন? এভাবে? তোমাকে ছাড়া?' তীব্র আকুলতায় জ্বলজ্বল করে ইউমেলিয়ার নীলাভ দুই চোখ। 'আমরা কি কোনদিন একসাথে একটা জীবন পাবো না? কোনদিন না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আক্সিওকাস, খুব সাবধানে প্রেমিকার আলিঙ্গন থেকে

BanglaBook.org

ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। এখন সময়, যে কাজটি করতে হবে সেটি করে ফেলার। এখন সময় সেই কঠিন কাজটি করার, যা করতে গতকাল রাতে এখানে এসেছিল সে।

'একত্র বাসের আশা আমাদের ছাড়তে হবে, প্রিয়া! এবং... এবং আমার মনে হয় আমাদের এই দেখা সাক্ষাতও বন্ধ করা উচিত। ফুলভিয়া কিংবা তাঁর ভাইদের কানে বিষয়টি গেলে মোটেও ভালো কিছু হবে না!'

অদ্ভুত বিষয়টা এই যে ইউমেলিয়া কাঁদে না। একটুও না। বরং একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে প্রিয়তম পুরুষের দিকে। তাঁর দৃষ্টি ভরা থাকে অবিশ্বাস আর বিষণ্নতা। বিন্দু বিন্দু হয়ে জমে মন খারাপ করা অভিমান।

'তুমি ছেড়ে চলে যাচ্ছ আমাকে?'

'তোমার কোন অসুবিধা হবে না দেখো! আমি নিয়মিত টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবো, কোন কষ্ট হবে না তোমার। তুমি যেভাবে আছো, ঠিক সেভাবেই থাকবে। আর যদি নিজের জন্মস্থানে ফিরে যেতে চাও, সেই ব্যবস্থাও হবে। অর্থ কিংবা লোকবল, কিচ্ছুর কষ্ট হবে না। কোন সম্মানহানি হবে না তোমার।'

'তাই? তোমার অনেক দয়া!'

'তুমি ব্যঙ্গ করছো আমাকে, প্রিয়া? একটা বার আমার অসহায়ত্ব বুঝবে না?'

'ভালোবাসার সামনে জগতে আর কী বড়?'

'মাঝে মাঝে ভালোবাসা রক্ষার জন্যও আমাদের নির্মম হতে হয়, প্রিয়া। ফুলভিয়া খুন করবে তোমাকে, যদি জানতে পারে তোমার পরিচয়। নিজের স্বামী পুরুষ কারো সাথে ভাগ করবে না সে।'

'তুমি যোদ্ধা পুরুষ, পারবে না নিজের প্রেমিকাকে রক্ষা করতে?'

'মাঝে মাঝে যোদ্ধা পুরুষেরাও অসহায় হয়ে পড়ে, ঠিক যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ। আমার ক্ষমতা নেই ওদের সাথে লড়াই করবার।'

'তুমি কাপুরুষ!'

ভালোবাসার নারীর মুখে তীব্র তিরস্কার ভেঙেচুড়ে দেয় আক্সিওকাসের বুকের মাঝে সমস্ত কিছু। তবু শেষবারের মতো বলে, 'আমি শুধু তোমার জীবন বাঁচাতে চাইছি, প্রিয়া। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। তোমার-আমার চাইতে অনেক বেশি শক্তিধর ওরা।'

'আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না!'

'আমি ভয় পাই, তোমার মৃত্যুকে!'

'আর কোনই কি উপায় নেই?'

'আমি ফুলভিয়াকে ওয়াদা করে এসেছি, শপথ করে এসেছি দেবীর নামে যে আর কখনো তোমাকে দেখতে আসবো না। শপথ করেছি যে আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ।'

BanglaBook.org

এবারো কাঁদে না নারী। শুধু বলে, 'তোমাকে ফিরে আবার আসতেই হবে। আমি যা জানি, যেদিন তুমি জানবে, চলে আসবে। আর ততদিন আমি অপেক্ষা করবো। এখানেই, এভাবেই। তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। যদি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবুও!'

যেতে যেতে ফিরে তাকায় না আক্সিওকাস। ইউমেলিয়াকে এটা জানায় না যে সে নিজেও জানে সেই সত্য, যা ইউমেলিয়ার স্বপ্নে ধরা দেয় বারবার। অন্য কোন জীবনের সত্য, অন্য কোন জন্মের সত্য। কী হবে জানিয়ে? মেয়েটার কষ্টই শুধু বাড়বে। তারচাইতে মেয়েটা এটা ভেবেই অপেক্ষা করুক যে একদিন তাঁর প্রেমিক পুরুষ জন্মান্তরের এই সত্য জানতে পারবে আর ফিরে আসবে তাঁর কাছে...

আসলেই কি ফিরবে?

কখনো না, কোনদিন না। প্রত্যেক জীবনে একটাই নিয়তি বরণ করতে হয়েছে তাদের... মৃত্যু! কিন্তু এবার নয়। এবার সে নিজের ভালোবাসার মেয়েটিকে নির্মম মৃত্যু বরণ করতে দেবে না। কিছুতেই না।

তাতে যদি ইউমেলিয়াকে ত্যাগ করতে হয়, সে রাজি আছে। তাতে যদি ইউমেলিয়াকে ভুলে যেতে হয়, সে রাজি আছে। তাতে যদি নিজের জীবন দিতে হয়, সে রাজি আছে। কিন্তু তবুও, কিছুতেই এবার ইউমেলিয়াকে মৃত্যুবরণ করতে দেবে না সে। কিছুতেই না।

এবার তাঁদের ভালোবাসা বেঁচে থাকবে। বিচ্ছিন্ন হয়েও বেঁচে থাকবে। অন্তত এই জন্মে তাঁদের ভালোবাসা প্রকৃতির সামনে হেরে যাবে না, সমাজের সামনে হেরে যাবে না। অন্তত এই জীবনে ইউমেলিয়া বেঁচে থাকবে।

যোদ্ধা পুরুষ আক্সিওকাসের তখনও জানা নেই যে ভারি অসম এক লড়াইয়ে নেমেছে সে। যার একদিকে দাঁড়িয়ে তারা দুজন, অন্যদিকে প্রকৃতি আর নিয়তি। যুগের পর যুগ যাবত এই যুদ্ধে পরাজিতই হয়ে এসেছে তাঁরা, যুগের পর যুগ শুধু বরণ করে নিয়েছে নির্মম নিয়তি। তাঁদের মৃত্যুতে প্রকৃতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, ভাগ্য হেসেছে অট্টহাসি। এবং এবারো তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে নিজেদের, সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এক প্রেমিকা-প্রেমিকা যুগলকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে।

কেন করবে আর কীসের কল্যাণে...

কেন এই দুজনকে তাঁরা মিলতে দেয় না কিছুতেই...

কেন প্রকৃতির অবাধ্য হয়ে এই নারী-পুরুষদ্বয় বারবার ফিরে আসে ধরণীর বুকে...

সে জবাব জানে কেবল মহাকাল!

BanglaBook.org

'কেন, জ্ঞানী শিক্ষক? কেন? কেন বারবার তাঁর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় আমাকে?'

ইউমেলিয়ার এই করুণ হাহাকারের জবাবে কিছুই বলতে পারেন না বৃদ্ধ চিকিৎসক ইরাসটোস। লোকে তাঁকে "জ্ঞানী শিক্ষক" সম্বোধন করে সম্মানের সাথে, কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছেও নেই।

কত যুগ আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন এখন আর মনেও পড়ে না, বয়সের ভার স্মৃতি থেকে মুছে দিয়েছে অনেক কিছুই। এখন অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি, সহস্র কুঞ্চনে কুঞ্চিত মুখের মতোই সমৃদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঝুলি। শহরের সবচাইতে প্রাচীন মানুষ তিনি, আর সবচাইতে জ্ঞানীও। কিন্তু ইউমেলিয়া আর আক্সিওকাসের এই জন্ম জন্মান্তরের উপাখ্যান ব্যাখ্যা করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান তাঁর নেই।

বৃদ্ধ চিকিৎসকের পদজুগলের কাছে বসে অশ্রুহীন কণ্ঠে হাহাকার করে এই নারী। 'আর কতবার? আর কত সহস্রবার ধরণীর বুকে জন্ম নিতে হবে শুধু তাকে পাবার জন্য? আর কত শতবার জন্ম নিলে আমি তাঁর হতে পারবো, জ্ঞানী শিক্ষক?'

ধীরে ধীরে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দেন বৃদ্ধ। শত বছরের দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশ্বাস করতে শেখায় যে এই মেয়েটি ঠিক বলছে। না কোন মনগড়া কাহিনী আর না কোন অতি কল্পনার বয়ান এইসব। সে যা বলেছে জন্মান্তরের ইতিহাস নিয়ে, তাঁর প্রতিটি বর্ণ সত্য। কেননা এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আছে এই মেয়েটির ভাণ্ডারে, যা এক জীবনে অর্জন করা সম্ভব নয়। এই সামান্য বয়সে তো কিছুতেই নয়।

এই মেয়েটি তাঁকে "শিক্ষক" সম্বোধন করে আর তিনি মেয়েটিকে "বিদুষী"। হ্যাঁ, বিদুষীই বটে। এই নারী সেই অসাধ্য কাজ সাধন করতে চলেছে যা মানবজাতির ইতিহাসে কেউ পারেনি এখন পর্যন্ত। এই মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া ভয়াল রোগের প্রতিষেধক তৈরি করতে চলেছে সে। আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা, এই প্রতিষেধক পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের কাছে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ছিনিয়ে নেবে না কাউকে, উজাড় হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে এথেন্স।

ইউমেলিয়া বলে, বিগত জন্মগুলোতে সে "জাদুকর" ছিল অসংখ্যবার। কখনো কখনো ছিল চিকিৎসক, কখনো ভীষণ তৃষ্ণার্ত একজন যে গোপনে আহরণ করে নিত জ্ঞানের সুধা। কখনো ছিল সে গভীর প্রজ্ঞাময় কোন রানী, কখনো ইতিহাসের অতলে

BanglaBook.org

হারিয়ে যাওয়া ভবিষ্যৎবক্তা। কোন এক জীবনে নাকি সে ছিল গহীন জঙ্গলের নারী যোদ্ধাদের নেত্রী। নারী যোদ্ধাদের সেই দলটি গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকে, পুরুষদের তাঁরা ব্যবহার করে কেবল গর্ভবতী হবার জন্য, যাদের জীবনে-সমাজে কোথাও স্থান নেই কোন পুরুষ অস্তিত্বের। যারা ভীষণ শৃঙ্খলাবদ্ধ আর উন্নত একটা সভ্যতার সৃষ্টি করেছে গভীর জঙ্গলের মাঝে, এই অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মাইল উত্তরে সেই নারী অধ্যুষিত গোপন সভ্যতার আবাস।

আজও কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্মৃতির সেই ঝাঁপি খুলে বসে ইউমেলিয়া। মাটির পাত্রে ঔষধি জ্বাল দিচ্ছে সে, ছোট ছোট কথা টুকে রাখছে মোটা কাগজের একটি টুকরোতে। ঔষধের প্রস্তুত বিবরণী। কেননা এই ঔষধ নিয়ে পৃথিবীর সামনে সে যেতে পারবে না, যেতে হবে ইরাসটোসকে। এই ঔষধের আবিষ্কারক হিসাবে কেউ ইউমেলিয়াকে চিনবে না, চিনবে জ্ঞানী শিক্ষককে। একজন অ-এথেনিয় হেতেইরার এই সমাজে নাগরিকত্ব নেই, চিকিৎসক হবার অধিকার নেই।

'জানেন জ্ঞানী শিক্ষক, যখন আমি সেই নারী যোদ্ধাদের দলপতি ছিলাম, আক্সিওকাস ছিল তখন এক রাজপুত্র! সিংহাসনের উত্তরসূরী রাজপুত্র, রাজ্যজুড়ে সকলের চোখের মনি। সেই বসন্তে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে রক্ষীবাহিনীকে বাদ দিয়ে গোত্রের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নারী সন্তান ধারণ করবে। যতগুলো মেয়ে শিশু জন্ম নেয়, ততই আমাদের লাভ। ছেলে শিশু হলে তাঁদের দান করা হবে দেবতার সেবায়। সন্তান ধারণের জন্য সহজ একটা কৌশলের আশ্রয় নিতাম আমরা। বেশ বদলে সাধারণ নারীর সাজপোশাকে চলে যেতাম জনবসতিতে। পানশালাগুলোতে ঢুঁ মারলেই মিলে যেত মনের মতো পুরুষ। একত্রে রাত্রি যাপন করে আবার ফিরে আসা হতো নিজেদের পৃথিবীতে। এবং যতদিন পর্যন্ত গর্ভধারণ না হচ্ছে, চলতেই থাকত এই প্রক্রিয়া। তবে নিয়ম ছিল, কখন কোন পুরুষের সাথে পর পর দুরাত থাকা যাবে না, প্রত্যেক রাতে হতে হবে নতুন পুরুষ... '

'যেন প্রেম না হয়ে যায়, সেই কারণে এই নিয়ম?'

'হ্যাঁ, যেন প্রেম না হয়ে যায়। কিন্তু প্রেম হলো, হুট করেই হলো। ভালোবাসার আগমন কি কখনো রুখে দেয়া যায় বলুন? ... যোদ্ধার বেশ ছেড়ে আমি তখন সাধারণ নারী, আর রাজপুত্রের বেশ ছেড়ে আক্সিওকাস এক সাধারণ মানুষ হয়ে মিশে গিয়েছিল ভিড়ের মাঝে। প্রথম দেখাতেই যা হবার নয়, ঠিক তাই হলো। প্রেমে পড়লাম আমরা। নিজের তৈরি সকল নিয়ম ভেঙেই প্রতিরাতে তার কাছে যেতে শুরু করলাম। প্রতিরাতে... আর সেও নিজের আরাম আয়েশের জীবন ফেলে রেখে শহরের পথে পথে খুঁজে বেড়াত আমার হদিশ। এরপর তীব্র ঘোরের মাঝে ছিলাম আমরা, পরস্পরের পৃথিবী জুড়ে কেবলই দুজন। যেন আর কারো অস্তিত্ব নেই প্রকৃতির বুকে... যেন আর কারো অস্তিত্ব নেই! নিজেদের মনের মাঝে দুজনে কেবল একটি জিনিসই জানতাম, একটি সন্তান তৈরি করতে হবে আমাদের। পৃথিবীর বুকে

BanglaBook.org

একটি সন্তান আনতে হবে। আমাদের ভালোবাসার নিদর্শন একটি সন্তান... '

'তোমরা কি পেরেছিলে সেই সন্তান আনতে?'

দুচোখে গভীর বেদনা নিয়ে শিক্ষকের দিকে তাকায় ইউমেলিয়া। এই দৃষ্টির অর্থ কী, বলে দেবার প্রয়োজন হবার কথা নয়। তবুও বলে, 'সন্তান আনা হলে হয়তো শেষ হতো আমাদের জন্মান্তরের এই যাত্রা। বারবার পুনর্জন্ম নেয়ার অভিশাপ থেকে হয়তো মুক্তি পেয়ে যেতাম আমরা। হয়তো জানতে পারতাম আমাদের এই শত সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু না, নিয়তি আমাদের সেই সুযোগ দেয়নি। ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে আমাদের ভালোবাসার ছোট্ট দুনিয়া। কিন্তু এবার...'

'এবার কি, বিদুষী?'

'এবার আমাদের সন্তানকে আমি পৃথিবীতে আনবো, জ্ঞানী শিক্ষক। নিশ্চিত আনব। সে জন্ম নেবে এবং বেঁচে থাকবে। সে বড় হবে, তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ের আদরে বড় হবে।' নিজের তলপেটে গভীর মমতায় হাত বোলায় ইউমেলিয়া। 'এবার আমি আমাদের সন্তানকে পৃথিবীতে আনবো, শিক্ষক। আনবোই। পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে ঠেকাতে পারবে না। আক্সিওকাস না জানে, না জানুক। সন্তানকে স্বীকার করতে না চাইলে না করুক। কিন্তু আমার সন্তানকে এবার আমি জন্ম দেবই।'

কেন যেন ইউমেলিয়ার এই প্রতিজ্ঞায় খুশি হতে পারেন না ইরাসটোস। কেন যেন প্রতিটি শব্দের সাথে সাথে বুকের মাঝে কাঁপতে থাকে দুরু দুরু। কেন যেন অমঙ্গল আশংকায় হিম হয়ে আসতে থাকে শরীরের রক্ত। কেন যেন বার বার মনে হয়, যদি ইউমেলিয়ার এই প্রতিজ্ঞা সত্য করতে পারে সে, তাহলে পৃথিবীর উপরে নেমে আসবে কঠিন দুর্যোগের দিন। গভীর কালো অন্ধকার নেমে আসবে ধরণীর বুকে, যে আঁধার দূর করতে পারবেন না স্বয়ং ঈশ্বরও।

অবশ্য ইরাসটোসের ভীত হবার কোন কারণই ছিল না। কেননা প্রকৃতি ও নিয়তি ততক্ষণে নিজেদের জাল বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউমেলিয়া ও আক্সিওকাসের ভাগ্যের আকাশে বিস্তার করতে শুরু করেছে ষড়যন্ত্রের কুয়াশা। আর অল্প কিছু সময়ের অপেক্ষা কেবল, এই কুয়াশার চাদর ভেদ করে এক বিন্দু আলোক রশ্মিও প্রবেশ করতে পারবে না তাঁদের অস্তিত্বে। প্রকৃতি আরও একবার বিনাশ করবে নিজের পরম শত্রুদের।

বিনাশ করবে ভয়ানক নির্মমতার সাথে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

'কিন্তু ইউমেলিয়া... তুমি জানো এর পরিণাম কী হতে পারে?'

'কিচ্ছু হবে না, জ্ঞানী শিক্ষক। কেউ জানবে না। আপনি চিকিৎসক রূপে যাবেন সেই বাড়িতে আর আমি আপনার সহকারিণী। আপনি বৃদ্ধ, অথর্ব। আপনার তো সহকারিণী প্রয়োজন হতেই পারে।'

'বোকা মেয়ে, তুমি এককালের নামী-দামী হেতাইরা। সেখানে কেউ যদি তোমাকে চিনে ফেলে?'

'কেউ চিনবে না, জ্ঞানী শিক্ষক। সেই নামী-দামী হেতাইরা এখন মৃত সমাজের চোখে। এই মৃত্যুর নগরীতে কেউ তাঁকে মনে করে বসে নেই।'

ইউমেলিয়ার কথা হয়তো ঠিক, কিন্তু নিজের মাঝে বিন্দুমাত্র সম্মতি খুঁজে পান না ইরাসটোস। অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকের মাঝটা ধুকপুক করতেই থাকে। এবং তাঁর মতো বয়সে যখন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দেয় বিপদ বার্তা, তখন তাঁকে ভরসা করাই উচিত। তবে এও জানেন যে ইউমেলিয়াকে ঠেকানো যাবে না। খবর এসেছে, মহামারী এই অসুখে আক্রান্ত হয়েছে স্বয়ং আক্সিওকাস। অবস্থা সঙ্গীন, যে কোন মুহূর্তে নিভে যাবে প্রাণপ্রদীপ। এমন অবস্থায় ইউমেলিয়াকে কিছুতেই নিরস্ত্র করা যাবে না তাঁর ভালোবাসার কাছে ছুটে যাওয়ার জন্য। জীবনের পরোয়া না করেই যাবে সে।

তবুও শেষ একটাবার চেষ্টা করেন বৃদ্ধ "জ্ঞানী শিক্ষক"।

'দেখো বিদুষী, তুমি এখনো নিশ্চিত জানো না ঔষধ কাজ করবে কিনা। যাদের ওপরে প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের থেকে এখনো কোন নিশ্চিত ফলাফল পাইনি আমরা। কেউ কেউ প্রাণে বেঁচে আছে এখনো ঠিকই, কিন্তু কতক্ষণ থাকবে সেটা নিশ্চিত কেউই জানিনা। এমন অবস্থায় এই ঝুঁকিপূর্ণ ঔষধ তুমি আক্সিওকাসকে দিতে চাও? যদি ওর কিছু হয়ে যায়... '

না, শিক্ষক! আক্সিওকাসের কিচ্ছু হবে না। এই ওষুধ কাজ করবে, নিশ্চিত করবে। আমি এখন জানি, এই ঔষধ আমি কেন তৈরি করেছি। এটাই লেখা ছিল আমাদের নিয়তিতে, এই ঔষধ রক্ষা করবে আমার ভালোবাসার প্রাণ... দেরি করবেন না শিক্ষক, আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'কিন্তু আক্সিওকাসের স্ত্রী...'

'হ্যাঁ, ফুলভিয়া!'

BanglaBook.org

'সে কি প্রবেশ করতে দেবে আমাদের তাঁর অন্দরমহলে?'

'বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে তাঁর স্বামী, আমরা জীবনের নতুন বার্তা নিয়ে যাবো... প্রবেশাধিকার তাঁকে দিতেই হবে। আপনি সমাজের বুকে সমাদৃত, জ্ঞানী শিক্ষক। এই শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। আপনার কথা ফুলভিয়া কেন, স্বয়ং সম্রাটও ফেলতে পারবেন না। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুণ, জ্ঞানী শিক্ষক। দয়া করে সাহায্য করুণ।'

আর জবাব দিতে পারেন না ইরাসটোস, নীরবে প্রস্তুত হতে শুরু করেন যাত্রার জন্য। দুয়ারে দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, আপাদমস্তক সাদা আলখাল্লায় সজ্জিত ইউমেলিয়া দাঁড়িয়ে অটল। এই নারী আজ নিরাশ হতে আসেনি, ব্যর্থ হতে আসেনি। যাকে নেবার জন্য এসেছে, তাঁকে সঙ্গে নিয়েই যাবে।

এবং ইরাসটোসের এই যাত্রার সাথে সাথেই সূচনা হলো আক্সিওকাস-ইউমেলিয়া উপাখ্যানের সর্বশেষ অধ্যায়টির।

তাঁকে বলে দিতে হয় না, মেয়েটিকে এক নজর দেখেই চিনে নিতে পারেন তিনি যে কে এই নারী। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী এই বিদুষী হেতেইরার রূপের প্রশংসা আজও কান পাতলেই শোনা যায় এথেন্সের অলিতে-গলিতে। তাঁর স্বামী পুরুষের প্রেমিকা এই হেতেইরা, তাঁর স্বামী পুরুষের মন জুড়ে বসে থাকা সেই কুহকিনী- ইউমেলিয়া!

সাদা আলখাল্লায় শরীর ঢেকে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেই নারী। গলায় সর্প খচিত সোনার হারে জ্বলজ্বল করছে একটা পান্না, বাদামী চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে স্তনের ওপর। সামান্য প্রসাধন কিংবা অলংকার ছাড়াই তাঁকে দেখাচ্ছে অহংকারী এক রানীর মতো। এবং এ কারণেই বুঝি ঘৃণায় আরও বিকৃত হয়ে আসে ফুলভিয়ার চিন্তা চেতনা। ইউমেলিয়া কুৎসিত-কুরূপা হলে তাঁর স্বস্তি হতো, সস্তা দরের কোন নারীর মতো আচরণ করলেই তাঁর ভালো লাগতো। অ-এথেনিয় দের এমনিতেই তাঁর ভালো লাগে না, আর এই নারী তো তাঁর স্বামীর গোপন প্রেমিকা।

কিন্তু না, ইউমেলিয়ার উপস্থিতির সামনে ম্লান হয়ে আসে তাঁর সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব, আর সেই ব্যাপারটা আরও ক্ষেপিয়ে তোলে আক্সিওকাসের স্ত্রী ফুলভিয়াকে। যদিও ইউমেলিয়া দেয়নি নিজের পরিচয়, জ্ঞানী শিক্ষকের সেবিকা হিসাবেই সামনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কাউকেই বলে দিতে হবে না যে এই নারী কোন সাধারণ সেবিকা নন কোনভাবেই। আর কত ভীষণ সাহস এই নারীর যে প্রেমিকের দেখা পেতে আক্সিওকাসের বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে! কি মারাত্মক স্পর্ধা!

নিজের মাঝে ক্রোধে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেও চেহারায় কিংবা আচরণে সেসব কিছুই প্রকাশ করেন না ফুলভিয়া। সম্ভ্রান্ত পরিবারে সর্বপ্রথম এই শিক্ষাই তো দেয়া হয়, কীভাবে মনের ভাব চেপে রেখে বজায় রাখতে হয় নিজের মর্যাদা। নিজের মাঝে দাউ দাউ করে জ্বলে ছাই হয়ে গেলেও মুখে স্মিত হাসি ধরে রাখতেই শেখানো

BanglaBook.org

হয় তাঁদের। আর সে কাজটা তিনি ভালো পারেন, বেশ ভালো পারেন। ঠিক যেভাবে পারেন শত্রুকে উপযুক্ত জবাব দিতে।

ছদ্মবেশে এসেছে শত্রু, ফুলভিয়াও তাই না বোঝার ভানই করেন। দেখতে চান কতদূর গড়ায় এই বিচিত্র কাহিনী। জ্ঞানী শিক্ষক ইরাসটোস বলছেন যে জাদুকরী ঔষধ আছে তাঁর কাছে, যদি ভাগ্য সহায় হয় তো সুস্থ হয়ে যাবে আক্সিওকাস। জ্ঞানী শিক্ষক ঔষধ প্রয়োগের অনুমতি প্রার্থনা করছেন কেবল।

'আমি জানি আপনি শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, কিন্তু এই অজানা ঔষধ প্রয়োগের অনুমতি আমি দিতে পারি না, জ্ঞানী শিক্ষক। যদি আমার স্বামী প্রাণ ত্যাগ করেন? যদি এই ঔষধের কারণে নিভে যায় তাঁর জীবন প্রদীপ?'

'সব ঔষধই কখনো না কখনো নতুন থাকে, সম্মানিতা। যদি প্রয়োগ না হয় তাহলে কার্যকারিতা কীভাবে প্রমাণিত হবে?'

'আপনি... আপনি অন্য কারো দেহে আগে প্রয়োগ করুণ। যদি ফলদায়ক প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর দেহে করার অনুমতি দিতে পারি আমি। আমার স্বামী কোন সাধারণ মানুষ নন, তিনি এথেন্সের সম্পদ। তাঁর জীবনের ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

'জীবনের ঝুঁকি তাঁর এমনিতেই কিছু কম আছে, সম্মানিতা?' খুব আস্তে, কিন্তু দৃঢ়তার সাথেই উচ্চারণ করে ইউমেলিয়া। 'তিনি এই মহামারীতে আক্রান্ত আর চিকিৎসা না হলে খুব অল্প সময় আছে তাঁর হাতে। মারা যাচ্ছেন তিনি।'

'আমি বিশ্বাস করি না!'

'তাই সত্য, সম্মানিতা। আপনি এখন দুটি কাজ করতে পারেন। এক, তাঁর মৃত্যু অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন। দুই, জ্ঞানী শিক্ষককে ঔষধ প্রয়োগের অনুমতি দিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করতে পারেন। হয়তো সুস্থ হয়ে যাবেন আপনার স্বামী।'

'যদি না হন?'

'হবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।'

'আপনার পরিচারিকা অত্যন্ত মুখরা, জ্ঞানী শিক্ষক!' তীব্র তিরস্কার ঝরে পড়ে ফুলভিয়ার কণ্ঠে। তবে এবার আর বাঁধা দেন না তিনি। বরং পথ দেখিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দুই অতিথিকে নিয়ে যান স্বামী আক্সিওকাসের কামরায়।

তিনি জানেন, তাঁকে কী করতে হবে। খুব ভালো করে জানেন। এই মুহূর্তে জরুরী কেবল আক্সিওকাসের সুস্থতা। একবার সুস্থ হয়ে উঠুক আক্সিওকাস, তারপর এই শিক্ষক আর তাঁর ছদ্মবেশী পরিচারিকার ব্যবস্থা তিনি সুকৌশলে করবেন।

BanglaBook.org

খুব ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করেছে আক্সিওকাসের চেহারার রঙ, চোখে-ঠোঁটে ফিরতে শুরু করেছে প্রাণের স্পন্দন। গতকাল সন্ধ্যায় ওষুধ প্রয়োগের পর আজ পরেরদিন রাত, এরই মাঝে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে শারীরিক অবস্থার। এখনো চেতনা ফেরেনি সেভাবে, কিন্তু কয়েকবার চোখ খুলে তাকিয়েছে স্বামী, আর সেটাতেই স্বস্তি বোধ করছেন ফুলভিয়া।

তবে স্বস্তির চাইতে অশান্তি বহুগুণে বেশি মনের মাঝে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রশ্ন আর সুউচ্চ ঘৃণার পাহাড়, আসন গেড়ে বসে আছে বুকের মাঝে। ঘৃণার এই বোঝা তাঁকে নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে না, ঘৃণার এই বোঝা তাঁকে বেঁচে থাকতে দিচ্ছে না, ঘৃণার এই বোঝা তাঁর চিন্তা-চেতনা আছন্ন করে রেখেছে। আর এই যন্ত্রণার কেবল একটাই সমাধান... ইউমেলিয়ার বিনাশ!

তবে বিষয়টা এত সহজ নয়। বরং প্যাঁচালো আর জটিল।

সম্রাট পেরিক্লিস আক্রান্ত এই মহামারী রোগে। যদি জ্ঞানী শিক্ষকের ঔষধে আক্সিওকাস সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর দায় বর্তায় সম্রাটের কাছে ঔষধ পৌঁছে দেয়ার। আর সম্রাট যদি সেই ঔষধে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে কী ঘটবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞানী শিক্ষক আর সেই নিকৃষ্ট হেতাইরা তখন পরিণত হবে সমাজের সম্মানিত মানুষে। আর আক্সিওকাস যখন জেনে যাবে যে ইউমেলিয়া রক্ষা করেছে তাঁর প্রাণ, তখন তাঁকে বেঁধে রাখা অসম্ভব হবে। সমাজের সকল বাঁধা ও ভীতি উপেক্ষা করে ইউমেলিয়াকেই সঙ্গিনী রূপে বেছে নেবে সে তখন।

না না না... এটা হতে দেয়া যাবে না কিছুতেই! কিছুতেই না!

অস্থির ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ পায়চারী করে ফুলভিয়া। সেই অপমান, সেই লজ্জা সে সহ্য করতে পারবে না যে স্বামী পুরুষ তাঁকে ফেলে চলে যাচ্ছে অন্য কোন নারীর কাছে। না না, এই অপমানের বোঝা কাঁধে নিয়ে বাঁচতে পারবে না সে। কিন্তু কীভাবে নিরস্ত্র করবে আক্সিওকাসকে? একবার সুস্থ হয়ে গেলেই তো ইউমেলিয়ার কাছে ছুটে চলে যাবে যে। সম্রাটের জীবন রক্ষা পেলে জ্ঞানী শিক্ষক আর ইউমেলিয়া হয়ে উঠবে সম্মানিত মানুষ। সেই হেতেইরা এথেন্সে পেয়ে যাবে সম্মানিত স্থান। তাছাড়া অ-এথেনিয়দের প্রতি সম্রাটের আজীবন-ই অন্য রকম সহানুভূতি। সম্রাটের নিজের প্রেমিকা একজন অ-এথেনিয় মহিলা, যাকে এথেন্সের কোন নারী পছন্দ করে বলে মনে হয় না! ফুলভিয়া নিজেও করে না। গ্রীসের মহিলারা নিজেদের চাইতে

BanglaBook.org

উন্নত কাউকেই সহ্য করতে পারে না।

মাথার মাঝে অসংখ্য ভাবনা, দপদপ করতে থাকে কপালের দুপাশের শিরাগুলো। জীবন রক্ষাকারী সেই ঔষধ এখন তাঁর হাতে। গতকাল থেকে সে নিজেই প্রত্যেক প্রহরে এই ঔষধ মুখে ঢেলে দিচ্ছে আক্সিওকাসের। কিন্তু প্রাণে বাঁচলে কি তাঁর কোন সুনাম হবে, আক্সিওকাস কি কৃতজ্ঞ থাকবে তাঁর প্রতি? কখনোই না! অন্যদিকে সম্রাট! ঔষধ না পেলে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন সম্রাট। অন্যদিকে ঔষধ পেলে...

আর কিছু ভাবতে পারে না ফুলভিয়া। নিতে পারে না কোন সিদ্ধান্ত। অবশ্য তাঁর সকল সিদ্ধান্তহীনতার অবসান হয় আর কিছুক্ষণের মাঝেই। যখন গুপ্তচর নিয়ে আসে ইউমেলিয়ার লুকিয়ে রাখা গোপন সত্য।

'জী সম্মানিতা, জ্ঞানী শিক্ষক এবং সেই নারী গোপনে ঔষধ বিতরণ করছেন। সকল রোগীর জীবন রক্ষা পায়নি। তবে ধীরে ধীরে কিছু রোগী সুস্থ হয়ে উঠছে।'

'তুমি নিশ্চিত জানো যে অনেকে মারা গেছে ঔষধ সেবনের পর?'

'জী, সম্মানিতা।'

'আর ইউমেলিয়া? সে কি এথেন্স থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে?'

'জী, সম্মানিতা। সেটাও সত্য। ইউমেলিয়া নামক সেই হেতেইরা এথেন্স ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী চাঁদের মাঝেই তিনি যাত্রা করবেন নিজ জন্মস্থানের উদ্দেশ্যে। সাথে যাচ্ছে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত দুই পরিচারিকা। এবং ইতিমধ্যেই নিজের বাড়িটি বিক্রয় করার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এবং... '

'এবং কী?'

'এবং হেতেইরা ইউমেলিয়া গর্ভবতী!'

গর্ভবতী? আক্সিওকাসের রক্ষিতা গর্ভবতী? ... আর কিছু ভাবতে পারেন না ফুলিভিয়া। এত বছরে তিনি সন্তান দিতে পারেন নি স্বামীকে, আর এখন ওই রক্ষিতা মেয়েটা দেবে? আর তাঁকে সহ্য করতে হবে? এই অপমান, এই প্রবঞ্চনা, ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাস... না না, তিনি হার মানবেন না। হার মানার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। একটা সামান্য রক্ষিতার সামনে তিনি হার মানবেন না...

বিছানায় অচেতন পড়ে আছে আক্সিওকাস। এবং সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই ফুলভিয়া বুঝতে পারেন যে তাঁকে কী করতে হবে। হ্যাঁ, একটা উপায় আছে। এমন একটা উপায়, যাতে ইউমেলিয়া কখন আক্সিওকাসের স্ত্রী হিসাবে সম্মান পাবে না, কখনো তাঁর সন্তানের মা হবার সম্মান পাবে না। এমন একটা উপায়, যাতে আক্সিওকাস কখনো প্রেমিকাকে আপন করে পাবে না, স্ত্রীকে ধোঁকা দেবার উচিত শিক্ষা হবে তাঁর। এমন একটা উপায়, যার ফলে চিরতরে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে ইউমেলিয়া আর আক্সিওকাসের নাম।

হ্যাঁ, আছে একটা উপায়। কিন্তু সেজন্য মৃত্যুর মুখে যেতে হবে আক্সিওকাস আর

BanglaBook.org

ইউমেলিয়াকে। প্রাণ যাবে জ্ঞানী শিক্ষক আর সম্রাটের। এবং প্রাণ হারাবে বহু এথেন্সবাসী। অবশ্য সেগুলো এখন আর ভাবায় না প্রতিহিংসার আগুনে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ফুলভিয়ার অন্তর। মৃত্যু আর ধ্বংসের কুৎসিত এক খেলায় মেতে ওঠে সে...

যে খেলা চিরকালের জন্য বদলে দেয় এথেন্সের ইতিহাস, বদলে দেয় পৃথিবীর ইতিহাস।

আক্সিওকাসের ঠোঁটগুলো কাঁপে একটু একটু, হয়তো খানিকটা পানির প্রত্যাশায়। জীবনের স্পন্দন এখন অনেকটাই ফিরে এসেছে তার চোখে-মুখে, ফ্যাকাশে ঠোঁটগুলো আবার রক্তাভ হয়ে উঠছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে প্রাণের আশঙ্কা কাটিয়ে উঠছে সে দ্রুত।

খুব যত্ন করে স্বামীর মাথা কোলে তুলে নেন ফুলভিয়া। পরিচারিকারা দাঁড়িয়ে আছে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে, ব্যক্তিগত চাকরও দাঁড়িয়ে যদি মালিকের কিছু প্রয়োজন হয়। আর ওষুধের পাত্র হাতে শিয়রে বসে স্ত্রী... যে স্ত্রী আর কিছুক্ষণের মাঝেই তার প্রাণ হরণ করতে যাচ্ছে!

'পানি!'

স্বামীর মুখে আলতো করে পাত্র ছোঁয়ান ফুলভিয়া। 'আগে ঔষধ খেতে হবে, প্রিয়তম। মহান জ্ঞানী শিক্ষক ইরাসটোস বিশেষ ভাবে এই ঔষধ প্রস্তুত করেছেন। মহামারী দূরীভূত হবে এই ঔষধে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। মহামান্য সম্রাটের জন্যও এই ঔষধ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে...' কথার ফাঁকে "জ্ঞানী শিক্ষক ইরাসটোস" শব্দগুলোর প্রতি বেশি জোর দেন তিনি। জানেন যে পরিচারিকারা হাঁ করে শুনছে সব। এখন বলা প্রত্যেকটি শব্দ পরবর্তীতে তাঁর ঢাল হিসাবে কাজে আসবে।

অবশ্য তিনি ক্ষমতাবান পরিবারের সন্তান। এথেন্সে খুব বেশি মানুষের সাহস নেই তাঁকে অবিশ্বাস করার ধৃষ্টতা দেখায়। তিনি যখন বলবেন যে জ্ঞানী শিক্ষক ও ইউমেলিয়া মিলে তাঁর স্বামীকে বিষ প্রদান করেছে আর এই বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করে সম্রাটকেও হত্যা করতে চেয়েছে, তখন কেউ তাঁকে অবিশ্বাস করবে না। কোনমতেই না! বরং আক্সিওকাসের দৃষ্টিতে আজীবনের জন্য ঘৃণার পাত্রে পরিণত হবে ইউমেলিয়া। আক্সিওকাসের মৃত্যু হবে প্রিয়তমা প্রেমিকার প্রতি গভীর ঘৃণা নিয়ে।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, ঔষধের সাথে মিশিয়ে মাত্রই বিষ পান করিয়েছেন তিনি স্বামী আক্সিওকাসকে। পরিচারিকা ও চাকরদের সামনে করিয়েছেন, অথচ সবাই সাক্ষ্য এটাই দেবে যে জ্ঞানী শিক্ষকের দেয়াই ওষুধ খাইয়েছেন সম্মানিতা ফুলভিয়া। সরল বিশ্বাসে স্বামীর সুস্থতা প্রার্থনায় ঔষধ খাইয়েছেন। আক্সিওকাসকে হত্যা করেছে জ্ঞানী শিক্ষকের দেয়া ঔষধ।

আহা, বেচারা ইরাসটোস! বিনা কারণে এই খেলার মাঝে পড়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে তাঁকে। অবশ্য বয়স কিছু কম হয়নি, এবার চলে গেলেও ক্ষতি নেই পৃথিবীর। মাঝে মাঝে খেলা জমানোর জন্য ২/১ টা ছোটখাট বলি তো দিতেই হয়।

মনে মনে ক্রুর হাসে ফুলভিয়া। আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের অপেক্ষা কেবল। তারপরই চেহারা বদলে যেতে শুরু করে আক্সিওকাসের। খালি পাকস্থলীতে পৌঁছানো বিষ খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাবে তাঁর দেহের আনাচে কানাচে। সম্পূর্ণ শরীর জ্বলতে শুরু করবে, নাক মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হবে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যু বরং করবে আক্সিওকাস। আর সে তখন কানে কানে বলবে- "তোমার সাথে প্রতারণা করেছে তোমার প্রিয়তমা প্রেমিকা! তোমাকে বিষ খাইয়েছে ইউমেলিয়া। তোমাকে হত্যা করেছে ইউমেলিয়া। আর শোন, তোমার সন্তান ছিল ইউমেলিয়ার পেটে। সেই সন্তান, যাকে তুমি আর কখনো দেখতে পাবে না। হত্যা করবো আমি তোমার ইউমেলিয়াকে। জ্যান্ত পুড়ে মরবে ইউমিলিয়া, তোমার সন্তান সহ জীবিত জ্বলে পুড়ে মরবে। আমি আস্তিনের সাপকে কখনো ক্ষমা করিনা!'

এবং তাঁর কয়েক ঘণ্টা বাদেই...

নিজ গৃহ হতে গ্রেফতার করা হয় জ্ঞানী শিক্ষক ইরাসটোসকে। চূড়ান্ত অপমান করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় কারাগারে। অপরাধ- সম্রাট পেরিক্লিসকে হত্যার চেষ্টা, সম্মানিত যোদ্ধা আক্সিওকাসকে হত্যা ও তাঁর স্ত্রীকে মিথ্যায় ভুলিয়ে প্ররোচিত করা স্বামীকে বিষ প্রদান করতে। কিছুদিন পর বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগেই মৃত্যু হয় শহরের সম্মানিত এই চিকিৎসকের।

একই সময়ে বিশাল এক অগ্নিকাণ্ডে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় শহরের সবচাইতে নামজাদা হেতাইরা ইউমেলিয়ার বাড়ি। সম্রাটকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ইরাসটোসের সহকারিণী এই হেতাইরে গ্রেফতার করতে গেলে সে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ভাগ্য নির্মম! সেই আগুনেই জীবন্ত জ্বলে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।... অন্তত এথেন্সবাসী এটুকুই জানতে পারে। আর প্রকৃত সত্য এটাই যে বাড়িটির একটি কামরায় তালাবদ্ধ করা হয় ইউমেলিয়া ও তাঁর পরিচারিকাদের। রক্ষীদেরকে হত্যা করা হয়। এবং সকলকে সহ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয় ইউমেলিয়ার তুষার শুভ্র বাড়িটিকে। বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের করুণ আকুতি কারো কানে পৌঁছায় না, কারো না। কিংবা পৌঁছালেও ভদ্রলোকের সমাজে কেউ সাহস করে আগ বাড়িয়ে কয়েকজন অসহায় নারীকে উদ্ধারের।

BanglaBook.org

অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে, বসন্তের সেই দিনেই মৃত্যুবরণ করেন সম্রাট পেরিক্লিস আর ভাগ্য বদলে যায় এথেন্সের। কী হত, যদি এই ষড়যন্ত্রে জাল বিস্তার না করতেন ফুলিভিয়া? বেঁচে থাকত আক্সিওকাস, বেঁচে থাকতেন সম্রাট। হয়তো রাজকীয় চিকিৎসকের পদে সম্মানিত হতেন জ্ঞানী শিক্ষক।

এবং জন্মগ্রহন করতো ইউমেলিয়া-আক্সিওকাসের পরম আরাধ্য সন্তান।

যা বদলে দিতে পারত এই পৃথিবীর ইতিহাস!

এবং হাজার বছর পরের এক রাতে নিজের সেই অনাগত সন্তানের জন্য চিৎকার করে কাঁদে এক পুরুষ...

তীব্র, তীক্ষ্ণ এক বেদনায় কুঁকড়ে যায় তাঁর অন্তর। গভীর ঘুমের মাঝে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে কাঁদতে থাকে সে সেই প্রেমিকার জন্য, যাকে এই সমাজ স্ত্রীর মর্যাদা দিতে দেয়নি। সেই সন্তানের জন্য, যাকে জন্মের আগেই হত্যা করা হয়েছে। আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে তাঁর সবচাইতে প্রিয় দুটি মানুষকে...

ডুকরে ডুকরে কাঁদে পুরুষ নিজের নিদ্রার পৃথিবীতে। এমন এক স্বপ্ন দেখে কাঁদে, যা হাজার বছর আগে কখনো তাঁর জীবনে বাস্তব ছিল। এমন এক স্বপ্নের জন্য কাঁদে, যে স্বপ্ন পূরণের জন্য সহস্র বছর যাবত ফিরে ফিরে আসছে সে পৃথিবীর বুকে। যে স্বপ্ন সত্য করার জন্য তাঁর জন্ম থেকে জন্মান্তরে এই অন্তহীন যাত্রা!

নিজেকে নিঃশেষ করে কাঁদে আয়ান।

কেমন যেন বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে আয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকে সায়মা। তাঁর চিরচেনা এই মানুষটিকে সে আর চিনতে পারে না আজকাল। কেমন যেন বদলে গেছে আয়ান... বদলে যাচ্ছে ক্রমশ।

এখন এই মুহূর্তে মারাত্মক বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। চোখের কোলে কালি জমেছে, ঠিক মতো খাওয়া-ঘুম হচ্ছে কিনা কে জানে। পেশাতে পেয়েছে আজকাল কাজও করছে না সে। নতুন কোন কাজ হাতে নিচ্ছে না, পুরনোগুলোর শিডিউলও বারবার মিস করছে। ক্লায়েন্টরা ক্ষেপে যাচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিতে দুর্নাম হচ্ছে। কিন্তু সেসবে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর। সে নিজের দুনিয়ায় মাঝে বন্দী, নিজের ফ্ল্যাটের চার দেয়ালের মাঝে বন্দী।

BanglaBook.org

'এভাবে চলতে পারে না, আয়ান। এটা বোকামি!'

মেঝেতে উপুড় হয়ে বসে নিজের তোলা পুরনো ছবিগুলোর প্রিন্ট ভার্সন ঘাঁটছে ছেলেটা, কী যেন খুঁজছে আঁতিপাঁতি করে। সায়মা একজন মানুষ, তাঁর সামনে বসে আছে এবং এই মেয়েটি তাঁর প্রেমিকা ইত্যাদি যেন দেখেও দেখছে না এখন আয়ান।

'আয়ান! তুমি শুনছ আমি কী বলছি?'

'হু...'

'আয়ান!...'

'হু...'

'আয়ান, তাকাও আমার দিকে...'

'কেন বিরক্ত করছ, সায়মা? তুমি এখন যাও, পরে এসো! আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

কেউ একটা চড় দিলেও বোধহয় এতটা বিস্মিত হতো না সায়মা, যা এই মুহূর্তে আয়ানের এই মন্তব্যে হয়। এটা কী বলল আয়ান? এমন একটা কথা তাঁকে বলতে পারলো? তাঁর আয়ান.., তাঁর আয়ান তাকে এমন একটা কথা বলতে পারল? এও কি সম্ভব তাই?

চোখ উপচে কান্না পায়, কিন্তু কোনক্রমে নিজেকে সামলে নেয় সায়মা। সে জানে আয়ান এমন নয়, সে জানে আয়ানের কিছু একটা হয়েছে, সে জানে তার আয়ান এমন করতে পারে না কিছুতেই... কিছুতেই না! এবং যেটাই হয়ে থাকুক না কেন, আয়ানকে সে নিশ্চয়ই ঠিক করে ফেলবে। অবশ্যই ঠিক করে ফেলবে।

নিজেকে জোর করে প্রেমিকের পাশে টেনে নিয়ে যায় সায়মা। নিজেও মেঝেতে বসে পাশপাশি, আর আয়ানের মাথাটা টেনে নেয় নিজের বুকের মাঝে। এবার অবশ্য আর বাধা দেয় না পুরুষ, বাধ্য ছেলের মতই প্রেমিকার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। এবং খুব আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সায়মা।

'আমাকে বল তো, কী হয়েছে?'

'আমি জানিনা তো!' কেমন অসহায় শোনায় মানুষটার কণ্ঠ। মনে হয় নিজের মাঝেই আটকা পড়ে গিয়েছে সে, হারিয়ে ফেলেছে পথ। আর কিছুতেই নিজেকে বের করে আনতে পারছে না অন্তহীন এক গোলকধাঁধা থেকে।

'ফ্যামিলির সাথে সমস্যা? কী হয়েছে খুলে বলো না আমাকে!'

'বাসার সাথে যোগাযোগ নেই...'

'তাহলে? প্রফেশনাল লাইফ নিয়ে সমস্যা? কিছু হয়েছে সেখানে?'

'না... সেখানেও না...'

'তাহলে কী সমস্যা বলো? কী এমন হয়েছে?'

'আমি... আমি জানিনা, সায়মা...'

'অবশ্যই জানো তুমি। অবশ্যই জানো... তুমি জেনেও আমাকে বলছ না...'

BanglaBook.org

'বললে তুমি বিশ্বাস করবে না...'

'কেন করবো না? অবশ্যই করবো... অবশ্যই করবো বিশ্বাস...'

'করবে না...'

'প্লিজ বলো, আয়ান। তুমি যা বলবে সব আমি বিশ্বাস করবো। প্লিজ বলো আয়ান... প্লিজ।'

'এটা আসলে আমার জীবন না... এটা... এটা আসলে আমার সত্যিকারের জীবন না। এতদিন যাকে আমি জীবন বলে ভেবেছি, সেটা আমার জীবন না। এইটা আমি না, আমি অন্য কেউ... অন্য কেউ আমি...'

'কী বলো আবোল তাবোল তুমি এগুলো?'

'বললাম না, তুমি বুঝবে না... আমি তো বলেছিলাম তুমি বুঝবে না!'

উঠে বসে ছবিগুলো আবার হাতড়াতে শুরু করে পুরুষ... পাগলের মতো হাতড়ায়। বলে, 'তুমি জানো, আমি কী খুঁজছি? একটা ছবি! ৩/৪ বছর আগে একটা বিয়েতে গেছিলাম আমি, সেখানে একটা বউয়ের ছবি তুলেছিলাম। সেই বউয়ের ছবি খুঁজছি... একটা বিশেষ ছবি, যে ছবিতে সে সরাসরি তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আমি জানিনা কী দেখেছিলাম ওইদিন ওই চোখে, কিন্তু আমি কেমন যেন বদলে গেছিলাম... বিশ্বাস করো, আমি কেমন যেন বদলে গেছিলাম... এখন দেখ, সব ছবি আছে কিন্তু কেবল আমার দিকে তাকিয়ে থাকা ছবিটাই নেই!'

আসলেই তাই! এতক্ষণে ভালো করে মেঝেতে ছড়ানো ছবিগুলোকে লক্ষ্য করে সায়মা। সমস্ত ছবিই একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের, আরও ভালো করে বললে নতুন বউ বেশে সজ্জিতা এক নারীর। দেখতে মোটেও সুন্দর নয় সেই নারী, নববধূর বেশে তাঁকে মোটেও মানাচ্ছে না। অগোছালো বেশ, একটু বিভ্রান্ত, রূপবান স্বামীর পাশে ভীষণ নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে তাঁকে। এবং আয়ানের কথাই ঠিক, কোন ছবিতেই নববধূর চোখদুটি দেখা যাচ্ছে না। একেক ভঙ্গিতে, এক রকম আঙ্গেল থেকে অসংখ্য ছবি। কোন কোন ছবিতেই মেয়েটি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে নেই।

কিন্তু এই নববধূর সাথে আয়ানের কী?

কিন্তু এই ছবির সাথে আয়ানের কী?

কেন আয়ান পাগলের মতো আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে এই ছবি? কেন?

কাঁপা কাঁপা হাতে একটা ছবি তুলে নেয় আয়ান হাতে। একটা সাদাকালো ছবি, বধূ বেশে সজ্জিতা মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে আছে। সম্ভবত এত ছবির মাঝে এটাই সবচাইতে সুন্দর।

'কেন সে তাকাচ্ছে না আমার দিকে?' আকুতি ঝরে পড়ে পুরুষ কণ্ঠে। 'কেন তাকাচ্ছে না? কেন?'

এবার সত্যি সত্যি ঘাবড়ে যায় সায়মা। সে সাধারণ মেয়ে, এমন পাগলামোতে তাঁর ঘাবড়ে যাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক। 'তুমি জানো আয়ান, কী বলছ তুমি? ... তুমি

BanglaBook.org

জানো? একটুও ধারণা আছে তোমার? পাগলের প্রলাপ বকছ তুমি! একটা ছবি কেন তোমার দিকে তাকাবে? আর কীভাবেই বা তাকাবে? ছবি কি মানুষের দিকে তাকাতে পারে?'

'তাহলে আমার এই মেয়েটিকে চাই, সায়মা! এই মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে চাই আমি। আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব এই মেয়েটির চোখের মাঝে লেখা আছে...'

'কী বলো এইসব? একটা অজানা-অচেনা মেয়ের চোখের মাঝে কেন তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব লেখা থাকবে?'

'আমি জানি... এই মেয়েটাই আমার প্রশ্নের জবাব।' অপ্রকৃতস্থ মানুষের মতো আপনমনে বিড়বিড় করে আয়ান। 'আমি জানি, এই মেয়েটাই! এই মেয়েটাই সে... আমি নিশ্চিত জানি!'

'এই মেয়েটাই সে মানে কী? কে এই মেয়েটা?... কে?'

'এইটা সেই মেয়ে সায়মা, যাকে প্রতিরাতে আমি স্বপ্ন দেখি! বুদ্ধি হবার পর থেকে যাকে স্বপ্ন দেখে আসছি... এইটা সেই মেয়ে, সায়মা। সেই মেয়ে, আমাকে তৈরি করা হয়েছে যার সাথে থাকবার জন্য। আমাকে ওর সাথে থাকতে হবে! ওর সাথে!... '

'আয়ান... কী বলছ এইসব আয়ান... প্লিজ, মাথা ঠাণ্ডা করো... প্লিজ!' ছোট শিশুদের যেভাবে আদর করে বোঝান মায়েরা, ঠিক সেভাবেই প্রেমিককে বোঝানোর চেষ্টা করে সায়মা। আর করেই যায়। আদর করে, মমতা দিয়ে, ভালোবেসে।

অবশ্য তাতে লাভ হয় না বিশেষ। প্রেমিকার আদর, ভালোবাসা পৌঁছায় না আয়ানের মন পর্যন্ত। নিজের মনে বিড়বিড় করে কেবল বলতেই থাকে সে, '... আমার প্রেমিকা ও, আমার স্ত্রী... আমাদের সন্তান হওয়ার কথা ছিল... ওরা মেরে ফেলেছে আমাদের বাচ্চাটাকে... প্রত্যেকবার মেরে ফেলে... প্রত্যেকবার... ওর জন্য আমি বারবার জন্ম নেই। ওর জন্য আমি বার বার জন্ম নেই... ওর জন্য... আমি জানি ও আবার জন্ম নিয়েছে! আমার জন্য জন্ম নিয়েছে... আমি দেখেছি ওকে...'

সে রাতে সায়মার আর বাসায় ফেরা হয় না। অচেতন হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা আয়ানকে ফেলে চলে যেতে মন সায় না দেয় না কিছুতেই। সারাটা রাত একভাবে আয়ানের শিয়রে জেগে বসে থাকে সে। তবে হ্যাঁ, এই রাতে একটা সত্য সে জানতে পারে। এমন একটা সত্য, যা তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সূক্ষ্ম এক সেতুর ওপরে। এবং সকালেও যে আয়ানের কথাবার্তা মনে হচ্ছিল পাগলের প্রলাপ, রাত বাড়ার সাথে সেটাকে আর পাগলামি অন্তত মনে হয় না।

তীব্র জ্বরের ঘোরে অচেতন অবস্থায় প্রলাপ বকে আয়ান, প্রলাপ বকে বিজাতীয় ভাষায়। আরও ভালো করে বললে, একাধিক বিজাতীয় ভাষায়। কী বলে, সেটা তো বুঝতে পারে না এক বিন্দু। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে খুব কষ্টের কোন স্বপ্ন

BanglaBook.org

দেখছে সে। খুব কষ্টের। এমন কষ্টের সাথে ঘুমের মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠছে, চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে নামছে রুপালি অশ্রুবিন্দু।

সায়মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে। এই রাতের পর তাঁকে আর বুঝিয়ে দিতে হয় না যে আয়ান পাগলের প্রলাপ বকছে ঠিকই, কিন্তু সেটা নিজের ইচ্ছায় নয়। কেউ বা কিছু একটা তাঁকে দিয়ে বকাচ্ছে এই পাগলের প্রলাপ! যদি আয়ানের কথা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কোন নারী। সেই নারী, যার ছবি এখন আয়ানের কাছে সবকিছু।

কী করেছে এই নারী আয়ানকে? ব্ল্যাক মাজিক বা বশীকরণ ধরণের কিছু? আজকালকার আধুনিক যুগে এও কি সম্ভব?

সম্ভব যে সেটা আয়ানের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এমন একটা কিছু আয়ানকে করা হয়েছে, যেটার কারণে একটা ভয়ংকর ঘোরের মাঝে আছে ছেলেটা। এবং এমনটাই যদি চলতে থাকে, তাহলে খুব জলদিই সেই দিন আসবে যখন আয়ান হয়ে যাবে অন্য কারো... সেই নারীর, সেই কুহকিনীর!

না না, এমনটা সে হতে দেবে না। কিছুতেই না! আয়ান তাঁর ছিল, আর তাঁরই থাকবে। আজীবন। আর এই বশীকরণ দূর করতে কী করতে হবে, সেটা সে ভালোই জানে...

পার্থিব জগতে স্বার্থপর চিন্তাভাবনা নিয়ে মশগুল সায়মা তখনও জানে না যে সে যা ভাবছে বিষয়টি তেমন নয় মোটেও। সে যা ভাবছে, এই কাহিনীর সাথে তার বিন্দুমাত্র মিল নেই। সায়মা জানে না যে আয়ানকে ঘোরের মাঝে রেখেছে তার অতীত... আর এমন এক ছায়া, যে আয়ানের সাথে জড়িত জন্ম জন্মান্তর ধরে। সহস্র সহস্র বছরে না তাঁদের দুজনকে কেউ আলাদা করতে পেরেছে আর না পারবে। নিয়তি আর প্রকৃতির সাথে এই দুটি অস্তিত্বের লড়াই চলছে, ভারি কঠিন এক লড়াই। এবং যে লড়াইয়ের সূত্রপাত এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে নয়, পরাবাস্তবতার অন্য কোন জগতে।

সায়মা তখনও জানে না যে এই খেলায় সে কেবলই এক গুটি, যে গুটিতে ভর করে নিয়তি চালবে নিজের মোক্ষম চাল। যে গুটির আড়ালে নিয়তি আরও একবার চেষ্টা করবে সেই দুটি অস্তিত্বকে আলাদা করে দিতে, যারা তৈরি হয়েছে একত্রে থাকার জন্য...

একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মানুষটার সামনে বসে থাকতে কেমন যেন একটু অস্বস্তিই লাগে, মনে হয় পরিবেশটার জন্যই। আধো আলো-আধো অন্ধকার একটা ঘর, ঠিক মাঝামাঝি জায়নামাজ পেতে বসে আছেন হুজুর সাহেব। জিকির করছেন। এতগুলো আগরবাতি একসাথে জ্বলছে, ঘর ভরে যাচ্ছে আগরবাতির ধোঁয়ায়। সাথে ছড়িয়ে পড়ছে মিষ্টি একটা সুগন্ধ।

ঘরে সায়মা আর হুজুর সাহেব ছাড়াও আরও একজন আছে, হুজুর সাহেবের সাগরেদ। এখন পর্যন্ত কথাবার্তা যা বলার এই লোকই বলেছে। সায়মা নিজে থেকে কিছু বলার সুযোগ পায়নি।

অপেক্ষার পালা দীর্ঘ হয় আরও, সহসা শেষ হয় না হুজুর সাহেবের জিকির। সাগরেদের কথামতো আপাদমস্তক বোরখায় ঢেকে এসেছে সায়মা, মুখও নেকাবে ঢাকা। কখনো পরে অভ্যাস নেই, তাই অস্বস্তি হচ্ছে। তবে উপায় নেই, হুজুর সাহেব পরনারীদের মুখ দেখেন না। তিনি যেভাবে বলবেন, সেটাই করতে হবে...

'জী আম্মা, আপনি বলেন।'

শেষ হয়েছে জিকির। চোখ খুলে তাকিয়েছেন হুজুর সাহেব। বড় বড় দুটি চোখে সুরমা দেয়া। স্বচ্ছ, হাসিখুশি একজন মানুষের চোখ। সেই চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে মনের মাঝে এক রকমের আস্থা খুঁজে পায় সায়মা। অবশ্য সে অনেক বিশ্বাস আর ভরসা নিয়েই এসেছে এখানে। এই হুজুর সাহেবের খোঁজ দিয়েছে বড় আপা। ওর ননদের একটা বড় সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন এই ভদ্রলোক।

'আমি আসলে এসেছিলাম আমার হবু স্বামীর ব্যাপারে...'

'হবু সোয়ামী? কী করা লাগবে? আমি বশীকরণের কাজ করি না, আম্মা। বশীকরণ গুনাহ, এমন কাজে আল্লাহপাক নারাজ হন।'

'না না... বশীকরণ করতে হবে না। বরং উল্টোটা। আমার মনে হয় কেউ উনাকে বশীকরণ করেছে।'

'কারে? আপনার হবু সোয়ামীকে?'

'জী! উনি সারাক্ষণ কার কথা যেন বলে। এক মেয়ের কথা, বাচ্চার কথা। যে মেয়ের সাথে তাঁর নাকি অন্য কোন দুনিয়ায় কথা হয়। দিনের বেশিরভাগ সময় এখন পড়ে পড়ে ঘুমায়... আর একলা একলা পাগলের মতো কথা বলে!'

'ইন্নালিল্লাহ! কবে থেইকা এই অবস্থা?'

BanglaBook.org

'বেশ কিছুদিন হয়েছে। প্রথম প্রথম বোঝা যেত না, কিন্তু এখন একদম আধা পাগল অবস্থা। শুধু ওই মেয়ের কথা বলে...'

'আপনে কি তাঁর ব্যবহার করা কোন জিনিস আনছেন?'

সাথে আনা আয়ানের শার্টটা হুজুর সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দেয় সায়মা। যদিও বুঝতে পারে না কাজটা ঠিক হলো কিনা। এই ভদ্রলোককে সকলে "হুজুর সাহেব" সম্বোধন করছে ঠিকই, তবে সম্বোধনটা শুনলে মাথায় যেমন প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে সেগুলোর সাথে মানুষটার তেমন কোন মিল নেই। মুখে দাড়ি আছে, কিন্তু পরনের আলখাল্লাটা কুচকুচে কালো। চুলগুলো এলোমেলো আর জটাধরা। কিন্তু তাঁর এই কামরা খুব পরিষ্কার আর গোছানো। ঘরের এক কোণায় একটা সেলফে বেশ অনেকগুলো বইপত্র রাখা। আবার আরেক কোণায় টেলিভিশনও রাখা। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত পরিবেশ। কেমন যেন ঘোর লাগা, ঠিক যেন স্বাভাবিক না।

'আম্মা, উনারে তো খারাপ জিনিস আছর করেছে...'

'জী?'

'হুম। খুবই খারাপ একটা জিনিস। আপনার ধারণা সত্য, আপনার হবু স্বামীকে বশীকরণ করা হয়েছে। তবে যে করেছে, সে মানুষ না।'

এইসব "আছর করা" ধরণের কথাবার্তায় সায়মা বিশ্বাস করে না, একবিংশ শতাব্দীতে এসে এইসব বিশ্বাস করাও হাস্যকর। তবে সেই সাথে এটাও সঠিক যে আয়ানের কিছু একটা হয়েছে। কোন একটা কারণে তীব্র একটা ঘোরের মাঝে আছে সে, কিছুতেই বের হতে পারছে না ঘোর থেকে। আর সেই ঘোর কাটাবার জন্য যা করার, সেটা সে করবে। এই হুজুর সাহেবের পা ধরতে হলেও ধরবে।

'কী বলছেন এইসব আপনি? ... মানুষ না, তাহলে কী?'

লোকটার কণ্ঠ এবার একদম নিচে নেমে যায়। 'তেনাদের নাম মুখে উচ্চারণ করতে নাই, আম্মা। তেনারা মানুষ না, অন্যকিছু। আল্লাহ পাকের এই দুনিয়ায় আজিব জানোয়ারের কি অভাব আছে? হ্যাঁ, তেনারা মানুষের মধ্যেই থাকে। মানুষের মতন দ্যাখতে, মানুষের ভেশ ধইরে মানুষের সাথে উঠে বসে চলে ফিরে...'

'কিন্তু... কিন্তু সেইটা আয়ানের কাছে কী চায়?'

'কী আর চাইব? দ্যাহ চায়... তেনার একটা পুরুষ প্রয়োজন, আপনের কপাল খারাপ যে আপনের উনারে পাইসে...'

'ঐটা... ঐটা তাহলে নারী?'

'কিছু মনে নিয়েন না, আম্মা। তয় দুনিয়ায় ব্যাবাক খারাপ জিনিসের লগেই মহিলা মানুষের কুন না কুন সম্পর্ক আছে। নারী শয়তানের দরজা।' আরও নিচে নেমে আসে লোকটার কণ্ঠ। 'দেয়ালেরও কান আছে, আম্মা। তেনাদের নাম নিতে অয় না। এখন যা বুঝার, আপনে নিজে বুইজা নেন।'

'কিন্তু এর হাত থেকে কি কোন মুক্তি নেই?'

BanglaBook.org

'থাকবে না ক্যান? নিশ্চয়ই আছে। অবশ্যই আছে। আল্লাহপাকের দুনিয়ায় আসান করা যায় না এমন কোন মুশকিল নাই। তয়, কষ্ট অইব। অনেক কষ্ট।'

'হোক কষ্ট। আমি যে কোন কষ্টে রাজি।'

'তাইলে আমি যা যা বলি শোনেন... '

কথা সামনে বাড়ে। খুব নিচু গলায়, পাশের মানুষটিও যেন শুনতে না পায় এমন কণ্ঠে একটানা কথা বলে যায় লোকটা। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করে। এবং অনেকটা সময় পর যখন সায়মা বের হয় ঢাকার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত অঞ্চলের সেই পুরনো টিনের বাড়িটি থেকে, ততক্ষণে এলোমেলো হয়ে গেছে তার চিরচেনা পৃথিবীটার পরিধি। আজন্ম লালিত বিশ্বাসের ভিত নড়ে গেছে, বুকের মাঝে ভয়টা এখন প্রবল আতঙ্ক হয়ে চেপে বসতে শুরু করেছে।

কিন্তু না, ভয় যতই লাগুক সে হেরে যাবে না। এটা তো জানে না যে কীসের সাথে যুদ্ধ করছে সে। কিন্তু এটা নিশ্চিত জানে যে এই যুদ্ধে তার হেরে যাওয়া চলবে না কিছুতেই। যদি এবার সে হেরে যায়, হেরে যাবে তার ভালোবাসা। হেরে যাবে তার স্বপ্ন, হেরে যাবে তার ভবিষ্যৎ। এবং সর্বোপরি হেরে যাবে সেই মানুষটা, যাকে সে ভালোবাসে। আয়ান হেরে যাবে! আর আয়ানকে হারতে সে কিছুতেই দেবে না!

সময় নষ্ট না করে আশিকের অফিসের দিকে রওয়ানা হয়ে যায় সায়মা। আশিক... আয়ানের সেই ফটোগ্রাফার বন্ধু আশিক, যার সাথেই আয়ান গিয়েছিল সেই বিয়েতে। যে বিয়েতে ছবি তুলেছিল সেই কুহকিনীর, যার জন্য এখন পাগলপ্রায় সে। আশিকই এখন বলতে পারবে এই কুহকিনীর হদিশ।

ব্যাগে রাখা ওই মেয়ের ছবিটা হুজুর সাহেবকে দেখানো হয়নি। অবশ্য বিষয়টা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না সায়মা। আয়ানের বাসায় যেদিন লোকটা যাবে, সেদিন দেখালেই হবে। অবশ্য সায়মার জানা নেই যে এই ছবিটি দেখলে হুজুর সাহেব কখনোই রাজি হতেন না আয়ানের বাড়িতে যেতে, কখনোই রাজি হতেন না সায়মার উপকার করতে।

কেননা এই চেহারা চেনেন সেই কালো আলখাল্লাধারী। কেননা এই চেহারার সাথে তার বহু পুরনো সম্পর্ক...

ভয়, আতঙ্ক আর পৈশাচিকতার সম্পর্ক!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সায়মা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বসে আশিক। বন্ধুর প্রেমিকার সামনে যেটুকু অস্বস্তি বোধ করার কথা, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। কী এমন আছে যে লুকাতে চাইছে সে? এটা তো আচরণ থেকেই স্পষ্ট যে কিছু না কিছু অবশ্যই আছে। নাহলে ছবিটা দেখা মাত্র এমন কুঁকড়ে যেত না মানুষটা।

'কেন জানতে চাইছেন, সায়মা? এসব তো অনেক পুরনো কথা।'

'হোক পুরনো, আমাকে জানতেই হবে।'

'আ ... আমি আসলে জানি না কোথায় আছে এই মেয়ে। ছবি তুলতে গিয়েছিলাম, ব্যাস। ক্লায়েন্টের সাথে কি আর সারা জীবন যোগাযোগ থাকে নাকি।'

আবার নড়েচড়ে আশিক। অকারণেই চুল নাড়ে হাত দিয়ে, নাক চুলকায়, হাতে রাখা ক্যামেরা ঘাঁটাঘাঁটি করে। যেন বোঝাতে চায় সে খুব ব্যস্ত এই মুহূর্তে, কথা বলার সময় নেই। অবশ্য তার প্রতিটি আচরণই প্রমাণ করে দেয় যে মিথ্যা বলছে সে। কিছু একটা লুকানোর প্রাণপর্ণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। হয়তো আয়ানের ভালোর কথা চিন্তা করেই।

কিন্তু আশিক যেটা লুকাতে চাইছে, সেটাই জানতে হবে সায়মাকে। আয়ানের ভালোর কথা চিন্তা করেই জানতে হবে।

'দেখুন আশিক, ব্যাপারটা জানা আমার খুব দরকার। আপনার বন্ধুর জন্যই জানা দরকার। আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি যে ওই ছবিগুলো নিয়ে অবসেশনে ভুগছে আপনার বন্ধু। শুধু ভুগছে না, আজকাল তাই এই অবসেশন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আপনি যদি আপনাকে সাহায্য না করেন, কীভাবে তাকে সুস্থ করে তুলবো আমি?'

'দেখুন সায়মা, অযথা এই বিষয়টা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। কিন্তু বিশ্বাস করুণ, আয়ানের অবসেশনের জন্য ওই মেয়েটি দায়ী নয়। পুরোটাই আয়ানের মানসিক সমস্যা, সে একটা ঘোরের মাঝে চলে গেছে ওই মেয়েটিকে দেখে। এটা হতেই পারে মানুষের জীবনে। আপনি বরং ওকে একটা ভালো মানসিক ডাক্তার দেখান।'

'সেটা আমি দেখাব। কিন্তু সেই মেয়েটির নাম-পরিচয় জানা আমার জন্য খুব জরুরী। কে সেই মেয়ে, বাস্তবে কেমন, আর কেনই বা আয়ান একদিন ছবি তুলতে গিয়ে তার জন্য এমন পাগল হলো- এসব আমাদের জানতে হবে না? এমনও তো

BanglaBook.org

হতে পারে যে ওই মেয়েটির সাথে আয়ানের এখন যোগাযোগ আছে... '

'না, সায়মা। এটা আপনার ভুল ধারণা। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি যে ওই মেয়েটির সাথে আয়ানের কোন রকম কোন যোগাযোগ নেই। আয়ান যা করছে, সেটা কেবলই এক তরফা। ওর নিজের অবসেশন। আপনি এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

'আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছে, আশিক? কীভাবে? এটার অর্থ এই যে নিশ্চয়ই মেয়েটির সাথে আপনার যোগাযোগ আছে।'

বেপরোয়া সায়মা, এবং ক্রমশ বাড়ছে তার অস্থিরতার পরিমাণ। এটা দেখেই হয়তো সিদ্ধান্ত বদল করে আশিক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমার সাথে যোগাযোগ নেই ঠিক। তবে আমি জানি সে কোথায় আছে। আর এটাও জানি যে আয়ানের সাথে যোগাযোগ করার কোন ক্ষমতাই নেই তার...'

'প্লিজ খুলে বলুন, আশিক। প্লিজ খুলে বলুন।'

'দেখুন সায়মা, আপনি যেমন বন্ধুর হবু স্ত্রী, এই মেয়েটিও তাই। আমার বন্ধুর স্ত্রী ছিল সে। অনেক ধুমধামের সাথে বিয়ে হয়েছিল দুজনের, সেই বিয়েতেই আয়ানকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। আপনার কথা হয়তো ঠিক, কিছু একটা খুব অদ্ভুত আছে ওই মেয়েটির মাঝে। আয়ান কীভাবে যেন বাঁধা পড়ে গেল ওর মায়া জালে। কিছুতেই আর বের হতে পারলো না। আমার মনে আছে, সেদিন অনুষ্ঠান শেষে দেখলাম আয়ান পুরোটা সময় একটি জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। টানা ৪/৫ ঘণ্টা। খায়নি, কারো সাথে কথা বলেনি, একভাবে শুধু সে ওই মেয়ের ছবি তুলে গেছে...'

'তারপর?'

'বিয়ের অনুষ্ঠানের কদিন পরই আয়ান আমার কাছে ছুটে আসে। একদম এলোমেলো, পাগল পাগল অবস্থা। ঘুরেফিরে সেই একই কথা বলতে থাকে... এই মেয়ের সাথে যোগাযোগ করতে চায় সে, এর পরিচয় জানতে চায়, একবার হলেও কথা বলতে চায়। আয়ান নাকি রাতে ঘুমাতে পারছে না, অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছে, সবই এই একটি মেয়েকে নিয়ে...'

'হ্যাঁ, এখনো তাই অবস্থা। বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে থাকে। আর আপনি যা বললেন, তেমনই কথাবার্তা বলে।'

'ওহ মাই গড!... আপনি চিন্তা করবেন না সায়মা, আগেও এমন হয়েছে আয়ানের। সেবার যখন সুস্থ হয়ে গেছে, এবারো হবে।'

'আমি এতো এসব কিছুই জানতাম না!'

'কেউ জানত না এসব। এগুলো কি জানাবার মতো কোন জিনিস? আয়ানের অবস্থা বেগতিক দেখে আমি ওর বাসায় কথা বললাম। তখন ওর আরেকটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল, তার সাথে কথা বললাম। প্রায় ৪ মাস একজন নামকরা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ দেখেছেন ওকে, চিকিৎসা করেছেন। ৪ মাস পর আয়ান ঠিক হলো

BanglaBook.org

ঠিকই, তবে ততদিনে সে অনেকটা বদলে গেছে। বাসার সাথে ঝামেলা করে আলাদা হয়ে গেলো, যে মেয়েটির সাথে সম্পর্ক ছিল, সেটাও ভেঙে ফেলল। একাধিক নারীসঙ্গের অভ্যাসটাও আয়ানের তখনই গড়ে ওঠে...'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সায়মা। কী করবে, কী ভাববে কিছু সময়ের জন্য একেবারেই বুঝতে পারে না। যে মানুষটাকে এত ভালোবাসে আর যার সবকিছু এতদিন চেনা-জানা বলে ভাবত, তাঁকেই কেমন যেন ভীষণ অচেনা লাগতে শুরু করে। এখন মনে হচ্ছে যে কিছুই জানে না সে, কিছুই জানে না!

'দেখেন সায়মা, আয়ান আপনাকে এইসব বলে নি কারণ ওর নিজেরও এগুলো বিশেষ মনে নেই। আর ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন সেগুলো মনে না করিয়ে দিতে। মনে পড়লেই হয়তো ফিরে আসবে সেই অবসেশন। আপনি একটা কাজ করুণ, ওর পুরনো ডাক্তারের সাথে আবার যোগাযোগ করুণ। আমি ভদ্রলোকের ফোন নম্বর দিচ্ছি আপনাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ, ভাই। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'আপনি আমাকে সেই মেয়েটির কথা বলুন। কে সে? এখন কোথায় থাকে? সে কি আয়ানের ব্যাপারে জানে? আয়ানের সাথে কি কখনো তার দেখা হয়েছে?'

আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশিক। 'আপনাকে কী বলব বুঝতে পারছি না। তবে সেই কাহিনী আরও বিচিত্র আর ভয়াবহ!'

'মানে?'

'মানে... মানে আমার সেই বন্ধুটি আর বেঁচে নেই। ওর স্ত্রী ওকে খুন করেছে। সেই মেয়ে, যার জন্য আয়ান এখনো পাগলামো করছে... সেই মেয়ে নিজের স্বামীকে খুন করে ফেলেছে!'

'আল্লাহ! কী বলেন এইসব?'

'হুম, এটাই সত্য। কীভাবে খুন করেছে সেটা আমার কাছে জানতে চেয়েন না, সায়মা। বড় নৃশংস সেই পদ্ধতি। খুনের বিচারও হয়েছে। কোর্ট বলেছে মেয়েটা মানসিক ভাবে অসুস্থ, যাকে বলে বদ্ধ উন্মাদ। সে অনেক বছর ধরেই একটা মানসিক হাসপাতালে আছে। সোজা ভাষায় পাগলাগারদে। এই জন্যই বলছিলাম, আয়ানের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা আসলে তার নেই...'

আশিকের বাকি কথাগুলো মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না সায়মার। এসব কী বলছে আশিক? কি ভয়াবহ সব কথাবার্তা! এই কাহিনী ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। যতই যাচ্ছে গভীরে, ততই অবিশ্বাস্য আর উদ্ভট মনে হচ্ছে। এমনও হয় মানুষের জীবনে? এত বিচিত্র কাহিনীও ঘটে? ঘটতে পারে?

'আশিক, মেয়েটার ঠিকানা জানেন আপনি? নাম জানেন?'

'ঠিকানা জানা নেই, তবে নাম জানি। আকাশলীনা!'

BanglaBook.org

নামটা সায়মার মনে কোন দাগ কাটে না, একটু বিচিত্র লাগে কেবল। কেননা তার জানা নেই আয়ান দিনরাত যে ফেসবুক আইডিটির সাথে চ্যাট করে, সেই আইডিটির নাম "আকাশলীনা"। ফেসবুক আইডির আড়ালে যে মানুষটি প্রতিদিন তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বিচিত্র সব কথাবার্তা, সেই আইডিটির নাম "আকাশলীনা"। এবং প্রতিদিন যার কথা একটু একটু করে আয়ানের মন মস্তিষ্ক দখল করে নিচ্ছে, যার ছবি নিয়ে হন্যে হয়ে কী যেন একটা খুঁজছে সে, সেই মেয়েটির নামও আকাশলীনা।

সায়মার জানা নেই যে আয়ানের জীবনের দুজন আকাশলীনা আসলে একই ব্যক্তি। সায়মার জানা নেই যে সেই নববধূ আর ফেসবুকের মেয়েটি একই মানুষ আর তার উদ্দেশ্যও একটি... আয়ান! সায়মার এও জানা নেই যে আকাশলীনার সাথে আয়ানের সম্পর্কচ্ছেদ করার ক্ষমতা মহাকাল তাকে দেয়নি, কখনো দেবে না।

জন্ম জন্মান্তরের যে সম্পর্ক নিয়তি আর প্রকৃতি ছেদ করতে পারেনি, সেটাকে সায়মার মতো একজন সাধারণ মানবী কীভাবে নষ্ট করবে!

এবং নিজের ফ্ল্যাটে তখন আয়ান চ্যাট করছিল ফেসবুকের অজানা-অচেনা সেই বন্ধুর সাথে। "আকাশলীনা" যার নাম।

'আজ আমি কী স্বপ্ন দেখেছি জানো? গভীর কালো পানির একটা সমুদ্র। প্রচণ্ড ঢেউ, ঝড় আসি আসি করছে। সেই সমুদ্রে একটা বিশাল কাঠের জাহাজে আমি...'

'এবং সেটা একটা তিমি শিকারী জাহাজ!'

'হ্যাঁ, তিমি শিকারী জাহাজ। আর আমি একজন হারপুনার। রোদে পোড়া তামাটে চামড়া আমার, মাথার চুল কোঁকড়া আর জটপাকানো। মাসের পর মাস ধরে আমরা ভেসে আছি সেই জাহাজে। গতকালই একটা তিমি শিকার হয়েছে। বিশাল বড় একটা মাদী তিমি। এত বড় তিমি যে জাহাজ ভরে গেছে চর্বিতে..... পুরো জাহাজ আলোয় ঝলমল করছে, চর্বির কোন অভাব নেই জাহাজে। সারারাত ভরে তিমি কাটাকুটি হয়েছে, হাঙরের দল ছুটে চলেছে জাহাজের পাশে পাশে, কানায় কানায় ভর্তি আমাদের জাহাজ, এখন বাড়ি ফেরার পালা...'

'কিন্তু ভাগ্য সেইরাতে অন্য কিছু নির্ধারণ করে রেখেছিল, তোমার নিয়তিতে তখনও আমার সাথে দেখা হওয়া বাকি...'

BanglaBook.org

'আসলেই, কি অদ্ভুত এই নিয়তির খেলা! সে রাতে আমাদের দেখা হয়ে গেলো একটা দস্যু জাহাজের সাথে। তিমির চর্বিতে জাহাজ ভারী, দস্যু জাহাজের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটা হলো না আমাদের। সবাই বন্দী হলো, বেশিরভাগ নিহত হলো, আমি বেশি শক্তপোক্ত বিধায় ওরা রেখে দিল নিজেদের দাস হিসাবে। আর সেই জাহাজে ছিলে তুমি... ক্যাপ্টেনের রক্ষিতা...'

'আর কিছু দেখছ?'

'অনেক কিছু! তুমি কীভাবে আমাকে বাঁচালে... কীভাবে বোঝালে যে আমার মতো শরীরের একজন তোমাদের খুব কাজে আসবে। বুড়ো ক্যাপ্টেন রাজি হয়ে গেলো... '

'আমার এখনো মনে আছে, তোমাকে সেবার প্রথম যখন দেখেছিলাম। সূর্য তখন মাত্র উঠি উঠি করছে। তোমার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখে তেল-কালি-রক্ত মাখানো, শরীরে কাপড় নেই... ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করছিলে তুমি, ফুলে ফুলে উঠছিল তোমার হাতের পেশীগুলো...'

'তোমার সব মনে আছে?'

'হ্যাঁ, সব! এবার আমি ফিরে এসেছি আমাদের সহস্র লক্ষ বছরের সকল স্মৃতি নিয়ে... এবার সব মনে আছে আমার, শুরু থেকেই আছে... প্রত্যেকটি একক মুহূর্ত!'

'আমার কেন মনে পড়ছে না সব?'

'পড়বে... '

'এখন সব খণ্ড খণ্ড স্মৃতির টুকরো... অস্পষ্ট আর ঝাপসা...'

'যেদিন আমাদের দেখা হবে, সেদিন সবকিছু মনে পড়বে তোমার।'

'কিন্তু সেটা কবে?... কবে দেখা হবে আমাদের, লীনা?'

'যেদিন... যেদিন আমি পৃথিবীকে পেছনে ফেলে তোমার কাছে চলে আসতে পারব। আর আজীবনের জন্য এক হয়ে যাবো আমরা।'

'কিন্তু সেটা কবে?'

'খুব জলদি একদিন... খুব জলদি...'

'কীভাবে?'

'যেভাবে আমি খুঁজে নিয়েছি তোমাকে, ঠিক সেইভাবে একদিন আমি তোমার কাছেও পৌঁছে যাবো। তোমাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে। আমার জন্য অপেক্ষা!'

'আমি করবো। আজীবন। যেভাবে এর আগের জীবন গুলোতে করেছি, জন্ম জন্মান্তরে অপেক্ষা করবো।'

'এবার আমাদের অপেক্ষার পালা শেষ হবে, প্রিয়। এবার আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না। কেউ না, কখনো না। এবার আমরা অনন্তকালের জন্য এক হয়ে যাবো। তুমি আর আমি, এবং আমাদের সন্তান!'

নিভে যায় সবুজ আলো, চলে গেছে আকাশলীনা। বুকের মাঝে অদ্ভুত একটা

BanglaBook.org

শূন্যতায় ছেয়ে যায় আয়ানের। লীনা চলে যাওয়া মানেই একটা অন্তহীন অপেক্ষার শুরু। আবার কখন আসবে সে, আবার কখন কথা হবে ঠিক নেই কিছুই। এমনকি লীনা কোথায় থাকে, ফোন নম্বর কী এসব কিছুই জানে না সে। শুধু জানে যে এই মেয়েটি তাকে খুঁজে নিয়েছে, এবং যখন সময় হবে সে নিজেই এসে দেখা দেবে।

অজস্র ছবির মাঝ থেকে নিজের প্রিয় কয়েকটা ছবি বেছে নেয় আয়ান, আলতো করে হাত বুলায়। লীনা... তার লীনা! জন্ম জন্মান্তরের যাত্রা পার করে আবার তাঁরা নিঃশ্বাস নিচ্ছে ধরণীর বুকে। কি অবিশ্বাস্য! কি অদ্ভুত! কি বিচিত্র! কিন্তু স্বপ্নের মাঝে যখন ঘুরেফিরে আসে অতীত স্মৃতি, তখন নাড়িয়ে দিয়ে যায় নিজের ভিতটা পর্যন্ত। প্রতিটি স্বপ্নের মাঝে প্রত্যেকদিন যেন একটু একটু করে পরিণত হয় সে আর ক্রমশ তুচ্ছ লাগতে শুরু করে নিজের এই জীবনের বাস্তবতা।

এখন আর সে আয়ান নয়... এখন সে শত সহস্র মানুষ মিলে একজন। কখনো আক্সিওকাস, কখনো মানেথো, কখনো নাম জানা এক হারপুনার, কখনো সুদর্শন সেই রাজপুত্র যে প্রেমে পাগল এক নারী যোদ্ধার... শত শত জীবনের গল্প তাঁদের, শত শত পরিচয়। আর ক্রমশ সেই পরিচয় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

অনাবৃত শরীরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে আয়ান, তাকিয়ে থাকে বুকের পাঁজরে কুৎসিত সেই ক্ষতচিহ্নটার দিকে। এখন সে জানে, এই চিহ্নটা এই জীবনের নয়, এর সাথেও জড়িয়ে আছে অন্য কোন জীবনের কাহিনী। কী সেই কাহিনী? জানে না এখনও, তবে জানা হয়ে যাবে নিশ্চিত! যেভাবে সে জানে কেন এই পৃথিবীতে আগমন তার... কীসের জন্য এই পৃথিবীতে আগমন তার... কীসের জন্য এই শত সহস্র বছরের জীবন...

আয়ান এখন আর বর্তমানকে নিয়ে ভাবে না। পরিবার, কাজ, প্রেমিকা, পরিচয় কিছু নিয়েই ভাবে না। সবকিছু এখন তার কাছে তুচ্ছ, সবকিছুই এখন তার কাছে মূল্যহীন। সে জানে, এই জীবনটার কোন মূল্য এখন আর নেই। কখনো হয়তো ছিলও না। সে কেবল জন্ম নিয়েছে যেন সেই মেয়েটির সাথে দেখা হয়...

সেই মেয়েটি, সহস্র সহস্র বছর যাবত যে হৃদয়ের সুতোতে বাঁধা তার সাথে। নিয়তির অমোঘ বিধান খণ্ডন করে যে মেয়েটি বারবার জন্ম গ্রহণ করছে তাঁর জন্য আর সে ওই মেয়েটির জন্য। সেই মেয়েটি, যে জন্ম জন্মান্তরে তাঁর প্রেমিকা ও সন্তানের মা। যে মেয়েটিকে বুকে আগলে রক্ষা করার জন্য তাঁর এই জন্মান্তরের যাত্রা!

না, কোন জীবনেই সে রক্ষা করতে পারেনি আকাশলীনাকে। কোন জীবনেই রক্ষা করতে পারেনি তাঁদের ভালোবাসা, তাঁদের সন্তানকে। কোন জীবনেই তাঁদের বিয়ে হয়নি, তাঁরা হতে পারেনি স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু এইবার হবে! এইবার সবকিছু বদলে যাবে। এ জীবনে সে হারাবে না ভালোবাসার মেয়েটিকে, এই জীবনে সে মরতে দেবে না নিজের সন্তানকে।

BanglaBook.org

এবার পূর্ণ হবে তাঁদের জীবন, তাঁদের ভালোবাসা। এইবার নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। এবার শেষ অধ্যায় লেখা হবে সেই কাহিনীর, যে শুরু হয়েছিল না জানি কত হাজার হাজার বছর আগে। কীভাবে শুরু হয়েছিল, সেটা তো মনে পড়ে না স্পষ্ট। মনে পড়ে না নিজের পরিচয় কিংবা তাঁরও। শুধু মনে পড়ে যে রৌদ্র ঝলমলে এক শরতের দিন ছিল সেদিন... বহু বহু প্রাচীন এক পৃথিবীতে। যখন মানুষ ছিল অপ্রতুল আর অরণ্য ছিল সুবিশাল এক মহা সমুদ্রের মতো। যখন মানুষের জীবন কেটে যেত নিজের গ্রামে, এর বাইরে কোন পৃথিবী আছে তাঁরা আন্দাজও করতে পারত না। যখন কেবল গোড়াপত্তন হতে শুরু করেছিল মানব সভ্যতার...

গভীর জঙ্গলের মাঝে ছোট্ট একটা গোত্রে জন্মেছিল সে, তাঁর নাম ছিল "সিংহের যম"। নিজের গোত্রের সেরা যোদ্ধা, ভয়ংকর এক নিষ্ঠুর মানুষ... ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তাঁর দেখা হয় সেই মেয়েটির সাথে।

দেবীর সেবাদাসী একটি মেয়ে, ভিন্ন গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর যাকে অপহরণ করে আনা হয়েছিল। আর কুমারীত্বের ব্রত দিয়ে উৎসর্গ করা হয়েছিল দেবীর পায়ে। আর অপেক্ষা করা হচ্ছিল বসন্তের পূর্ণ চাঁদের, যেদিন এই মেয়েটিকে উৎসর্গ করা হবে একটা শস্যবহুল নিরাপদ বছরের আকাঙ্ক্ষায়...

পাহাড়ের চাতালে এক টুকরো এই সমতল জায়গাটাই সবচাইতে নিরাপদ। না কেউ দেখার আছে, না কেউ শোনার। গভীর রাতের বুক ভরা নিস্তব্ধতা আর তারা ঝলমলে রাতটাই কেবল সঙ্গী। এবং ওরা নিরাপদ ও বিশ্বস্ত, কাউকে জানিয়ে দেবে না গোপন অভিসারের কথা।

থিওর বুকের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে লীমা। থিও, গোত্রের লোকেরা যাকে সম্বোধন করে "সিংহের যম" এবং লীমা, ভিন্ন গোত্র হতে অপহরণ করে আনা সেই মেয়েটি, যাকে আসছে বসন্তেই উৎসর্গ করা হবে দেবীর চরণে। থিও জানে আর বেশিদিন সময় তাঁদের হাতে নেই। বাতাসে পরিবর্তনের গন্ধ, গাছের শুকনো পাতা ঝরে যাবার দিন শেষে খুব জলদিই উঁকি দিতে শুরু করবে নতুন সবুজ কুঁড়ি। আর তখনই ঘনিয়ে আসবে লীমার জীবনের শেষ দিন...

বসন্তের প্রথম পূর্ণ চাঁদের রাতে বলি দেয়া হবে লীমাকে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে তাঁর মস্তক আর সেই তাজা রক্ত দিয়ে স্নান করানো হবে দেবীকে। কুমারী

BanglaBook.org

নারীর রক্তে স্নাত হয়ে দেবী দেবেন একটা সমৃদ্ধ নতুন বছরের প্রতিশ্রুতি। যে বছরের তাঁদের মিলবে পর্যাপ্ত শিকার, জন্ম নেবে পর্যাপ্ত শস্য, মহামারী কোন রোগে গা উজাড় হবে না, শীতের বাতাসে শিশু আর বুড়োরা মরে যাবে না। আর তারপর, লীমার দেহটা আগুনে ঝলসে সম্পন্ন হবে অনুষ্ঠান। বলির প্রাণীকে আগুনে ঝলসে খেয়ে উদর পূর্তি করাটাই এই গোত্রের নিয়ম।

চিন্তা করতে গিয়ে শিউরে ওঠে থিও, আরও শক্ত করে লীমাকে আঁকড়ে ধরে বুকের কাছাকাছি। এমন নয় যে নরমাংস তার খাওয়া হয় নি, এই গোত্রে সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যুদ্ধ বন্দী বা বলির নারীদের মাংস তারা অহরহ খায়, কিন্তু নিজের আপনজনদের কখনো নয় এবং লীমা তার আপনজন... সবচাইতে আপনজনের চাইতেও আপনজন।

সেই লীমার এমন পরিণতি কীভাবে দেখবে সে? কীভাবে? গোত্রপতি ও জাদুকরদের হাত থেকে লীমাকে উদ্ধার করার ক্ষমতা তার নেই জানে সে। নিজের গোত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে দেবীর জন্য উৎসর্গিত নারীকে বাঁচাতে যাওয়ার অর্থ নিজে নিশ্চিত মৃত্যু বরং করে নেয়া এবং লীমার মতো শিরোচ্ছেদ করে মৃত্যু হবে না তার, বরং তিল তিল অত্যাচার করে হত্যা করা হবে। এবং শেষ পর্যায়ে জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে বেঁধে রাখা হবে লাল পিঁপড়ার ডিবির সামনে, জীবন্ত অবস্থায় পিঁপড়ার দল একটু একটু করে কুড়ে কুড়ে খেয়ে শেষ করার অপেক্ষায়!

প্রেমিকের শরীরের কম্পনটুকু বোধহয় অনুভব করতে পারে লীমা, তাই আরও গভীরভাবে মিশে যায় তার বুকের সাথে। ফিসফিস করে বলে, 'তুমি ভয় পেও না, আমি মৃত্যুতে ভীত নই।'

'আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না, প্রিয়া!' হাহাকার করে ওঠে থিওর কণ্ঠ। 'আমার ক্ষমতা নেই তোমাকে রক্ষা করার। চোখের সামনে তোমার মৃত্যু আমাকে দেখতে হবে!'

'আমি মৃত্যুতে ভীত নই।' আবারও বলে উজ্জ্বল রত্নের মতো সবুজ চোখের মেয়েটি। 'তুমি ভয় পেও না... ভয় পেও না...'

আমি ভয় পাই। তোমাকে ছাড়া যে জীবন, আমি সেই জীবনকে ভয় পাই। আমি বাঁচতে চাই না তোমাকে ছাড়া, চাই না বাঁচতে!'

'এভাবে বলো না।' ফিসফিস করে বলে লীমা, চোখ বেয়ে গড়িয়ে নামে দু ফোঁটা অশ্রু। 'এটাই আমাদের নিয়তি, একেই আমাদের মেনে নিতে হবে। তুমি বেঁচে থাকবে, আমাকে ছাড়াই বেঁচে থাকবে। তোমার মাঝে বেঁচে থাকব আমি! তোমার সন্তান-সন্ততি হবে, এই গোত্রের সেরা যোদ্ধা হবে তুমি, তারপর একদিন গোত্রপতি... '

'আমি সন্তান চাই, কিন্তু সেটা তোমার গর্ভে। অনেকগুলো পুত্র চাই, কিন্তু তাঁদের মা হবে তুমি।'

BanglaBook.org

'এভাবে বোলো না, প্রিয়... এভাবে বলতে হয় না!'

আধো অন্ধকার আকাশের বুকে ঝিকমিক করছে কোটি কোটি নক্ষত্র, স্থির ঝুলে আছে আধখানা চাঁদ। সময় সন্নিকটে... সময় খুব সন্নিকটে! এই চাঁদটা পূর্ণ হবার প্রতীক্ষা কেবল। যেদিন আকাশে শোভা পাবে পূর্ণ চন্দ্র, সেই রাতটাই হবে লীমার জীবনের শেষ রাত। তার প্রিয়তমা, তার ভালবাসার জীবনের শেষ রাত!

ভালোবাসার মেয়েটিকে আরও গভীর ভাবে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে নিরুপায় পুরুষ। তার যাবতীয় শক্তি-সাহস সব হারিয়ে যেন অসহায় একজন মানুষে পরিণত হয়, নিয়তিকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা যার নেই।

প্রেমিককে গভীর ভালোবাসায় কাছে টেনে নেয় লীমা। 'ভালোবাসো আমাকে, প্রিয়। এত ভালোবাসো যেন কোন অতৃপ্তি না থাকে অন্তরে। যেন মৃত্যুর মুহূর্তে আমি এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে যেতে পারি যে তুমি আমাকে ভালবাসতে। নিজের ভাগ্যের সমস্ত ভালোবাসা আমি সাথে নিয়ে যাচ্ছি...'

এবং ভালোবাসার মেয়েটিকে ভালোবাসে থিও। নিজের সমস্তটুকুন উজাড় করে ভালোবাসে। দিগন্ত বিস্তৃত গহীন অরণ্য হয়ে থাকে তাঁদের ভালোবাসার সাক্ষী, তারা ঝিলমিল আকাশ হয়ে থাকে তাঁদের প্রহরী। পরস্পরের মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলে তারা, আবার খুঁজে পায় নতুন করে। ভালোবাসে পরস্পরকে যতক্ষণ না রাত্রি হারায় নিদ্রার বুকে আর আকাশে ফুটে ওঠে সকালের লালিমা...

অবশ্য একটু লক্ষ্য করলেই সে রাতে থিও আর লীমা দেখতে পেত একটি অন্যরকম দৃশ্য। দেখতে পেত যে আকাশের বুকে ঝিলমিল করছে তিনটি তারার এক ত্রিভুজ। এবং সাবধানে... খুব সাবধানে সেই তারাগুলো কাছে আসছে পরস্পরের... একটু একটু করে মিলেমিশে যাচ্ছে পরস্পরের মাঝে...

এক পর্যায়ে মিলেমিশে যায় তিনটি তারা, হয়ে ওঠে একটু উজ্জ্বল আলোক বিন্দু। যেন সাক্ষী হয়ে থাকে থিও আর লীমার নিবিড় ভালোবাসার মুহূর্তগুলোর।

অনেকগুলো বছর পর এই তিনটি তারার ত্রিভুজকেই মানুষ জানবে শয়তানের চিহ্ন হিসাবে। তারা তিনটির মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া হয়ে উঠবে শয়তান আগমনের সংকেত!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না থিও, বিশ্বাস করতে পারে না নিজের ভাগ্যকে। বুঝতে পারে না তার খুশি হওয়া উচিত নাকি করা উচিত চিৎকার করে কান্না। লীমা গর্ভবতী... অর্থাৎ বাবা হতে যাচ্ছে সে... বাবা!

এমন এক সন্তানের বাবা, আগামীকাল রাতেই যাকে হত্যা করা হবে। হত্যা করা হবে সেই সন্তানের গর্ভধারিণীকে, হত্যা করা হবে অনাগত একটি ভ্রূণকে। এবং সে কিছুই করতে পারবে না। কিছুই না!

আকাশে ঝলমল করছে বিশাল একটি চাঁদ, আর একটুখানি পূর্ণতার অপেক্ষায়। এর এক রাত পরই পূর্ণিমা, যে রাতে লীমাকে বলি দেয়া হবে দেবীর চরণে আর আগুনে ঝলসে তার দেহটা দিয়ে সারা হবে বলির রাতের বিশেষ ভোজ।

বুকের মাঝে অন্তহীন হাহাকারে ছেঁয়ে যায় থিওর।

কী করবে সে? কী করবে নিজের ভালোবাসার মেয়েটি ও সন্তানকে রক্ষা করতে? কী এমন করবে যাতে তাঁদের ভালোবাসার সন্তান দেখে আলোর মুখ?

থিওর মাথাটা টেনে নিজের তলপেটে ছোঁয়ায় লীমা। 'আমাদের সন্তান... আমাদের! তোমার বিশ্বাস হয়? আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না!...'

ভালোবাসার মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে থিও আর খুব আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মেয়ে। 'তুমি মন খারাপ করো না। আমরা থাকব না হয়তো পৃথিবীতে, আগামীকাল আমাদের মেরে ফেলবে। কিন্তু আমরা দুজন সবসময় থাকব তোমার স্মৃতিতে, থাকব তোমার ভালোবাসায়, থাকবো অদৃশ্য শক্তির মতো। আমাদের ভালোবাসা আজীবন তোমাকে রক্ষা করবে, প্রিয়! আজীবন...'

'না না না... আমি জীবন চাইনা তোমাকে ছাড়া!'

'চাইতে হবে। তোমাকে বাঁচতে হবে। আমাদের জন্য বেঁচে থাকবে তুমি, আমাদের হয়ে বেঁচে থাকবে। তোমাকে সুখী দেখে আমরা সুখী হবো। আমরা জানব আমাদের বলিদান বৃথা যায়নি। তুমি ভালো আছো!'

নিজের মাঝে নিজেই কুঁকড়ে যায় থিও। সে, লোকে যাকে 'সিংহের যম' বলে, গোত্রের সেরা বীর, সে কি না রক্ষা করতে পারছে না নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে? সে এতটা অসহায় যে চোখের সামনে মর্মান্তিক পৈশাচিক মৃত্যু দেখবে নিজের ভালোবাসার মানুষগুলোর?

BanglaBook.org

না না না... কিছুতেই না, কিছুতেই না!

কিন্তু উপায়? কীভাবে রক্ষা করবে সে লীমাকে? কীভাবে নিজের গোত্রের সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে রক্ষা করবে সন্তানের জীবন। মৃত্যুকে সে ভয় পায়নি কখনো, আজও পায় না। কিন্তু এখন সে বাঁচতে চায়। সন্তানের জন্য বাঁচতে চায়, সন্তানকে নিয়ে বাঁচতে চায়। সন্তানকে বেড়ে উঠতে দেখতে চায় চোখের সামনে, লীমাকে বুকের কাছে আগলে ধরে বাঁচতে চায়...

'চলো, আমরা পালিয়ে যাই!'

কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা আশার আলো জ্বলে উঠেই নিভে যায় লীমার চোখে। 'কোথায় পালিয়ে যাবে আর কীভাবেই বা যাবে? ওরা ঠিক খুঁজে নেবে আমাদের।'

'নিলে নেবে! তবুও... চলো একটাবার চেষ্টা করি। দেবতারা সকলে সাক্ষী, আমি তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকতে চাই না।'

'এমন করে না, প্রিয়। এমন করে না! ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে!'

'করলে করবে! যদি তোমাদের সাথে বাঁচতে না পারি, তোমাদের সাথে মরে যাবো। কিন্তু এভাবে চোখের সামনে তোমার মৃত্যু আমি দেখতে চাই না, আমাদের সন্তানের মৃত্যু দেখতে চাই না... চাই না, চাই না!

'সত্যি আমার সাথে যাবে তুমি? যাবে আমার সাথে?'

কী যেন হয়ে যায় থিওর বুকের মাঝে, প্রেমিকাকে আঁকড়ে ধরে সে দুহাতে। 'যাবো। তুমি যেখানে যেতে বলবে যাব। শুধু এমন কোথাও চলো, যেখানে আমরা বেঁচে থাকব আর আমাদের সন্তান বেঁচে থাকবে।'

'হয়তো একটা স্থান আছে...' লীমার কণ্ঠে ক্ষীণ আশা, একটু সম্ভাবনা। 'আমাকে যেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে... আমাদের গ্রামে...'

'কিন্তু সেখানে এখন কেউ নেই... সকলকে হত্যা করে এসেছি আমরা।'

'হ্যাঁ, আর তাই সেখানে কেউ খুঁজবে না আমাদের।'

'অনেকটা পথ, অনেক লম্বা জলাভূমি। অনেক দিনের রাস্তা আর ওরা আমাদের ধাওয়া করে আসবে পেছনে পেছনে।'

'একবার আমরা পৌঁছে যেতে পারলে কেউ খুঁজে পাবে না! আমরা... আমরা লুকিয়ে থাকব। যুদ্ধের সময় রাজা যেখানে লুকিয়ে থাকতেন। উঁচু পাহাড়ের একটা গুহায়, যেখানে "প্রভুর" মন্দির। "প্রভু" আমাদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।'

'চলো তাহলে, ভোর হবার আগেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। একবার আলো ফুটে গেলে খুব জলদি খুঁজে পাবে ওরা আমাদের।'

প্রেমিকের চোখের দিকে একরাশ আশা আর ভরসা নিয়ে চেয়ে থাকে লীমা, সেই দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে বেঁচে থাকার আনন্দ। এই আনন্দটুকুন আজীবন দেখার জন্য আসলে যে কোন ঝুঁকি নিতে পারে একজন পুরুষ।

BanglaBook.org

অবশ্য থিও তখনও জানে না যে সে যেমনটা ভাবছে, তেমন কিছুই হবে না। নিয়তি আর প্রকৃতি তাঁদের জন্য অন্যকিছুই নির্ধারণ করে রেখেছে আর সেটা বদল করার সাধ্য কারো নেই। থিও জানে না যে মহাকালের এক অজানা শক্তি তাঁদের নির্বাচন করেছে খুব বিশেষ একটি কাজের জন্য, যা তাঁদের সম্পন্ন করতেই হবে। আর সেটা সম্পন্ন করার জন্য বারবার জন্ম নিতে হবে পৃথিবীর বুকে।

থিও জানে না যে নিষ্ঠুর, নৃশংস মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে তাঁদের জন্য। এবং অপেক্ষা করে আছে শত সহস্র অযুত নিযুত জীবনের কাহিনী। আর অসম্ভব শক্তিশালী একটা অজানা শক্তি নজর রেখে চলেছে তাঁদের দুজনের অস্তিত্বে...

প্রতিমুহূর্ত!

এরপর আর কিছু স্পষ্ট মনে পড়ে না আয়ানের। কেবল মনে পড়ে একটানা কেবল চলতে থাকা আর চলতেই থাকা, ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেও চলতে থাকা। তবু শেষ হয় না পথ, মেলে না গন্তব্যের দেখা।

কুৎসিত কাদায় ভরা দীর্ঘ জলাভূমি পেরিয়ে চলতে থাকা তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো, চলতে থাকা মৃত্যুর ভয় সাথে নিয়ে। চিটচিটে গরম আর ক্ষুধায় মরমর অবস্থায় প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকা বেঁচে থাকার জন্য। পেছনে তাড়া করে আসছে গোত্রের সেরা শিকারিরা... ধরতে পারলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে... রোদ জ্বলা উত্তপ্ত দিন আর ঠাণ্ডা কুৎসিত রাত... হিংস্র জানোয়ার আর বিষাক্ত পোকামাকড়...

খুব ছাড়াছাড়া বিক্ষিপ্ত কিছু দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায় কেবল।

খা খা নিস্তব্ধতায় ঠাসা গ্রাম, লাওয়ারিশ পড়ে থাকা অসংখ্য কঙ্কাল, জীর্ণ-শীর্ণ ঘরবাড়ি আর আগাছায় ভরা জংলী এক স্থান... একটা উঁচু পাহাড়... অনেক অনেক উঁচু... একটা অন্ধকার গুহা... হৈচৈ... মানুষ... রণহুংকার... শিকারিদের পৈশাচিক উচ্ছ্বাস... এবং...

এবং... এবং ... এবং

লীমা!

অশ্রু উপচে নামে লীমার গাল বেয়ে, দুচোখে খেলা করে অমানুষিক আতঙ্ক। কাঁপা কাঁপা হাতে থিওকে আঁকড়ে ধরে থাকে সে। এত জোরে, যেন জীবনে কখনো ছাড়বে না।

বাইরে উজ্জ্বল দিনের আলো হলেও গুহার ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। না, এখন আর পালাবার কোন স্থান নেই। এটাই শেষ! সকল চেষ্টা, সকল ছুটে চলা ব্যর্থ। গোত্রের শিকারিরা পেয়ে গেছে তাঁদের খোঁজ এবং তারা মানুষ শিকার করতে ঠিক ততটাই পারদর্শী, যতটা কোন জানোয়ার।

BanglaBook.org

তবে হার মানে না থিও, এই শেষ পর্যায়ে এসে আর হার মানে না। মরতে হয় মরবে। কিন্তু লীমাকে ওদের হাতে নির্যাতিত হবার জন্য ফেলে রেখে মরবে না। দেবীর চরণ থেকে পালিয়ে যাওয়া নারীর কী হয় জানে সে, গোত্রপতির নির্দেশ অমান্য করে প্রেমের ফলাফল কোন নারীর জন্য কী হয় তাও জানে। আর লীমা তো কুমারী থাকার পণ করে তার সাথে প্রেমে লিপ্ত হয়েছে...

তাই লীমার শাস্তি হবে ভয়াবহ!

এত ভয়াবহ যে কোন নারী নিজের কল্পনাতেও আনতে চাইবে না এই ভয়াবহ ভাবনা। গোত্রের প্রতিটি পুরুষ ধর্ষণ করবে তাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ষণ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার মৃত্যু না হয়। আর তারপরও যদি বেঁচে থাকে, তাহলে...

আর ভাবতে চায় না থিও, ভাবতে পারে না। আজ দুদিন হলো এখানে এই গুহায় আটকা পড়ে আছে তারা দুজন। খাবার যেটুকু বয়ে এনেছিল, শেষ। তবে পানি আছে, প্রভুর মন্দিরে আছে ছোট্ট একটা গর্ত যেখানে গুহার দেয়াল বেয়ে চুঁইয়ে এসে পানি জমা হয়। কোথা থেকে আসে, জানার কোন উপায় নেই।

অবশ্য এখন না এই পানি কাজে আসবে, আর না পভুর মন্দির। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করেছে শিকারিরা, এবার আর পালাবার কোন পথে নেই। চতুর্দিক থেকে বেয়ে উঠছে তাড়া, এই ন্যাড়া পাহাড়ের বুক দিয়ে কোনদিকে উপায় নেই পালিয়ে যাবার। কিচ্ছু করার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া। অপেক্ষা করা নির্মম আর নৃশংস মৃত্যুর জন্য!

নিজের প্রভুর মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে লীমা। ক্রমাগত কাঁদছে আর বিজাতীয় ভাষায় কী যেন গেয়ে চলেছে। অপার্থিব আর অদ্ভুত একটা সঙ্গীত, যা শিহরণ তুলে বয়ে যায় শরীরের বিন্দু বিন্দুতে। জানেনা কী করবে, লীমার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে থিও নিজেও। লীমা গায়, সে শোনে। লীমা গান গেয়ে গেয়ে হয়তো আমন্ত্রণ জানায় নিজের প্রভুকে, হয়তো তাঁদেরকে রক্ষা করার নিবেদন জানায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই অদ্ভুত সঙ্গীত শোনে থিও।

অদ্ভুত কুৎসিত একটা মূর্তি, কালো পাথর কুঁদে তৈরি করা। না পুরুষ, না নারী। শরীরটা পুরুষের মতো পেশীবহুল, মাথাটা ন্যাড়া। বুকের কাছে আছে দুটি স্তন, কাঁধে আছে দুটি পাখা। বড় বিচিত্র অবয়বের উপাস্য প্রভু লীমার।

সংগীতের আওয়াজ ক্রমশ উচ্চগ্রামে ওঠে আর উঠতেই থাকে।

এবং না জানি কত দীর্ঘ দীর্ঘ প্রহর পর থিওর মনে হয়, এই অন্ধকার আর নিঃসঙ্গ গুহায় তারা একা নয়! হ্যাঁ, তারা একা নয়। আছে অন্য কেউ! যেন... যেন লীমার অপার্থিব সঙ্গীত শুনে মহাকালের প্রাচীর ভেদ করে হাজির হয়েছে অন্য কোন পৃথিবীর এক প্রাণী। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে তাকে দেখা তো যায় না, কিন্তু নিজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করা যায়। গোটা অস্তিত্ব দিয়ে তাকে অনুভব করা যায়, অনুভব করা যায় তার প্রবল উপস্থিতি।

BanglaBook.org

এবং নিস্তব্ধ হয় লীমার গান...

'প্রভু এসেছেন!' স্পষ্ট উচ্চারণে উচ্চারিত হয়। থিওর একটা হাত নিজের হাতে নেয় লীমা আর দাঁড়ায় দুজনে মুখোমুখি। 'প্রভু এসেছেন, তিনি সাক্ষী থাকবেন আমাদের অন্তিম মুহূর্তের।'

গুহার ভেতরটা ভরে গেছে শীতল কুয়াশায়। অন্ধকার আর কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই পড়ে না চোখে। কোথা থেকে ক্ষীণ একটুখানি আলোক রশ্মি এসে পড়েছে লীমার চোখে-মুখে-দেহে, সেটুকু আলোতে আবছা দেখা যায় কেবল তাকে। না এখন কাঁদছে সে, না বিলাপ করছে। একটা অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব জ্বলজ্বল করছে দুচোখের তারায়।

মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে যেতে থাকে থিওর, হাত-পা ক্রমশ ভেঙে পড়তে চায়। বুকের মাঝে ঢাকের মতো শব্দ করতে থাকে হৃৎপিণ্ড, ক্লান্তি এত বেশি যে মনে হয় এখন এই মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ে চিরনিদ্রায়।

প্রেমিকের হাতে ধারালো ছোরা ধরিয়ে দেয় নারী। 'তুমি হত্যা করো আমাকে, প্রিয়। হত্যা করো আমাকে আর অনাগত সন্তানকে। এই হত্যা আনন্দের, এই হত্যা সম্মানের, এই হত্যায় নেই কোন যন্ত্রণা। এবং আমি হত্যা করবো তোমাকে। প্রতিজ্ঞা করছি, আমি হত্যা করবো তোমাকে।'

'আমি তোমাকে ওদের হাতে তুলে দিতে পারি না...' ফিসফিস করে থিও। 'ওরা তোমাকে... ওরা তোমাকে...'

'আমিও জানি, প্রিয়। আমি জানি!'

'মৃত্যুই এখন সবচাইতে স্বস্তির সমাধান।'

'হ্যাঁ! পরস্পরের হাতে মৃত্যু...'

'আমরা হেরে গেলাম, লীমা। আমরা পরাজিত এখন।'

প্রেমিকের ঘনিষ্ঠ হয় লীমা, আলতো চুম্বন করে ঠোঁটে। 'না, প্রিয়। আমরা পরাজিত নই। এই খেলা শুরু হয়েছে মাত্র, শেষ নয়। আমরা আবার ফিরে আসবো। শপথ আমার প্রভু আর ভালোবাসার, আমরা ফিরে আসবো আবার পৃথিবীর বুকে। আমাদের ভালবাসা পূর্ণতা পাবে, আমাদের সন্তান জন্ম নেবে। প্রভু বলেছেন আমাকে!'

এমনভাবে উচ্চারণ করে লীমা যে প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করে থিও। সে জানে, নিশ্চিত জানে যে এই গুহায় তারা একলা নয়, আছে অন্য কেউ। অন্ধকারের মাঝে মিলেমিশে আছে এক অশরীরী অস্তিত্ব, আছে ঘন কুয়াশার আড়ালে। লীমার ভাষায় "প্রভু", অন্ধকারের এমন শক্তি যার ক্ষমতা হয়তো আলোর চাইতে শত শত গুণ বেশি।

লীমার হাতে এবার ঝিকিয়ে ওঠে ধারালো ছোরা আর ঠেকে থিওর বাম পাঁজরে। থিওর ছোরাও স্পর্শ করে লীমার ঠিক হৃৎপিণ্ডের কাছটা।

BanglaBook.org

'পরস্পরের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে ঢুকে যাবে এই ছোরা, পরস্পরের হাতে মৃত্যু হবে আমাদের। আর এভাবেই আমরা উন্মুক্ত করে যাবো ভবিষ্যতের গর্ভে ফিরে আসার পথ। প্রভু কথা দিয়েছেন আমাকে, প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন। একদিন নিশ্চিত পৃথিবীর মুখ দেখবে আমাদের সন্তান। দেখবেই!'

ক্ষীণ সেই আলোক রশ্মিতে চকচক করছে লীমার চোখজোড়া, চকচক করছে জমে থাকা অশ্রুতে। সেই দৃষ্টিতে ভালোবাসা আছে, বেদনা আছে, হাহাকার আছে। কিন্তু সবচাইতে বেশি আছে আকাঙ্ক্ষা। তীব্র আর প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা।

ভালোবাসার মেয়েটিকে বুকের মাঝে পিষে ফেলার একটা ভয়ানক ইচ্ছা বুকের মাঝে মাথা কুটে মরে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়-"এটা অবিচার! এটা অন্যায়!" কী ক্ষতি হতো যদি এই পৃথিবীর মানুষেরা তাঁদের একসাথে থাকতে দিত নিজেদের মত? কী ক্ষতি হয় পৃথিবীর যদি দুটি মানুষ ভালোবেসে একসাথে থাকে? কেন এই পৃথিবী ভালোবাসার পথে পথে বিছিয়ে রেখেছে কেবলই কাঁটা? কেন??? কেন তাঁদের মরে যেতে হবে এভাবে? কেন তারা নিজেদের সন্তানকে বুকে নিয়ে ছোট্ট একটা ভালোবাসার নীড় গড়তে পারবে না? ...

এত অবিচার কেন পৃথিবীর বুকে? কেন?

... সময় নেই, ফুরিয়ে এসেছে জীবনের আলো। গুহার বাইরে শোনা যাচ্ছে রণহুংকার, পৌঁছে গেছে শিকারির দল। আর কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান কেবল, নৃশংস লোকগুলো পেয়ে যাবে লীমার নাগাল... লীমা হবে তাঁদের হিংস্র লালসার খোরাক...

আর চিন্তা করতে পারে না থিও, হাতের ছোরাটি আমূল গেঁথে দেয় লীমার বুকের মাঝে। ভালোবাসার মেয়েটির হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন করে যায় তার নিজেরই হাতিয়ার। একইসাথে নিজেও লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, কেননা লীমার ছোরাখানাও ভেদ করে ফেলেছে আর হৃৎপিণ্ড। অবশেষে পরস্পরকে হত্যা করতে পেরেছে তারা!

দ্রুত অন্ধকার ঘনায় চোখের সামনে। নিজের হাতের মাঝে নরম একটা হাতের সম্পর্ক অনুভব করে থিও। লীমার হাত... লীমার! আর চোখ বজার আগে শেষ দেখতে পায় অশরীরী সেই ছায়া অস্তিত্বকে... প্রভু... লীমার প্রভু...

যার দেহখানা পুরুষের, স্তন আর যৌনাঙ্গ নারীর, চুলহীন মস্তক আর পিঠে দুটি শক্তিশালী ডানা... অন্ধকারের বাহক সে, অশুভতার প্রতিনিধি।

থিও জানে না যে আরও সহস্র সহস্র বছর পর এই অশুভ অস্তিত্বের সাথে আবার দেখা হবে তার, আবারও মুখোমুখি হবে তারা। তখন এই পৃথিবী চরম অশুভ এই অন্ধকারকে সম্বোধন "শায়াতিন" নামে।

ভয় পাবে, শ্রদ্ধা করবে, আর ঘৃণাও!

এবং এভাবেই শুরু হয়েছিল জন্ম জন্মান্তরের এই অতৃপ্ত উপাখ্যান।

BanglaBook.org

বহু বছর যাবত আসগর হুজুর সাহেবের খাদেম। তখন থেকে সাথে আছে, যখন হুজুর সাহেবের চুলদাড়ির রঙ ছিল কুচকুচে কালো। জীবনে চড়াই-উৎরাই যা দেখার এই হুজুর সাহেবের সাথেই দেখেছে। ১২ বছর বয়সে কুষ্টিয়া থেকে এসে এই লোকের হাতে পড়েছিল, এই লোকই তাকে লালন-পালন করে বড় করেছেন। এখন আর তাঁকে ছাড়া নিজের জীবন কল্পনাও করতে পারে না আসগর।

অজুর পানি বারান্দায় রেখে সেখানেই বসে থাকে আসগর। কেন যেন ভালো লাগে না কিছু, বুকের মাঝে অস্থির লাগে। ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি, উপরে টিনশেড। বহুদিন যাবত এখানে আছেন হুজুর সাহেব। প্রায় পরিত্যাক্ত এলাকার চিপা গলিতে জরাজীর্ণ এক বাড়ি, তবুও লোকে খুঁজতে খুঁজতে এখানেই আসে। নিজের নানান সমস্যা নিয়ে আসে, কখনো খুশি মনে ফিরে যায় আবার কখনো নাখোশ। কিন্তু লোকজনের আসা কখনো বন্ধ হয় না। খেয়ে পড়ে দুজন মানুষের দিন ভালোই কেটে যায়। তারও কেউ নেই সাত কূলে। হুজুর সাহেবেরও তাই। সম্বল বলতে তারা দুজনই আছে দুজনের জন্য।

হুজুর সাহেব কামেল মানুষ জানে, কিন্তু বহুদিন যাবত তাঁর সাথে থাকতে থাকতে আজগর নিজেও ভালো মন্দ কিছু টের পায় বৈকি। জানে না কেন, সেই মহিলা আসার পর থেকেই মনের মাঝে কু ডাকছে। যেমনটা ডেকেছিল আজ থেকে ৪ বছর আগে...

'আমার ওই জেনানারে ভালো ঠেকে না গো, আব্বা।'

কুলি করছিলেন হুজুর সাহেব, মাগরিবের ওয়াক্ত প্রায় হয় হয়। আসগরের কথাটা শুনে ফিরে থাকান না তিনি, বিস্মিতও হন না। অর্থাৎ বিষয়টা তাঁকেও ভাবাচ্ছে। কিংবা তিনি এমন কিছু জানেন, যেটা আসগরের জানা নেই।

অজু শেষ করে ধীর পায়ে কামরায় ফিরে যান তিনি। পেছনে পেছন যায় আসগর।

'আব্বা, ওই জেনানার কাজটা আপনে কইরেন না। কী দরকার ঝামেলায় পড়ার?'

'ক্যান করবো না?'

'জানিনা না, আব্বা... আমার... আমার ডর লাগতেছে। ওই সেই বারের মতন... ঠিক সেই রকম ডর লাগতেসে...'

BanglaBook.org

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন হুজুর সাহেব, জায়নামাজ পেতে মনযোগ দেন নামাজে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি নিজেও চিন্তিত, কিন্তু প্রকাশ করছেন না সেটা। হুজুর সাহেবের পাশেই নামাজে দাঁড়ায় আসগর। ভয়ে দুরু দুরু কাঁপতে থাকা মনে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার রহমতই শান্তির পরশ বোলাতে পারে, জানে সে।

নামাজের পর দীর্ঘসময় নিয়ে মোনাজাত করেন হুজুর সাহেব, এক পর্যায়ে টপ টপ অশ্রু গড়িয়ে নামে তার দুচোখ বেয়ে। কীসের যেন কষ্টে অঝোর ধারায় কান্না করে চলেন তিনি আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে, বারবার ক্ষমা চান আর আশ্রয়।

এবং বুকের মাঝে হিম হয়ে আসে সব আসগরের সেই মোনাজাত শুনে...

না, হুজুর সাহেব কষ্টে কাঁদছেন না। তিনি কাঁদছেন আতঙ্কে, অমানুষিক আতঙ্কে। যেমন আতঙ্কে চার বছর আগে একবার তাঁকে দেখেছিল আসগর। সেই প্রথম, সেই-ই শেষ। হুজুর সাহেবকে আর কখনো কোনকিছুর পরোয়া করতে দেখেনি সে...

সেইদিনের কাহিনী, যেদিন এক পিশাচীর সাথে দেখা হয়েছিল তাঁদের!

মেয়েটাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল দরজা-জানালা বিহীন একটা কামরায়। মেয়ের মামা হুজুর সাহেবের বহু পুরানা মুরিদ এবং সেই সময়ে সরকারের মন্ত্রী। এমন মুরিদের কথা ফেলে দেয়া যায় না। ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক, এদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেই হয় হুজুর সাহেবকে। বাধ্য হয়েই প্রচণ্ড জ্বর শরীরে নিয়ে সেদিন গিয়েছিলেন তিনি। সিঁড়ি দিয়ে ধরে ধরে ওঠাতে হয়েছিল আসগরকে।

সাধারণ দেখতে একটা মেয়ে, দেখে মনেই হবে না কারো যে এমন ভয়ানক কোন কাহিনী ঘটিয়ে ফেলেছে সে। মাথা নিচু করে ঝিম মেরে বসে আছে, চুলগুলো এলোমেলো বলে দেখা যাচ্ছে না মুখটা। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে আর সামনে-পিছে দুলছে একটু একটু, ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা গড়িয়ে ভিজে গেছে জামা কাপড়।

তবে দেখতে যাই হোক, মেয়ের সমস্যা ভয়াবহ। এই মেয়ে নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে। শুধু তাই না, ভয়াবহ নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে। যে বাড়িটাতে এখন একে নিয়ে আসা হয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে যে এটা আসল ঠিকানা না। সত্যিকারের পরিচয় গোপন করতেই এত আয়োজন। পরিস্থিতি এতই নাজুক যে কোন পরিবারই

BanglaBook.org

চাইবে না নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে।

সেই তিন তলা বাড়িটা ছিল পুরান ঢাকার একটা অন্ধ গলিতে। গলির একেবারে শেষ মাথায় একটা ছোট দরজা। সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই যেন আরেকটা দুনিয়া! আধুনিক ঢাকা শহরের সাথে যে দুনিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর সরু গলির মতো একটা অন্ধকার প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেলে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, সেটাও অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। সেই সিঁড়ি বিয়ে দোতলায় উঠলে এই দরজা জানালা বিহীন কামরা। সব মিলিয়ে অবস্থা ভয়াবহ।

মেয়েটাকে দেখেই বুকের মাঝে কেমন কেমন করতে শুরু করে আসগরের। একে তো এমন পরিবেশ, তার ওপর মেয়ের এমন গা শিউরানো মূর্তি। কিছুই করছে না সে, কিন্তু কোথায় যেন একটা ভয়ংকর শক্তিমত্তা আর প্রচণ্ডতার আভাস দিয়ে যাচ্ছে। মেয়ের সাথে একজন মাঝবয়সী মহিলা, হুজুর সাহেবের কারণে ওড়নায় ঢাকা মুখ। আর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চাকর শ্রেণীর একজন। পাশের কামরায় আরেকজন পুরুষ আছেন, মেয়ের আরেক মামা। এইসব কাজে তো আর বেশি লোককে জড়িত করা যায় না।

'কী করেছে এই মেয়ে?...' বিড়বিড় করেন হুজুর সাহেব। বড় বিভ্রান্ত আর ভীত দেখা যায় তাঁকে। 'এই মেয়ে, কী করেছ তুমি?'

'হেয় তো সোয়ামিরে খায়া ফালাইসে।' আগ বাড়িয়ে জবাব দেয় চাকর শ্রেণীর লোকটা। দিয়েই আবার দরজার আড়ালে লুকিয়ে যায়।

"সোয়ামিরে খায়া ফালাইসে" মানে স্বামীকে খেয়ে ফেলেছে... মানে কি এই কথার! খেয়ে ফেলেছে মানে কি? মানুষ মানুষকে খায় কীভাবে?

অঝোর ধারায় কাঁদেন সাথের এই বয়স্কা মহিলা। কোন কিছুর জবাব দেয়ার ক্ষমতা নেই। তবু কাঁদতে কাঁদতে যা বলেন তার সারমর্ম এই রকম যে এই মেয়েটি নিজের স্বামীকে খেয়ে ফেলেছে! আক্ষরিক অর্থেই খেয়ে ফেলেছে! বিয়ে হয়েছিল কয় মাস আগেই, সবকিছু ভালোই চলছিল। বাসায় শ্বশুর-শাশুড়ি-দেবর-ননদ সকলেই ছিলেন। গত অমাবস্যার দিনে একটা বিয়ের দাওয়াত ছিল পুরো পরিবারের। সকলে গিয়েছে, এই মেয়ে যায়নি। তার মাথা ধরেছে, শুয়ে থাকবে। স্ত্রী অসুস্থ, এই কারণে স্বামীরও মন টেকে না অনুষ্ঠানে। বাড়ির সবাইকে দাওয়াতে রেখেই ফিরে চলে আসে সে...

এরপর আর কেউ কিছু জানে না। বাড়ি ফিরে দেখে যে মৃত স্বামীর দেহের ওপরে উবু হয়ে বসে আছে আছে মেয়ে, খুবলে খুবলে খাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড-যকৃত-চোখ, কিডনি। আক্ষরিক অর্থেই খুবলে খাচ্ছে। বাড়ির লোকেরা যখন পৌঁছায়, তখন স্বামীর মৃতদেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে পিশাচী।

ঘটনার বয়ান এত ভয়াবহ যে ফোঁপানি আসে আসগরের কণ্ঠ চিড়েও। সে পুরুষ মানুষ, ভয় পাওয়া তাঁকে মানায় না। কিন্তু সত্য বয়ান এটাই যে লুঙ্গির নিচে হাঁটুর

BanglaBook.org

সাথে হাঁটু বাড়ি খায় আক্ষরিক অর্থেই। দৃশ্যগুলো কল্পনা করার চেষ্টা করতে গিয়ে তলপেটে একটা প্রবল চাপ অনুভব করে। প্রবল, প্রচণ্ড আতঙ্কে যেমনটা বোধ করে মানুষ।

দরজার আড়াল থেকেও ফোঁপানির আওয়াজ পাওয়া যায়। কাঁদছে চাকর শ্রেণীর লোকটা। কষ্টের কান্না নয়, ভয়ের। দু মুঠো ভাত আর বছরে দুটো কাপড়ের আশায় পরের বাড়িতে কাজ করতে আসা মানুষগুলিকে না জানি কি ভয়ানক সব ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হয়। হয়তো এই মুহূর্তে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে সে। কিন্তু রুটি রুজির কথা চিন্তা করে পায়ে শেকল পরা। প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে তীব্র আতংকের সাথে সমঝোতা করে টিকে থাকার...

মেয়েটা কিন্তু শান্ত ভঙ্গিতেই বসে আছে। মুখ দিয়ে এখনো গড়াচ্ছে লালা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হুজুর সাহেবের দিকে। কি প্রবল, কি ভয়ানক সেই দৃষ্টি। পৃথিবীর কোন কিছুর সাথে বুঝি সেই দৃষ্টির তুলনা চলে না! ঠোঁটের কোণ বেয়ে এখনো গড়াচ্ছে লালা, কিন্তু সেই সাথে ফুটে উঠেছে বিচিত্র এক টুকরো হাসি।

হাসিটা আরও প্রসারিত হয় পিশাচীর আর সেই হাসির দিকে তাকিয়ে আবারও শিউড়ে ওঠে আসগর। দাঁতের ফাঁকে এখনও মাংস আটকে আছে তার... মানুষের মাংস! আর সহ্য করতে পারে না, বমি ঠেলে আসে পাকস্থলী থেকে। মনে হয় সেও ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু না, হুজুর সাহেবকে একলা রেখে কোথাও যাবে না সে...

অবশ্য– হুজুর সাহেবকে রেখেই বের হতে হয়। মেয়েটার সাথে একলা কথা বলতে চান হুজুর সাহেব। কেবল তিনি আর সেই মেয়ে।

'আব্বা, আমি থাকি...'

'আহা!'

'আব্বা...' আকুতি ঝরে পড়ে আসগরের কণ্ঠে। 'আমি থাকি আব্বা, আমি থাকি।'

শব্দ আসে না, আসে কেবল চাহনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসগরের দিকে তাকান হুজুর সাহেব। যার অর্থ এই যে না চাইলেও অনেক কিছু আমাদের করতে হয়, যেমনটা তিনি এখন করছেন।

বন্ধ হয়ে যায় দরজা। দীর্ঘ দীর্ঘ সময়ের জন্য। বন্ধ দরজার ওপাশে কী হয়, সেটা আন্দাজ করার ক্ষমতাও থাকে না কারো। না কোন আওয়াজ আসে, না শোনা যায় কথোপকথন। কেবল বুকে চাপ দিয়ে ধরা নিস্তব্ধতা গোটা বাড়িটার বুকে...

সেদিনের সেই ভয়ংকর দুপুরে বন্ধ দরজার ওপাশে কী হয়েছিল সেটা আজও জানে না আজগর। হুজুর সাহেব কখনোই বলেন নি, বার বার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও না। শুধু কয়েক ঘণ্টা পর এলোমেলো পায়ে বের হয়ে এসেছিলেন সেই কামরা ছেড়ে। জ্বর তখন অনেক বেড়েছে, উত্তপ্ত উনুনের মতো শরীরের তাপমাত্রা। চোখগুলো টকটকে লাল। কামরা থেকে বেরিয়েই বমি করলেন তিনি হড়বড় করে।

BanglaBook.org

পেটে কিছু নেই, বমির সাথে বের হলো কেবল তরল। তবু সশব্দে বমি করলেন, ঘরের মাঝে পিশাচী তখনও সেভাবেই বসে আছে...

'আমি বাড়িতে যাব।' মেয়ের মামাকে তখন বলেছিলেন হুজুর সাহেব।

'কিন্তু, এভাবে সব কিছু ফেলে...'

'আমাকে বাড়িত যাইতে হবে। শইল জবাব দিয়া দিতেছে, আমি থাকতে পারব না।'

'কিন্তু আমরা কী করবো?'

'আপনাদের কিছু করতে হইব না। আপনেরা এইখানে থাকেন।'

'এইখানে থাকব?'

'সকলের থাকতে হইব না। আপনের ওই লোকরে রাইখা চইলে যান, জেনানা মানুষরে সাথে নিয়া যান।'

শোনা মাত্র ডুকরে কেঁদে ওঠে সেই কাজের মানুষ, যার নাম জানা নেই আসগরের। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। 'আমি এইখানে থাকুম না... কুনভাবেই থাকুম না। আপনারে আমারে খেদায় দেন, তাও আমি এইখানে থাকুম না...'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় মেয়ের মামা হুজুর সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দেবে, বাকি দুজন থাকবে পিশাচীর সাথে এই বাড়িতে। তালাবন্ধ করে পাহারায় থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না হুজুর সাহেব একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারছেন।

'এই মেয়েটা অসুস্থ... অসুস্থ... ওকে পাগলা গারদে দিতে হবে...' যেতে বিড়বিড় করেছিলেন মেয়ের মামা, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে আসগরের। মানুষটার চোখে ফুটে ওঠা আতঙ্ক আর হতাশাও মনে পড়ে। গাড়ির মাঝে শরীর এলিয়ে বসেছিলেন তিনি, একজন ক্লান্ত পরাজিত মানুষের মতো।

থম ধরে বসেছিলেন হুজুর সাহেবও, যেন নিজের সাথে যুদ্ধ করছেন নিজেই। যেন নিজেকেই কিছু একটা বোঝাচ্ছেন আর নিজেই হেরে যাচ্ছেন বারবার। অবশেষে তাঁরও চোখের কোল বেয়ে গড়ায় দু ফোঁটা অশ্রু, যেন অবশেষে যুদ্ধে জিততে পারেন হুজুর সাহেব।

'আপনে গাড়ি ঘুরান সাহেব... অখনই ঘুরান!' ব্যতিব্যস্ত হয়ে মেয়ের মামাকে বলেন তিনি। উত্তেজনায় রীতিমতো চিৎকার করতে থাকেন। 'উনাদের দুইজনকে ওই বাড়িতে রাইখে আসা বিরাট ভুল হইসে। বিরাট ভুল! ওই রাক্ষুসী আস্তা রাখবে না কাউরে... রাক্ষুসীর নজরে পিপাসা দেখসি আমি... আপনে গাড়ি ঘুরান মিয়া... গাড়ি ঘুরান... '

'কিন্তু আপনি তো...'

'আমি ভুল বলসি... আমার ভুল হইসে... আপনে গাড়ি ঘুরান মিয়া... গাড়ি ঘুরান...'

পাগলের মতো প্রলাপ বকেন হুজুর সাহেব। একনাগাড়ে কেবল বলতেই থাকেন

BanglaBook.org

যে ভুল হয়েছে তার... বিরাট আর ভয়ংকর এক ভুল! এবং হ্যাঁ, ভুল তিনি সত্যিই করেছিলেন, তবে ঠিক সময়ে সেটা শুধরেও নিয়েছিলেন। হয়তো ভাগ্যের সহায়তা ছিল, কিংবা ছিল অন্য কিছু। কিন্তু সেদিন আরও দুটো প্রাণকে পিশাচীর খাদ্য হবার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনি।

কী হয়েছিল সেদিন জানে না আসগর, কী হয়েছিল জানে না মেয়ের মামাও। হয়তো হুজুর সাহেব জানেন, হয়তো না। তাঁরা যখন আবার সেই অন্ধ গলির ঘুপচি বাড়িটায় পৌঁছান, তখন শীতের সন্ধ্যার কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারদিক, ঘনাতে শুরু করেছে অন্ধকার। বাড়ির ভেতরে ঘুটঘুটে কালি গোলানো আঁধার, কুয়াশা প্রবেশ করেছে প্রতিটি কামরায়। আর সেটার মাঝেই হৃদয় নিঙড়ানো কান্নার আওয়াজ। ভয়ে বিলাপ করে কান্না, সেই ভীত কাজের মানুষ ও বয়স্কা ভদ্রমহিলার!

আওয়াজের উৎস লক্ষ্য করে পাগলের মতো ছুটতে থাকেন হুজুর সাহেব। এলোপাথাড়ি আর অনিশ্চিত। কিন্তু ছুটতে থাকেন।

'আলো জ্বালা আসগর... আলো জ্বালা... আলো...'

লাইটের সুইচ কোন কাজে আসে না, জ্বলে ওঠে না কোন বৈদ্যুতিক আলো। হুজুর সাহেবের পিছু পিছু দৌড়ায় আসগর নিজেও। কেন যাচ্ছে আর কীসের কারণে জানে না কিছুই, শুধু দৌড়াতে থাকে।

'আসগর, আলো জ্বালা বাপ... আলো!'

'বাত্তি তো জ্বলে না আব্বা...'

'তুই বিড়ি খাইস না? লাইটার জ্বালা... লাইটার...'

আসলেই তাই, লাইটার! লাইটার মানে আগুন... আর আগুন মানে আলো...

চট করে পকেটের লাইটার জ্বালিয়ে ফেলে আসগর। ততক্ষণে তাঁরা পৌঁছে গেছে সেই কামরায়, যে কামরায় বিলাপ করে কাঁদছে সেই মানুষ দুজন। লাইটারের ক্ষীণ আলোতে দেখতে পায় যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শিশুদের মতো কাঁদছে মানুষ দুজন। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন হয় মানুষের অবস্থা, ঠিক তেমনই তাঁদের হাল।

কাঁপছে ঠকঠক করে, চোখগুলো ভয়ে বিস্ফোরিত যেন ঠিকরে বের হয়ে আসবে। মূর্তিমান বিভীষিকাকে চোখের সামনে দেখলে ঠিক এমনই ভেঙেচুড়ে এলোমেলো হয়ে যায় মানুষ...

আর আলো জ্বলে উঠতেই কর্কশ চিৎকার করে ছিটকে সরে যায় কিছু একটা। সরসর শব্দ হয়, ঘরের অন্ধকার তম কোণে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে একটা চার হাতপায়ের প্রাণী... সেই পিশাচী! দুই হাত দিয়ে আড়াল করে চোখ, কর্কশ একটা চাপা গোঙানি বের হয় শুধু। শরীরে একটা সুতো কাপড় নেই, দুহাতে চোখ ঢাকা। যেন আলোতে তার কষ্ট হচ্ছে... খুব খুব খুব কষ্ট!

'আলোতে এইটার কষ্ট হয়...' নিজের মনেই বিড়বিড় করেন হুজুর সাহেব।

BanglaBook.org

'এইটা আলো সহ্য করতে পারতেসে না ... আলো জ্বালান... আলো... '

ক্রোধে গোঙায় পিশাচী আর হুজুর সাহেব তড়িঘড়ি হাতের কাছে যা পান তাতেই আগুন জ্বালেন। ছেঁড়া কাগজের বাক্স, পুরনো ত্যানা, আসবাবের টুকরা– সব জড়ো করে আগুন জ্বালতে থাকেন, একটু একটু করে বড় করতে থাকেন আগুনের কুণ্ড।

কুৎসিত ভাষায় গাল বকে নারী রূপের সেই পিশাচী। এত কুৎসিত সেই গাল যে ভাষায় প্রকাশ করার অযোগ্য। ঘড়ঘড় শব্দ বের হয় তার গলা চিড়ে, বারবার প্রতিজ্ঞা করতে থাকে হুজুর সাহেবকে কঠিন শিক্ষা দেয়ার।

আগুনের কুণ্ড বড় হয় আর নেতিয়ে পড়তে থাকে সেই নারী...

আগুনের কুণ্ড বড় হয় আর স্তিমিত হয়ে পড়তে থাকে কর্কশ গোঙানি...

আগুনের কুণ্ড বড় হয় আর ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে তার আওয়াজ...

এবং একসময় জ্ঞান হারায় সেই পিশাচী। একটা জড় পদার্থের মতো পড়ে থাকে ঘরের এক কোণে। বন্ধ চোখে আর নিস্তেজ দেহে তাঁকে দেখায় আর দশজন সাধারণ কোন নারীর মতই।

তারপর কী হয়েছিল আসগরের জানা নেই। তবে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে সেদিন সেই অন্ধগলির ঘুপচি এক বাড়িতে মানুষদুটিকে খেয়ে ফেলার পরিকল্পনা করে ফেলেছিল সেই পিশাচী। স্বামীকে খেয়ে তার উদরপূর্তি হয়নি, এখন তার আরও খাদ্য চাই... আরও... আরও... আরও... পিশাচীর জীবন অন্তহীন, পিশাচীর ক্ষুধা অন্তহীন, পিশাচীর নৃশংসতাও অন্তহীন... যে নৃশংসতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে দুটি প্রাণ। সেই বয়স্কা নারী ও বাড়ির কাজের মানুষটি- তাঁরা প্রাণে তো বেঁচে গেছে, কিন্তু হয়ে গেছে বাক রুদ্ধ। মানসিক অবস্থা চিরকালের জন্য এলোমেলো হয়ে গেছে তাঁদের। মেয়ের পরিবারের অনেক টাকা আর ক্ষমতা। সেই শক্তিবলে সব চাপা দিয়ে ফেলেছে তাঁরা। বেচারা স্বামী কিংবা এই হতভাগ্য মানুষ দুটির খবর জানতে পারেনি পৃথিবীর কেউ। টাকা আর ক্ষমতার দাপটে সবার চোখ অন্ধ, সবার মুখ বন্ধ।

শুনেছিল কোন এক অখ্যাত পাগলাগারদে আটকে রাখা হয়েছে সেই পিশাচীকে। এমন এক কামরায়, যেখানে প্রচুর আলো। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সেখানে জ্বালিয়ে রাখা হয় হাজার হাজার ওয়াটের তীব্র আলো। এক মুহূর্তের জন্য সে আলো নেভে না, কোন পরিস্থিতিতেই না। মানসিক ডাক্তারেরা বলেছেন মেয়েটি বিরল কোন মানসিক রোগে ভুগছে। যেহেতু আলোতে তার অ্যালার্জি, তাই আলোই তার চিকিৎসা। কিন্তু আসগর জানে, আলো জ্বালিয়ে রাখার একটাই কারণ আর সেটা হলো পিশাচীকে শক্তিহীন করে রাখা। যত তীব্র আলো, পিশাচীর ক্ষমতা তত কম। যেদিন যে মুহূর্তে সেই আলো নিভে যাবে, সেই মুহূর্ত থেকে শুরু করে যাবে ধ্বংসের শেষ অধ্যায়...

BanglaBook.org

যে অধ্যায় ডেকে নিয়ে আসবে মানবজাতির চির বিনাশ। এবং কেউ ঠেকাতে পারবে না সেটাকে। কেউ না... কেউ না...! হুজুর সাহেব যখন বলেছেন, তখন এটাই সত্য। আসগর জানে, হুজুর সাহেব মিথ্যা বলেন না। হুজুর সাহেব ভুল বলেন না। হুজুর সাহেবের ভবিষৎবাণী কখনো ভুল হয় না।

আসগর জানে, আর তাই ভয় পায়। ভয়ে দুরু দুরু করে তার বুক, শুকনো পাতার মতো কাঁপতে থাকে অন্তর। কেন যেন ভালো লাগে না কিছুই। কিচ্ছু না!

আসগর যখন বারান্দায় বসে দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতিগুলো মনে করে শিহরিত হয়, ঠিক সেই একই সময়ে জায়নামাযে বসে ছেলেমানুষের মতো ব্যাকুল হয়ে কাঁদেন হুজুর সাহেব। তিনি জানেন এখন আর কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না!

সে বলেছিল ফিরে আসবে... সে বলেছিল ফিরে এসে প্রতিশোধ নেবে। সেই দিনের সেই দুপুরে তাঁর কথা শোনেন নি তিনি, শুনতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ফিয়ে গিয়ে রক্ষা করেছেন দুটি প্রাণ, অগ্নি কুণ্ড জ্বালিয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন... তিনি জানেন, কিছুই ভোলেনি "সে"। সব তাঁর মনে আছে, সব! আর এখন সে ফিরে এসেছে প্রতিশোধ নিতে...

আজ বিকালেই এসেছিল সায়মা নামের সেই মেয়েটা, দিয়ে গেছে একটি ফটোগ্রাফ। সেই কুহকিনীর, যে তাঁর স্বামীকে জাদু টোনা করে বশ করেছে। কিন্তু হুজুর সাহেব জানেন, তিনি এখন জানেন যে সেই জাদু টোনা করা নারী সাধারণ কেউ নয়। সেই নারী... সেই পিশাচী... বহু বছর আগে নিজের স্বামীকে জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়েছিল সে। সেই পিশাচী, যে এই মুহূর্তে বন্দী আছে কঠিন নিরাপত্তার ঘেরে এক অখ্যাত পাগলা গারদে। সেই পিশাচী, সে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে যেতেও আক্রোশে গড়গড় করছিল এই বলে যেফিরে আসবে সে।

যেদিন গোটা শহর ডুবে যাবে নিশ্চিদ্র অন্ধকারে, কোথাও থাকবে না আলোর বিন্দু মাত্র ইশারা, ঠিক সেইদিন ফিরে আসবে সে। আসবেই! শাপ শাপান্ত করেছিল হুজুর সাহেবকে সেই পিশাচী, অভিশপ্ত করেছিল এই জীবনের জন্য আর পরবর্তী অনন্ত কালের জন্যও। নিজের প্রভুর নামে শপথ করেছিল বারবার। বলেছিল, সে ফিরে আসবেই। আর সেদিন তাঁর হাত থেকে পৃথিবীকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

BanglaBook.org

কম্বলে নিজেকে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলেন হুজুর সাহেব, গিয়ে আশ্রয় নেন ঘরের কোণায়। যেন এই ঘরের কোণায় লুকিয়ে থাকলেই রক্ষা পেয়ে যাবেন সেই পিশাচীর হাত থেকে। যেন এই কম্বলের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখলেই দেখতে পারবে না কেউ তাঁকে। যদিও তিনি জানেন, এই পৃথিবীতে এমন কোন আশ্রয় নেই, যেখানে এই পিশাচীর থাবা পৌঁছাবে না। তাঁর ফটোগ্রাফ তো পৌঁছেই গেছে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। যে কোন সময়ে নিজের পাওনা বুঝে নিতে পৌঁছে যাবে সেই অপার্থিব শক্তি।

এই পিশাচী যা চাইবে, ঠিক তাই করতে হবে তাঁকে। ঠিক তাই! অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে তাঁকে। তিনি না চাইলেও পালন করবে তাঁর শরীর। জীবন বাঁচাতে চাইলে করতেই হবে তাঁকে, পালন করতে হবে পিশাচীর সকল ইচ্ছা। কেননা...

কেননা বহু বছর আগের সেই দিনে এই পিশাচীর কাছে আত্মা বিক্রি করেছিলেন তিনি। ক্ষণিকের ভুলে নিজের আত্মা, চেতনা, অস্তিত্ব সবকিছু নিবেদন করেছিলেন এই পিশাচীর পায়ে। নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন পিশাচীর দাস...

সেদিনের সেই দুপুরে।

এক অন্ধগলির ঘুপচি বাড়ির আধো অন্ধকার কামরায় সেই দুপুরে...

মেয়েটা তখনও দুলছে আগুপিছু, মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে লালা, চোখগুলো ধকধক করছে। এবং কথা বলছে সে নিঃশব্দে। কথা বলছে সরাসরি মাথার ভেতরে!

মাথার ভেতরের কণ্ঠটা হিসহিস করে যা বলে, ঠিক সেটাই করেন তিনি। জোর করে আসগরকে বাইরে বের করে দেন। বয়স্কা সেই ভদ্রমহিলা চিকন সুরে কাঁদছেন এখনো, তাঁকে মৃদু ধমকে চুপ করতে বলেন। তারপর বন্ধ করে দেন দরজা, খিল আটকে দেন। তাঁর মন চায় না, কিছুতেই না। মস্তিষ্ক বারবার সতর্ক করে। কিন্তু কথা শোনে না হাত-পা-মুখ। ঠিক তাই করেন যা মাথার ভেতরের কণ্ঠটা বলছে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সব করেন তিনি, সব বলেন। কণ্ঠটা যেন বশ করেছে তাঁকে।

'লক্ষী ছেলে কাদের আলী... খুবই লক্ষী ছেলে কাদের আলী!' মস্তিষ্কের ভেতরে হিসহিস করে নারী কণ্ঠ। তবে সেটায় তিনি চমকান না, চমকান কণ্ঠটা তাঁর নাম জানে বলে। এই পিশাচী তাঁর নামে জানে! কিন্তু কীভাবে?

'আমি সব জানি, কাদের আলী। সব জানি! কেন জানব না বলো? আমি তো তোমার মনের ভেতরে ঘুরছি এখন... প্রতিটা বন্ধ দরজার ওপাশে। তোমার মনের প্রতিটা কোণায় কোণায়... আমি সব জানি, কাদের আলী।'

'তুই কী চাস? কী চাস? কেন আসছিস এখানে?' নিজের মনেই বিড়বিড় করেন কাদের আলী। মনে হয় বুঝি জোরে আওয়াজ করলেও ঘটে যাবে একটা মহা অনিষ্ট।

BanglaBook.org

'আমি কিচ্ছু চাই না, কাদের আলী। আমি তোকে আনন্দ দিতে চাই শুধু, তোকে আনন্দ দেয়ার জন্য আসছি... '

অদ্ভুত মাদকতা সেই হিসহিস করা কণ্ঠে, চেতনা অবশ হয়ে আসার মতো। মনে মনে আল্লাহর নাম জপতে শুরু করেন কাদের আলী। ক্রমাগত জপতে থাকেন। আল্লাহর নামের সাথে একটা পিশাচীর কী যোগ্যতা যে শয়তানি করবে!

মনে সাহস ফিরে আসে, আবার গিয়ে চেয়ারে বসেন তিনি। 'এখনো সময় আছে, তুই এই মেয়েটারে ছাড়ান দে। আমি জানি তুই দুষ্ট জ্বীন, কিন্তু এই মেয়েটারে ছাড়ান দে...'

কুৎসিত আওয়াজ করে হাসে জ্বীন কণ্ঠটা, সাথে মুখভঙ্গি হয় আরও কুৎসিত। 'নির্বোধ কাদের আলী, আমি কোন জ্বীন না। কোন ভূত না। এমন কোন কিছু না যেটার কথা তোরা জানিস। আমি আকাশলীনা... আকাশ লীনা। যে তোদের ধ্বংস ডেকে আনবে। আর তোদের কোন আল্লাহ, ঈশ্বর, ভগবান আমার কিচ্ছু করতে পারবে না!'

তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ! কী বলে এই পিশাচী এই সব?

উত্তেজিত হন না কাদের আলী। জ্বীনে ধরা মানুষজন হরহামেশা এইসব বলে। এগুলো পাত্তা দিতে হয় না। বরং উপায় খুঁজতে হবে, একে বিদায় করার।

আবারও কুৎসিত হাসি। 'আমি জ্বীন না বেকুব! জ্বীন হলে তোর মাথার মাঝে কথা বলতে পারতাম?'

'আল্লাহ পাকের দুনিয়ায় কত আজিব সৃষ্টি আছে, তুই তাই। আল্লাহ পাকের বেত্তমিজ জ্বীন, আর কিছুই না। আর আমি তোরে হুকুম করতেসি, এই মেয়েটারে ছাড়ান দে। তুই এই মেয়েরে ছাইরে চইলা যা। নাইলে...'

'নাইলে কী করবি তুই? কী করবি?' অত্যন্ত আবেদনময় ভঙ্গিতে দুহাত বাড়িয়ে দেয় আকাশলীনা নামের সেই পিশাচী। 'তুই আমার কাছে আয়... কাছে... আমি তোকে সেই আনন্দ দিব যেটা এই জীবনে তুই কখনো কল্পনাও করিস নাই... কাছে আয়... কাছে...'

'আমি আল্লাহর সাচ্চা বান্দা, হারামজাদী।' রীতিমতো গর্জন করে ওঠেন কাদের আলী এইবার। 'তোর মতো একটা জ্বীন আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। দুনিয়ায় এমন কিচ্ছু নাই যেইটা আমার ঈমান নষ্ট করবে।'

কুৎসিত হাসিতে কাঁপতে থাকে যেন পুরো কামরা। 'তাই? এমন কিচ্ছু নাই? কিচ্ছু না?'

এবার উঠে দাঁড়িয়ে এক এক করে নিজের পরনের পোশাক খসাতে থাকে সেই কুহকিনী। অবলীলায়, নিঃসঙ্কোচে। এক এক করে পোশাকের আবরণ সরিয়ে উন্মুক্ত করতে থাকে নিজের দেহ আর সেই আধো অন্ধকারে নিঃশ্বাস আটকে বসে থাকে কাদের আলী।

BanglaBook.org

চোখ বুজে ফেলতে চায়, দুহাতে ঢেকে ফেলতে চায় নিজেকে। কিন্তু না, নড়ে না হাত। বন্ধ হয় না চোখ। মন্ত্র মুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে সেই কুহকিনীর দিকে, একটা বার পলক ফেলারও প্রয়োজন মনে করে না চোখ...

আবলুস কাঠের মতো চকচকে কৃষ্ণ বর্ণ একটা শরীর। মসৃণ মোলায়েম ত্বক, এত মোলায়েম দেখতে যেন পালকের আঘাতেও ব্যথা পাবে। ঋজু গ্রিবার সাথে মানানসই গোলাকার কাঁধ, নিখুঁত দুটি বাহু আর তাতে পেলব আঙুল। নিখুঁত আকৃতির দুটি উন্নত স্তন তাকিয়ে আছে অহংকারী ভঙ্গিতে। তার নিচে ঢেউ খেলানো পেট, কোমর, নাভি... আরও আরও নিচে গভীর রহস্যের হাতছানি পেরিয়ে দুটি সুডৌল উরু, দীর্ঘ লম্বা পা।

পা দুটি আস্তে আস্তে ফাঁক করে পিশাচী। ধীরে... খুব ধীরে... খুব সামান্য করে বাড়তে থাকে দুই পায়ের মাঝে ব্যবধান। আর সাথে সাথে অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে কামরায়, ভারী করে ফেলতে থাকে কামরার বাতাস। আশ্চর্য, অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ। একই সাথে ঝাঁঝালো, মিষ্টি আর অদ্ভুত মাদকতায় ভরা। যে ঘ্রাণ বাধ্য করবে যে কোন পুরুষকে এই যোনির সামনে মাথা নিচু করতে।

পোশাকের নিচে নিজের সমস্ত শরীরের রোম দাঁড়িয়ে যাওয়া অনুভব করতে পারেন কাদের আলী, অনুভব করতে পারেন মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যাওয়া শিরশিরে স্রোত, পুরুষাঙ্গের ক্রমশ দৃঢ় হয়ে ওঠা। তবে সবকিছু ছাপিয়ে অস্থির করতে থাকে কেবল অন্য কিছু একটা... হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে একটা হৃদয় নিঙড়ানো কষ্টে, তীব্র হাহাকারে ছেয়ে যায় অন্তর। এই নারী, সামনে দাঁড়ানো এই কুহকিনীর ভালোবাসার তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে অন্তরাত্মা।

এবং হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন তিনি, বসে পড়েন সেই নগ্ন পিশাচীর সামনে।

'আমি তোমার দাস... তোমার দাস...আমারে গ্রহণ করো তুমি... গ্রহণ করো... আমারে আপন কইরে নাও... তুমি যা বলবা আমি তাই করবো। আজকে থেইকে আমার জান, প্রাণ, ঈমান সব তোমার... সব... তুমি যা বলবা আমি তাই করবো... তাই করবো...'

কুৎসিত অট্টহাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে পিশাচীর অস্তিত্ব। তাতে অবশ্য তীব্র ঘোরের মাঝে চলে যাওয়া কাদের আলীর কোন ভাবান্তর হয় না। বরং সেই কুহকিনীর পা আঁকড়ে ধরে গোড়ালিতে চুমু খেতে থাকে সে। চুমু খেতে থাকে উন্মাদের মতো।

'এখন তুই শোন কাদের আলী... আমি কী বলি!...'

ঘরের বাইরে থাকা মানুষগুলো শুনতে পায় না একটি ক্ষীণ আওয়াজও, কিন্তু কাদের আলীর কানে সেই পিশাচী ঢেলে দেয় কুৎসিত এক মন্ত্র। এমন কিছু বাক্যমালা যা আজও তাড়া করে ফিরছে কাদের আলীকে...

BanglaBook.org

আজ চার বছর পর সেই লজ্জার কাহিনী মনে করে ছেলে মানুষের মতো কাঁদতে থাকেন কাদের আলী। কেউ জানে না, তিনি জানেন। তিনি জানেন যে এই পিশাচী কী করবে আর কী করাতে চায় তাঁকে দিয়ে।

ভয়ে অন্তরাত্মা হিম হয়ে আসে, প্রবল আর প্রচণ্ড ইচ্ছা হয় নিজেই নিজেকে হত্যা করার। না, মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না।

ভয় করেন আবার সেই পিশাচীর মুখোমুখি হওয়াকে!

কাদের আলী যখন ঘরের কোণে নিজেকে লুকাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে, শহরের অন্য প্রান্তে তখন সায়মা তর্ক-বিতর্ক করে এক অখ্যাত মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে। সে নিজেও পুরোপুরি জানে না যে কেন এসেছে এখানে। কিন্তু কিছু একটা তাঁকে টেনে এনেছে এই পর্যন্ত। হয়তো কোন সূত্র মিলবে, হয়তো সেই মেয়েটার সাথে কথা বলার একটা উপায় বের হবে।

জানে না সে। শুধু জানে যে ভেতর থেকে কিছু একটা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। জনপ্রিয় এক বাণিজ্যিক এলাকার একটা ঝরঝরে পুরনো বিল্ডিং। ছোট করে একটা সাইন বোর্ড দেয়া, যেটা জানান দেয় একটি মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রের অস্তিত্ব। মানসিক ভারসাম্যহীনতা ও মাদকাসক্তের চিকিৎসা করা হয় এখানে, লেখা আছে গালভরা ডিগ্রি সহ কতিপয় ডাক্তারের নামও।

বাইরে যাই হোক, ভেতরে সাজানো গোছানো টিপটপ। সাদা পোশাকের ডাক্তার-নার্স আছে, ওয়ার্ড বয়দের পোশাক নীল। ভারী কলাপসিবল গেটের সামনে দারোয়ান আছে, রিসেপশনে আছে সুদর্শন নারী-পুরুষ, যারা শত চেষ্টার পরেও প্রবেশ করতে দিচ্ছে না সায়মাকে।

'দেখুন ম্যাম, আপনাকে তো বলেছি যে এই নামে আমাদের কোন পেশেন্ট নেই। আর পেশেন্ট থাকলেও আপনার সাথে তাঁকে দেখা করতে দিতে পারতাম না আমরা।'

'তাহলে এটা বলুন যে দেখা করার পারমিশন নেই। এটা কেন বলেন যে পেশেন্টও নেই? '

'কারণ সত্যিই এই নামে কোন পেশেন্ট নেই আমাদের। মিথ্যা কেন বলব, ম্যাম? থাকলে নিশ্চয়ই বলতাম।'

BanglaBook.org

শেষ চেষ্টা হিসাবে এবার ছবি দেখায় সায়মা। 'এই ছবিটা দেখুন, খুব ভালো করে দেখুন। আর প্লিজ মনে করুণ! এই মেয়েটিকে এখানেই রাখা হয়েছে।'

'স্যরি, ম্যাম। রিয়েলি স্যরি!...'

সায়মা যখন তর্ক বিতর্ক করে, তখন সেই হাসপাতালেরই কোন এক কোণের একটা ছোট্ট কামরায় খাবার পৌঁছে দিতে যায় সেলিম। পেশায় সে ওয়ার্ড বয়, তবে বেশিদিন হয়নি কাজের ঢুকেছে। মাত্র তিন মাস। এবং গত চার/পাঁচ দিন যাবত এই কামরায় খাবার পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পড়েছে তার কাঁধে। যদিও শুনেছে এই কামরার বাসিন্দা কখনো কোন গণ্ডগোল করেনি, কোন চিৎকার-চেঁচামেচি কিছুই না। বেশিরভাগ ওয়ার্ডবয় তার চেহারাও দেখেনি। দরজার কাছে একটা ফাঁকা জায়গা মতন আছে, সেখান দিয়ে খাবার আর ওষুধ দিয়ে দেয়া হয়। পরের বেলায় খালি বাসন টেনে নিয়ে আবার নতুন বাসন দেয়া হয়। এইটুকুই কাজ, কারো কখনো সমস্যা হয়নি এতে। কিন্তু তবুও এই কামরার দায়িত্ব কেউ নিতে চায় না। একেবারেই না। সে নতুন বিধায় তাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে, চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এই ডিউটি।

এই করিডরে এই একটা কামরাতেই মানুষ আছে, বাকিগুলো ফাঁকা। সেলিম শুনেছে যে অন্য কামরাগুলোতে কেউ থাকতে চায় না। অসুস্থ কাউকে রাখলে সে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবং যাকেই রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন এই কামরার আশেপাশে, একজনেরও প্রাণ রক্ষা পায়নি। একটা মাদকাসক্ত ছেলে নাকি দেয়ালের সাথে মাথা পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে নিজেকে এবং তারপর থেকে এই কামরার আশেপাশে আর কাউকে রাখা হয় না।

এইসবই অবশ্য শোনা কথা, সেলিম শুনেছেন অন্য ওয়ার্ড বয়দের মুখে। তবে হ্যাঁ, এটাও সত্য যে এই কামরার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন একটু বেশিই কড়া। ছোট্ট করিডরটায় সবসময় জ্বলে শত শত ওয়াটের আলো। যতটা আলোর কোন প্রয়োজনই নেই, তার চাইতেও অনেক বেশি আলো জ্বলে এবং সেই কামরাতেও তাই। এত উজ্জ্বল আলো ভেতরে যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দরজাটাও একদম অন্য রকম এই কামরায়, যেমনটা আর কোথাও নেই। ভারী লোহার দরজা, দেখেই মনে হয় বহু বহু বছর যাবত একে খোলা হয় না, কেউ যায়না বন্ধ দরজার ত্রিসীমানায়। নিরেট লোহার দরজা, কিচ্ছু দেখার উপায় নেই। কেবল দরজার গায়ে চাবি লাগাবার ফুটোতে চোখ রাখলে দেখা যায় কামরার এক ঝলক।

কখনোই লোভ সংবরণ করতে পারে না সেলিম, রোজই খাবার দিতে এসে চোখ রাখে এই চাবির ফুটোয়। আর বরাবরই ভেসে ওঠে একই দৃশ্য। কালো কম্বলে নিজেকে ঢেকে বসে আছে একটা দেহ, মাথা গুঁজে রাখা হাঁটুতে ফলে মুখটাও দেখা যায় না। মনে হয় এক কম্বলের স্তূপ। না নড়ে, না চড়ে, না কোন আওয়াজ করে। আপাদমস্তক কালো কম্বলে ঢাকা, শীত-গ্রীষ্ম সবসময়।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে বড় লোভ হয়, প্রবল প্রচণ্ড এক ধরণের লোভ... মনে হয় মেয়েটাকে ডাক দেয়। ডাক দিলে নিশ্চয়ই মুখ তুলে তাকাবে মেয়েটা? হ্যাঁ, এখানে একটা মেয়েকে রাখা হয়েছে। তাঁকে কখনো নিজের চোখ দেখেনি বটে সেলিম, কিন্তু শুনেছে সেটাই। সে মেয়ে ভয়ংকর খুনী এক বদ্ধ উন্মাদ আর সে জন্যই এত সতর্কতা। বড় পরিবারের মেয়ে, এই জন্য এখনো প্রাণে বেঁচে আছে। নিজের মামাদের পাগলা গারদে বন্দী।

মাঝে মাঝে কেমন যেন একটু মায়াও লাগে সেলিমের। যত যাই হোক, এতটুকুন একটা ঘরের মাঝে একটা মানুষ বেঁচে থাকে কীভাবে? কোথাও কোন জানালা নেই, আলো বাতাস আসা-যাওয়ার কোন পথ নেই। বিগত অনেকগুলো বছর যাবত এই একটা ঘুপচিতেই বদ্ধ মেয়েটা, ঘরের বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কামরার এক কোণে একটা কমোড আর বেসিন আছে, সেখানেই প্রাকৃতিক কাজ সারার ব্যবস্থা।

এতগুলো বছর কোন মানুষের সাথে দেখা নেই, কথা নেই... ভাবা যায়? শুধু তাই নয়, প্রতিদিন সতর্ক করা হয় প্রত্যেক ওয়ার্ড বয় আর নার্সকে, কেউ যেন এই কামরার মেয়েটির সাথে কথা বলার চেষ্টাও না করে, চেষ্টা করা মাত্র হারাতে হবে চাকরি।

দীর্ঘক্ষণ আজ তাকিয়ে থাকে সেলিম... কিন্তু নাহ! মেয়েটা নড়ে চড়ে না কিছুতেই। একবার ডাকবে নাকি? একটুও আগেও তো একজন মহিলা এসেছিল মেয়েটার কাছে, রিসেপশন থেকে মিথ্যা বলে দেয়া হয়েছে যে মেয়েটি এখানে নেই। এখন কি মেয়েটিকে ডেকে বলবে? একটা মানুষের এটা অন্তত জানাই উচিত যে কেউ এসেছিল তাঁর খোঁজে। দেখা করতে দেবে না, জানতে দোষ কি?

কী যেন একটা ঝোঁক চেপে যায় সেলিমের মাথায়। খুব মৃদু স্বরে ডাকে সে।

'এই, শুনছেন? এই যে...'

জবাব মেলে না, শুনতে পেয়েছেন এমন কোন ভাবও না। তবে সাহস পেয়ে আরেকটু চড়ায় গলা।

'এই যে শুনছেন? আপনার কাছে আজকে একজন এসেছিল... শুনতে পাচ্ছেন?'

হ্যাঁ... এই তো!

এই তো নড়ে উঠছে আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা সেই নারী মূর্তি... এই তো নড়ে উঠছে... মাথা উঁচু হচ্ছে আস্তে আস্তে করে... আর কয়েক মুহূর্ত পরই দেখা যাবে চেহারাটা...

যে চেহারাটা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, সেটা দেখতে পাবে সে!

উত্তেজনায় যেন ঢাকের বাড়ি পড়তে থাকে সেলিমের বুকের মাঝে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয় প্রবল উত্তেজনায়। সেলিমের তো আর জানা নেই যে সেই মুখটা একজন পিশাচীর, সেই চেহারাটা এক অতিমানবীয় শক্তির।

BanglaBook.org

এবং সেই চোখদুটো...

তাঁর সেই চোখদুটো এমন প্রবল সম্মোহন শক্তির যে সে চোখে তাকালে পৃথিবীকে ভুলে যাবে যে কোন জীবিত প্রাণী। অন্তরাত্মা হয়ে যাবে জমাট বরফ আর দাসে পরিণত হবে সে ওই ভয়াল নারী অস্তিত্বের!

মস্তিষ্কের ভেতরে বাসা বাঁধা জমাট অন্ধকার, বুকের মাঝে সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে হয় বুঝি বরফের উঁচু এক দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে থমকে গেছে জীবন।

যখন থেকে চোখ রাখে ওই দুটো চোখে, নিজের বলতে যেন অবশিষ্ট থাকে না আর কিছুই। সেলিম এখন জানে, তাঁকে কী করতে হবে। ওই চোখদুটো তাকে বলেছে। ওই চোখ দুটো তাঁকে বলেছে, যে করেই হোক কাজটি করতে হবে। এই গোটা শহরকে ডুবিয়ে দিতে হবে নিকষ কালো আঁধারে। দূর দূর পর্যন্ত থাকবে না কোন আলোর ইশারা, সামান্যতম বৈদ্যুতিক বাতির উচ্ছ্বাস থাকবে না কোথাও। পুরো একটি রাত এই শহরকে ডুবিয়ে রাখতে হবে কালি গোলানো অশুভ এক অন্ধকারে।

এই কাজ কীভাবে করবে? জানে না সেলিম কিন্তু জানে যে তাঁকে করতে হবে। ওই চোখদুটো তাঁকে রাস্তা দেখাবে। ওই চোখ দুটো বলে দেবে তাঁকে কী করতে হবে। ওই চোখ দুটো আজ থেকে নিয়ন্ত্রণ করবে তাঁর মস্তিষ্ক, শরীর, আত্মা।

ওই চোখদুটো...

দুটি চোখ, কিংবা অক্ষি কোটরে নিকষ অন্ধকার শুধু!

'তুমি জানো, আমি এমন ছিলাম না। তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এমন ছিলাম না।'

'কেমন ছিলে না?'

'এই যে, এমন। যেমন হওয়ার কারণে ওরা আমাকে আটকে রেখেছে পাগলা গারদে। কিন্তু জানো, আমি এমন ছিলাম না।'

'তাহলে কেমন ছিলে?'

'আর দশটি মেয়ে যেমন হয়! ঠিক আর দশটি মেয়ের মতন। যে স্বপ্ন দেখত এই যে একদিন স্বামী হবে, সংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে...'

BanglaBook.org

'সেটা তো এখনো হবে। একদিন তুমি আর আমি আবার একসাথে হয়ে যাবো। আর এবার থাকব অনন্ত অনন্তকাল একসাথেই।'

'সত্যি কি হবো?'

'একসাথে হবার জন্যই তো আমাদের এই জন্মান্তরের রাস্তা, লীনা। এবার যদি আমাদের যাত্রার ইতি না হয় তো কবে হবে?'

'কিন্তু আমি যে বদলে গেছি!'

'এই বদলও তো শুধু এই কারণেই যেন আমরা একসাথে মিলিত হতে পারি। চিরকালের জন্য।'

'কিন্তু তুমি জানো না, আমি বদলে গেছি! আমি আর লীমা নেই, থিও। লীমা, ইউমেলিয়া, সেফ্রেন কত নামেই না জন্মগ্রহন করেছি। কিন্তু এখন আর আমি তাঁদের মতো কেউ নই। এখন আমি ভিন্ন। একদম ভিন্ন কেউ!'

'এই ভিন্নতা তো আমার কারণেই। এই ভিন্নতার জন্যই তো ওরা তোমাকে আটকে রেখেছে পাগলা গারদে...'

ফেসবুকের চ্যাট বক্সে এটুকু পড়ার পর উত্তেজনায় একটু একটু কাঁপতে থাকে সায়মা। আজকাল সারাদিনই বেঘোরে ঘুমায় আয়ান, এখনো ঘুমোচ্ছে। আর সেই সুযোগে ঘেঁটে দেখছিল আয়ানের ফেসবুক আইডি। এবং যা ভেবেছিল, ঘটনা ঠিক তাই। সেই কুহকিনীর সাথে প্রতিরাতেই কথা হচ্ছে আয়ানের, যোগাযোগ হচ্ছে। এবং যতই হসপিটালের লোকজন অস্বীকার করুক না কেন, এই কুহকিনীকে বন্দী রাখা হয়েছে সেখানেই। অবশ্য যে পৈশাচিক ঘটনা সে ঘটিয়েছে, সেটার পর এটাই খুব স্বাভাবিক।

সবার চোখের আড়ালে একটা অখ্যাত হসপাতালে বন্দী এক নারী, যে কিনা আয়ানের সাথে চ্যাট করছে ফেসবুকে... এটা কীভাবে সম্ভব? কীভাবে? আর যাই হোক, হাসপাতালে বসে এই সুযোগ তাঁর পাবার কথা নয় কিছুতেই।

মাথাটা এলোমেলো লাগে সায়মার। আবার পুরনো চ্যাট মেসেজগুলো পড়ার দিকে মনযোগ দেয় সে। হয়তো বের হয়ে আসবে এমন কিছু, যেটা পুরো ঘটনা বুঝতে তাঁকে সাহায্য করবে। সেই কুহকিনী লিখেছে-

'আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা, প্রিয়। আমাদের অনন্তকালের অপেক্ষার সামনে এই অপেক্ষাটুকুন ভীষণ সামান্য। খুব জলদি একদিন এই শহর ঢেকে যাবে গহীন অন্ধকারে। সেদিন আকাশে থাকবে না চাঁদ, মেঘেরা ঢেকে দেবে নক্ষত্ররাজির সামান্য উজ্জ্বলতা পর্যন্তও। এবং সেইদিন... আমার নতুন রূপে তোমার সামনে আসবো আমি। তোমার কাছে আসবো, তোমার নিঃশ্বাসের একান্তে। নিয়তি আর প্রকৃতি কিচ্ছু করতে পারবে না আমাদের। মহাকালকে সাক্ষী রেখে মিলিত হবো আমরা... সেইদিন!'

এবার সত্যি সত্যি বুকের মাঝে কাঁপতে শুরু করে সায়মার।

BanglaBook.org

এগুলো কী লিখেছে সেই কুহকীনি? কী লিখেছে? সে আয়ানের কাছে আসবে... কিন্তু কীভাবে? আর কেন? কী চায় সে আয়ানের কাছে, কী চায়?

লাইনগুলো পড়ে আবার মন দিয়ে... "খুব জলদি একদিন এই শহর ঢেকে যাবে গহীন অন্ধকারে। সেদিন আকাশে থাকবে না চাঁদ, মেঘেরা ঢেকে দেবে নক্ষত্ররাজির সামান্য উজ্জ্বলতা পর্যন্তও..." মানে কি এই কথার? শহর অন্ধকারে ঢেকে যাবে মানে কি? এত বড় একটা আধুনিক শহরকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবে, এ তো পাগলের প্রলাপ!

কিন্তু কেন যেন কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ মনে হয় না কিছুতেই। বরং শরীরের মাঝে বরফ শীতল শিহরণ খেলে যেতে থাকে বিষয়টা চিন্তা করে। কেন যেন মনে হয় এই কুহকিনী নারী মিথ্যা আশ্বাস দেয়ার মতো কেউ নয়। কেন যেন মনে হয়, সে যা বলেছে ঠিক তাই করবে। ঠিক তাই হবে... হবেই!

আবারও পুরনো চ্যাটে ফিরে যায় মনযোগ। এক স্থানে কুহকিনী লিখেছে-

'... এবং তারপর যেদিন তোমাকে প্রথম দেখলাম... এর আগে আমি ঠিক তোমার মতই একজন ছিলাম। একজন স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক নারী। যে স্বপ্ন দেখতে একেবারেই সাদামাটা একটা জীবনের। জানো, বিয়ে নিয়ে কত যে স্বপ্ন ছিল আমার! বিয়ের আসরে ভিড়ের মাঝে দেখলাম আমি তোমাকে... আর মনে হলো, ঠিক এই মানুষটাকেই আমি খুঁজছি! আক্ষরিক অর্থে এই মানুষটাকেই আমি খুঁজছি। এই মানুষটাই আমার জীবন, আমার সত্যিকারের পরিচয়, এই মানুষটাই জানে আমি কে আর আমি কী। তোমাকে দেখলাম আমি, আর বিশ্বাস করো নিজের মাঝে কী যেন একটা উল্টে পাল্টে গেলো। চিরকালের জন্য বদলে গেলাম আমি। চিরকালের জন্য!'

'ঠিক এমনটা হয়েছিল আমারও! তোমাকে দেখার পর বুকের মাঝে সবকিছু কেমন যেন জমাট বেঁধে গিয়েছিল। না কিছু করতে পারছিলাম, না বলতে। মাথার মাঝে কোন চিন্তা আসছিল না। বরং চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল অদ্ভুত কিছু দৃশ্য। এখন জানি, এখন বুঝি যে সেগুলো আমাদের অতীত জীবনের। আর তারপর যখন তুমি চোখ রাখলে আমার চোখে...'

'এবং যখন তাকিয়ে দেখলাম আমরা পরস্পরের চোখে... কি তৃষ্ণা! কি প্রবল তৃষ্ণা! তোমার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলার কি ভয়াবহ আকুতি! আর সেদিন থেকে আমি জানলাম... আমি জানলাম যে আমি অন্য রকম একজন। আমি তোমাদের মতো নই, আমি অন্য কেউ! জানলাম আমাকে কেন পাঠানো হয়েছে ধরণীর বুকে, জেনে গেলাম তুমি আমার কে আর কত সহস্র সহস্র বছরের পুরনো আমাদের এই সম্পর্ক...'

'আমার জানতে অনেক দেরি হয়ে গেলো... অনেক দেরি! মাঝে বয়ে গেলো কতটা সময়। চার চারটা বছর!'

BanglaBook.org

'আমাদের সহস্র বছরের অপেক্ষা আর অপূর্ণতার সামনে এই চারটা বছর অনেক তুচ্ছ, প্রিয়। অনেক অনেক বেশি তুচ্ছ। এবার যখন আমরা মিলিত হবো, সেটা হবে অনন্তকালের। মহাকালের বুকে সাঁতার কেটে যে পথ আমরা অতিক্রম করেছি, এবার সেই পথের শেষ বিন্দুতে মিলিত হবো আমরা।'

'সত্যিই কি ফুরোচ্ছে আমাদের প্রতীক্ষার প্রহর?'

'হ্যাঁ, প্রিয়। সত্যি ফুরোচ্ছে!'

'তারপর?'

'তারপর শুধু তুমি আর আমি, আর আমাদের সন্তান। সেই সন্তান, যে সহস্র বছর যাবত প্রতীক্ষা করছে পৃথিবীর আলো বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার।'

'এবার ওকে আমরা পৃথিবীতে আনবো।'

'হ্যাঁ, এবার আনবো... আনবোই!'

'আমাদের সন্তান!... আমাদের!'

'যেদিন শহর ডুবে যাবে অন্ধকারে... আমি তোমার হবো, প্রিয়। আর কিছু সময়ের অপেক্ষা কেবল। আর কিছু সময়ের অপেক্ষা...'

পড়া আর এগোয় না, কেননা বিছানায় একলা পড়ে জ্বরে কাঁপছে আয়ান। ঘুমের মাঝেই প্রলাপ বকছে বিচিত্র এক ভাষায়। এক বর্ণ বুঝতে পারে না সায়মা, তবে শুনতে লাগে আরবীর মতো। বর্তমানের নয় অবশ্য, অন্য কোন সময়ে অন্য কোন পৃথিবীর আরবী। কোথা থেকে শিখেছে এই ভাষা কে জানে। কিন্তু ক্রমাগত অস্থিরভাবে বলে চলেছে যেন কী একটা।

বিছানায় উঠে ভালোবাসার পুরুষটিকে বুকের মাঝে টেনে নেয় সায়মা। না, সে ভেঙে পড়বে না। কিছুতেই না। প্রয়োজনে বাকি জীবন আয়ানকে এভাবেই বুকে আগলে বসে থাকবে, কিন্তু হার মেনে নেবে না কিছুতেই। সেই কুহকিনী যে-ই হোক আর যা-ই হোক না কেন, হারবে না সে কিছুতেই। কোন মূল্যে সেই নারীকে নিতে দেবে না আয়ানের দখল। কখনো না, কোনভাবেই না, কিছুতেই না।

মাথা কোলের ওপরে নিয়ে জলপট্টি দেয় সায়মা। ডাক্তারকে ফোন করেছে এক ঘণ্টা হলো, এখনো আসছে না কেন কে জানে। এদিকে ক্রমশ বেড়েই চলেছে আয়ানের জ্বর। আর জ্বরের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শরীরের তাপমাত্রাও। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, হাত দেয়া যাচ্ছে না কপালে। ফর্সা দেহের রঙ হয়ে উঠেছে লালচে। সবচাইতে বিচিত্র বুকের বামপাশে সেই বিচ্ছিরি কুৎসিত ক্ষতটা। রক্তবর্ণ হয়ে ফুলে উঠেছে, দেখে মনে হচ্ছে সদ্য তৈরি হওয়া দগদগে ক্ষত। অর্থহীন প্রলাপের মাঝে একটা শব্দ বেশ ঘন ঘন উচ্চারণ করছে মানুষটা।

আইদা... আইদা... আইদা...

এবং দপ করে নিভে যায় আলো, হুট করেই মেঘলা দিনের আবছা অন্ধকার ঘনায় কামরায়। বিদ্যুৎ চলে গেছে! অবশ্য কয়েক মিনিটের মাঝেই জ্বলে উঠবে,

BanglaBook.org

জেনারেটর আছে এই বাড়িতে। তবুও কেন যেন ভয় ভয় লাগে, কেমন যেন অস্থির লাগে।

আয়ানকে বুকের কাছে শক্ত করে চেপে ধরে বসে থাকে সায়মা। কেন যেন বারবার মনে হয়, এই বিদ্যুৎ যদি আর না ফিরে আসে? তখন? কী হবে তখন? এখন দিনের আলো আছে, কিন্তু একসময় সন্ধ্যা ঘনাবে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে যাবে চারপাশ!

না না, তা কী করে হয়? বিদ্যুৎ কি আর গোটা শহরে গিয়েছে নাকি। আর রাত পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকবে না, সেটাও কি হতে পারে নাকি? লোডশেডিং হয়েছে, কিছুক্ষণের মাঝেই চলে আসবে। এটা নিয়ে এত ভাবনার কিছু নেই...

আপন মনে নিজেই নিজেকে প্রবোধ দেয় মেয়ে, সাহস যোগায়। কেননা না তখনও তার জানা নেই যে গোটা শহরই হুট করে বিদ্যুৎবিহীন হয়ে গিয়েছে। জাতীয় গ্রিড ফেইল করেছে, কী হয়েছে আর কেন হয়েছে সে বুঝতে পারছে না কেউ আর জোর প্রচেষ্টা চলছে বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার।

সায়মা এও জানে না যে এই বিপর্যয় সহসা কাটবে না।

এই বিপর্যয় কাটবে না এবং একসময় এক এক করে নিভে যেতে শুরু করবে এই শহরের প্রতিটি আলোক বিন্দু। ফুরিয়ে যাবে চার্জারের আলো, আই পি এস এসের মজুদ ক্ষমতা, জেনারেটরের জ্বালানি। টিমটিমে মোমবাতি কিংবা আলোর অন্য উৎসগুলো নিভিয়ে ক্লান্ত আর হতাশ নগরবাসী ঘুমিয়ে পড়বে একটা সময়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে যাবে গোটা নগরী।

এবং তখন...

আত্মপ্রকাশ করবে সে।সহস্র সহস্র বছরের প্রতীক্ষার পালা চুকিয়ে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করবে। ফিরে আসবে তৃষ্ণার্ত সেই প্রেমিকের কাছে, যার জন্য ফিরে এসেছে বারবার সে ধরণীর বুকে। মানবীয় অস্তিত্ব যখন নিয়তির সাথে লড়াইতে জিততে পারেনি, ফিরে এসেছে সে অন্য আরেকটা রূপে। এমন এক রূপ, যে অতুলনীয় আর অপার্থিব ক্ষমতাবান। এমন এক রূপ, যে রূপে ফেরার ওয়াদা সে করেছিল বহু বছর আগে।

যখন তার নাম ছিল আইদা এবং আয়ানের জন্ম হয়েছিল জিনান নামে।

বিগত জীবনে এই কাহিনী ছিল প্রাচীন আরবের দুজন তরুণ-তরুণী আইদা ও জিনানের!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কাঁপা কাঁপা হাতে বইয়ের পাটা উল্টায় আইদা। মোমবাতির ক্ষীণ আলোতেও চোখে পড়ে হাত হাতের কাঁপন, মুখে রেখার ভাঙন। একই সাথে সেই মুখে কাজ করে বিস্ময়, আনন্দ, ভয় আর শঙ্কা।

বইটা আকারে বেশ বড়সড় আর মোটা, অদ্ভুত এক রকমের চামড়ায় তৈরি মলাট। খুব মনযোগ দিয়ে দেখে জিনান, পরিচিত কোন প্রাণীর চামড়ার সাথে মিল খুঁজে পায় না। পাতাগুলো মোটা মোটা, তবে মজবুত। প্রত্যেক পাতার কিনারা মোড়ানো পাতলা সোনার পাত দিয়ে।

'এই মলাট তৈরি মানুষের চামড়া দিয়ে! মানুষের চামড়া!'

আইদার কণ্ঠে অবিশ্বাস আর উত্তেজনার সুর। এতকাল পর নিজের পরম আরাধ্য, পরম কাঙ্ক্ষিত পুস্তকের সন্ধান পেয়েছে সে। কিন্তু আসলেই কি এটা সেই পুস্তক, যার খোঁজে এত দূর আসা? সত্যিই কি খুঁজে পাওয়া গেলো তাঁদের সমস্যার সকল সমাধান?

নিঃসন্দেহে হ্যাঁ! এই পুস্তক যদি তাই হয়ে থাকে যার জন্য এতদুর এসেছে সে, তবে এবার তার ধনী হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই পুস্তক আসলেই সমাধান করে দেবে তার সকল সমস্যার... আর্থিক সমস্যার!

কিন্তু এই বইটা কীভাবে নেবে সে আইদার কাছ থেকে? এতকাল যাবত যে বইয়ের স্বপ্ন দেখে এসেছে আইদা, যে বই পাবার আশায় নিজের ঘর-পরিবার সব ছেড়ে এসে যাযাবরের মতো ঘুরেছে এক বেদুঈন কাফেলা থেকে অন্য কাফেলায়, মাসের পর মাস জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করেছে অনন্ত কষ্টের যাত্রা, এক শহর হতে অন্য শহরে পাড়ি জমিয়েছে বছরের পর বছর যাবত, সেই বইটি কি কখনোই তাঁকে দেবে আইদা? বিশেষ করে এটা জানার পর যে সে ধোঁকা দিয়েছে আইদাকে?

তাঁবুর বাইরে মরুভূমিতে এলোমেলো ধুলি ঝড়, তাঁবুটা কাঁপছে শুকনো পাতার মতন। বাতাসের তেজ এত বেশি যেন যে কোন সময় উড়ে নিয়ে যাবে সবকিছু। সেদিকে অবশ্য ভ্রুক্ষেপ নেই আইদার। সে কাঁপছে উত্তেজনায়, চোখ দুটি চকচক করছে তার। সে ভুলেই গিয়েছে নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতা।

বইয়ের পাতা উল্টায় মেয়েটা গভীর মনযোগে, আর নীরব মমতায় তার দিকে চেয়ে থাকে জিনান। কালো চুল আর পিঙ্গল চোখের অদ্ভুত সুন্দর একটা মেয়ে। কোঁকড়া কালো চুলগুলো নেমেছে কোমর অবধি, গায়ের রঙটা সোনা রোদের মতো

BanglaBook.org

উজ্জ্বল আর ঝলমলে তার। আপাদমস্তক ঢাকা নীল বোরখায়, এই মুহূর্তে অবশ্য নেকাব ও চুলের কাপড়টা সরানো। সামান্য মোমবাতির আলোতে যে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে!

নিজের ভাগ্যে নিজেই শিহরিত হয় জিনান, মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য ঠেকে সবকিছু। কে জানত যে এই আরব দেশে ভাগ্যের অন্বেষণে এসে ভালোবাসা খুঁজে পাবে সে? কে জানত যে আরবীয় এক নারী এমনভাবে হৃদয় হরণ করবে তার যে জীবনের সব চিৎকার-চেঁচামেচি স্তব্ধ হয়ে যাবে বুকের মাঝে? কে জানত যে অবলীলায় শত্রুর বুকে গুলি চালাতে জানা জিনানের সমস্ত কাঠিন্য দ্রবীভূত হয়ে গেছে এক নারীর সামনে?

না, সে আইদাকে ধোঁকা দেয়নি। সত্য গোপন করেছে শুধু। যে প্রাচীন পুস্তকের সন্ধানে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাযাবর হয়েছে আইদা, সে-ও অনুসন্ধান করছিল সেই বইটির। তবে তার উদ্দেশ্য স্রেফ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন, আইদার উদ্দেশ্য আরও অনেক বড় এবং সম্ভবত খানিকটা অসম্ভবও!

বিখ্যাত বা কুখ্যাত যাই বলা হোক না কেন, এই বইটি ঠিক তাই। এমন এক মরীচিকা যার সন্ধানে যুগে যুগে কালে কালে বহু মানুষ ঘুরে মরেছে, মাথা কুটে অস্থির হয়েছে। তবে ভাগ্যে জোটেনি কারো... অন্তত আজকের আগ পর্যন্ত! সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছে আইদা, একটা উপকথাকে বাস্তব প্রমাণ করে ফেলেছে। সন্ধান বের করে ফেলেছে সেই পুস্তকের, যাতে লেখা আছে অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষিত এক সত্য!

'কী মনে হয়? এটা সেই বই?'

জবাব মেলে না, আইদার গভীর মনযোগ নিবদ্ধ কেবল বইয়ের শরীরে। কাছে গিয়ে বসে জিনান, মুখোমুখি। 'এটা সেই বই? সেই বই? এখানে লেখা আছে পরশ পাথরের সেই গোপন রহস্য?'

পরশ পাথর! যার ছোঁয়ায় যে কোন ধাতু পরিণত হবে স্রেফ সোনায়। এ কথা নতুন নয় যে কালে কালে বহু লোকে খোঁজ পাবার চেষ্টা করেছেন সেই পরশ পাথরের, যে পাথর সোনায় বদলে দিতে পারে নিজের সংস্পর্শে আসা সবকিছুকে। হ্যাঁ, পরশ পাথর বলতে হয়তো পৃথিবীর বুকে কোন পাথরের অস্তিত্ব নেই আক্ষরিক অর্থেই, কিন্তু অ্যালকেমিস্টদের গবেষণাগারে আছে। সকলের চোখের আড়ালে অ্যালকেমিস্টরা দিনরাত চেষ্টা করেই গেছেন গবেষণাগারে সোনা তৈরির। মহা মূল্যবান সেই সোনা, যা বদলে দিতে পারে একজন মানুষের ভাগ্য। একটাবার কেবল সেই পদ্ধতি আবিষ্কার হয়ে যাওয়া, তারপর আর কোন পিছনে ফিরে দেখা নেই।

তবে দুর্ভাগ্য বশত, যখনই কেউ এই সোনা তৈরির গবেষণায় সফল হয়েছেন, কিংবা গুজব রটেছে যে তিনি সফল হতে চলেছেন, তখনই ঘটেছে অনাকাঙ্ক্ষিত সব দুর্ঘটনা। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন সেই অ্যালকেমিস্ট, কখনো গুম হয়ে গেছেন।

BanglaBook.org

অবশ্য বলা ভালো যে খুন হয়েছেন- ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরে ফেরা মানুষের হাতে, অন্য অ্যালকেমিস্টদের দ্বারা, কখনো রাষ্ট্র খোদ হয়ে দাঁড়িয়েছে শত্রু। এটা তেমনই এক অ্যালকেমিস্টের লেখা বই, তার অমূল্য গবেষণা সঞ্চিত এই পুস্তকের বুকে।

এবার চোখ তুলে তাকায় আইদা, তার স্বচ্ছ সবুজ চোখে ছেয়ে থাকে বিভ্রান্তি আর বিস্ময়। একটা অদ্ভুত ঘোরের মাঝে রয়েছে যেন সে।

'খোদার নামে শপথ করে বলছি এটা সেই বই। আসাদেলের নিজের হস্তে রচিত, তাঁর সমস্ত জ্ঞান-প্রজ্ঞা সঞ্চিত সেই পবিত্র পুস্তক। কিন্তু...'

'কিন্তু কী...'

'এই বইটা আরও কিছু বলতে চায়...'

'আরও কিছুর অর্থ কী?'

শেষের দিকের কয়েকটা পৃষ্ঠায় আঙুল বোলায় আইদা। 'এই দেখ, একটা ম্যাপ। আফ্রিকার সেই অসভ্যদের দেশে কোথাও। তিনি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে জেনে এসেছেন সোনা প্রস্তুতের সুগোপন বিদ্যা।'

'সত্যি?'

'তিনি তাই লিখেছেন। লিখেছেন যে সুগভীর অরণ্যের সেই জঙ্গলে অসভ্যদের এক গোত্রে পূজা করা হয় অতি ক্ষমতাশালী এক দেবতার। সেই দেবতা অপার্থিব, সেই দেবতা সকলের চাইতে শক্তিশালী। সকলের সে প্রভু আর সকলের রক্ষাকর্তা। না সে পুরুষ, না নারী। না বাস্তব, না অবাস্তব। এই দেখো...'

একটা পাতা জুড়ে ছবি দেখায় জিনানকে আইদা। হাতে আঁকা স্কেচ, কয়লা ঘষে ঘষে আঁকা হয়েছে। অতিকায় এক মূর্তির ছবি। যার শরীর পেশীবহুল, মাথা টেকো। বুকের কাছে সুডৌল দুটি স্তন, পিঠে আছে অতিকায় দুটি শক্তিশালী ডানা। চেহারাটা ঝাপসা, বোঝা যায় না পরিষ্কার। কিন্তু গোটা অস্তিত্বটা জুড়েই কেমন একটা ভয়াল আর বীভৎস ব্যাপার আছে। দেখা মাত্র শিরশির করে ওঠে শরীরের মাঝে কোথাও।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে চলে আইদা।

'আসাদেল লিখেছেন, সোনা প্রস্তুতের গোপন বিদ্যা এই প্রভু দিয়েছেন তাঁর অনুসারীদের। এই প্রভু শিখিয়েছেন সেই অসভ্য জংলীদেরকে যে কী করে তৈরি করতে হয় এই সোনালি অর্থ আর সেটার বিনিময়ে বাণিজ্য করতে হয় অন্য গোত্রের সাথে। সোনা প্রস্তুত করতে গেলে মনপ্রাণ দিয়ে উপাসনা করতে হবে এই প্রভুর, তাঁকে স্বীকার করে নিতে হবে নিজের পরম আরাধ্য হিসাবে...'

এ পর্যন্ত এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে যায় দুজনেই। নিজেদের আজন্ম লালিত ধর্ম বিশ্বাস আর আস্থার বেদিমূলে হুট করেই যেন একটা আঘাত লাগে। আইদা আল্লাহর বান্দা আর জিনান অনুসারী ঈশ্বরের পুত্র যীশুর। সব কিছু ভুলে গিয়ে এখন উপাসনা করতে হবে অসভ্য জংলীদের উপাস্য এক দেবতার?

BanglaBook.org

বাইরে সম্ভবত ঝড় বেড়েছে অনেক বেশি। শাঁ শাঁ শব্দে কান পাতা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পতপত শব্দ করছে তাঁবু, যে কোন মুহূর্তে উড়ে যাবে...

'আমাকে পড়ে দেখতে হব সবকিছু, পড়ে দেখতে হবে প্রতিটি বর্ণ।'

কণ্ঠস্বর কাঁপে আইদার। জিনানের উজ্জ্বল সোনালি চুল আর স্বচ্ছ নীল চোখের দিকে তাকিয়ে যেন সাহস খোঁজার চেষ্টা করে নিজের মাঝেই। অদ্ভুত একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে জীবন। হাতে ধরে আছে এই বস্তু, যা চোখের পলকে বদলে দিতে পারে সবকিছু। কেবল সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেকে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সেই পরিবর্তন সে চায় কি চায় না। পরিবর্তন ভালো হবে না খারাপ, সেটা কেউ জানে না। সেটা জানার কোন উপায় নেই। পুরোটাই নিয়তির হাতে ন্যাস্ত।

পুস্তকটা আগাগোড়া লেখা আরবীতে। বর্তমানে প্রচলিত আরবীর চাইতে অনেক অনেক বেশি প্রাচীন এক আরবীতে। এই ভাষার পাঠোদ্ধার কেবল একজনই করতে পারবে, সে স্বয়ং। আর পারবে বলেই সাহস ঠিক সায় দিচ্ছে না মন। বারবার মনে হচ্ছে এই পুস্তকের বুকে এমন কিছু লুকিয়ে আছে, যা হয়তো এলোমেলো করে দেবে জীবনটা। ভয়ংকর কোন সত্যের সাথে ধাক্কা খেয়ে হয়তো থমকে যাবে জীবন।

বাইরে বাড়ে বাতাসের বেগ, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে চলে আইদা প্রাচীন সেই বইয়ের। অসংখ্য তত্ত্ব আর বিবরণ। অজানা অচেনা সকল উপাদানের বিবরণ আর প্রাচীন স্থানের বর্ণনা। আরবীয় এক নারী অ্যালকেমিস্ট কিছুক্ষণের জন্য বুঝি ভুলে যায় সে কে আর কী তাঁর উদ্দেশ্য। অপর এক মহান অ্যালকেমিস্টের কাজ মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে তাঁকে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পেরিয়ে সে শুধু খুঁজে চলে সেই ফর্মুলা, যেটা অর্জনের আশায় এত আয়োজন। সফলতার একদম শেষ প্রান্তে তাঁর নিজের গবেষণা। একটু... আর একটু কাজ বাকি কেবল। কোথাও কিছু একটা সূত্র হারিয়ে আছে, যত যাই করা হোক ঠিক যেন খাপে খাপে মিলছে না। আর সেই সূত্র তাঁকে খুঁজে দেবে এই বই। আইদার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর অসমাপ্ত গবেষণা শেষ করার পথ দেখাবে মহান আসাদালের লেখা এই পুস্তক, যার মলাট বাঁধানো মানুষের চামড়ায়।

'এবং আমি ঘোষণা করিতেছি যে এই পুস্তকটি প্রভুর নির্দেশিকায় রচিত...' লেখাগুলো জিনানকে পড়ে শোনায় নারী। 'প্রভুর অপরিসীম ক্ষমতার বাহক, অন্ধকার জগতের দরজার চাবি এই পুস্তক আমি রচনা করিলাম কেবল আর কেবল প্রভুর নির্দেশে। রচনা করিলাম তাঁদের জন্য, যারা পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহন করিবে উত্তপ্ত এক বসন্ত ঋতুতে। একই দিনে এবং একই সময়ে। কত বছর পরে তাহা আমার জ্ঞাত নহে, জানেন কেবল প্রভু। তিনি জানেন, হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় সেই নারী-পুরুষ পুনরায় মিলিত হইবে পরস্পরের সহিত, আরুর দেশ হইতে পুস্তকের খোঁজে আসিবে সেই বিদুষী, তাহার সঙ্গী হইবে বরফের দেশের এক ভাগ্যহত যুবক। মিলিত হইবে তাঁরা পুস্তকের অন্বেষণে, মিলিত হইবে তাঁরা পূর্ব জন্মের নিয়তির সূত্র ধরিয়া...'

BanglaBook.org

বিস্ময়ে থমকে যায় জিনান, মাথা কাজ করে না ঠিকমতো। 'এখানে আমাদের কথা লেখা!' ফিসফিস করে উচ্চারণ করে আপনমনে, যেন জোরে বললেই শুনে ফেলবে কেউ। 'এখানে আমাদের কথা লেখা, আইদা!'

'আ ... আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আসাদেল জানতেন একদিন আমরা আসব?'

'বিদুষী নারী, ভাগ্যের অন্বেষণে যুবক...এ দুজন আমরা ছাড়া আর কেউ নয়!... পূর্ব জন্মের নিয়তি... আমাদের এর আগেও কখনো জন্ম হয়েছিল?'

'আমার ধর্ম পুনরায় জন্মকে সমর্থন করে না!'

'আমার ধর্মও করে না। কিন্তু আমাকে ব্যাখ্যা করো, বুঝিয়ে বলো যে এই পুস্তকে কীভাবে লেখা এই ভবিষৎবাণী যে একদিন আমরা আসব?'

জবাব দিতে পারে না আইদা, আবার পড়তে শুরু করে। '... আমি শুধুমাত্র বাহক পরম আরাধ্য প্রভুর, কেবল আর কেবল মাত্র বাহক। প্রভুর নামে শপথ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে কেবল মাত্র তাহারা (বিদুষী নারী ও ভাগ্যাহত যুবক) ব্যতীত অপর কারো জন্য এই পুস্তক নহে। এই পুস্তক কথা বলিবে কেবল আর কেবল মাত্র তাহাদের সাথে, যারা এর দাবীদার। তাহারা ভিন্ন অপর কেউ এই পুস্তকের ফায়দা উঠাইবার চেষ্টা করা মাত্রই অভিশপ্ত হইবে, পুস্তকের সত্য বাহিরের পৃথিবীকে প্রকাশ করিবার জন্য কেউ জীবিত থাকিবে না। এই পুস্তকে প্রভু সেই প্রতিটি জ্ঞান একত্রিত করিয়াছেন যাহা তাহাদের (বিদুষী নারী ও ভাগ্যাহত যুবক) প্রয়োজন হইবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য। ইহায় আছে স্বর্ণ প্রস্তুতের প্রণালি, যে কোন রোগ হইতে আরোগ্য হইবার দাওয়া, আছে প্রভুর উপাসনায় নিজেদের উৎসর্গ করিবার পদ্ধতি। ইহায় লেখা রইয়াছে তাহাদের সবচাইতে বড় সমস্যার সমাধান, লেখা আছে তাহাদের ভবিষ্যৎ সন্তানের নির্বিঘ্ন জন্মের জন্য যা যা করিতে হইবে...'

এই পর্যন্ত পড়ে ঝোলাটার মাঝে আঁতিপাঁতি করে খোঁজে আইদা, যে ঝোলায় মিলেছে এই পুস্তক। সদ্য মৃত এক বেদুঈন সর্দারের ঝোলা, রক্ত বমি করতে করতে খানিক আগেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে যে। বাইরে মানুষের শোরগোল আর চিৎকার পৌঁছেছে চরমে। মৃত্যু আতঙ্কে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করছে সবাই। নিজেদের বেদুঈন জীবনে স্মরণ কালের সেরা ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে তারা।

বইটির লেখা অনুযায়ী একটি ছোট্ট মূর্তি থাকার কথা পুস্তকের সাথে, বই যেখানে মিলেছে সেখানেই মেলার কথা। আছে কি... আছে?

হ্যাঁ, মিলে যায় একটু খুঁজতেই। এক টুকরো সোনার ঝালর দেয়া কাপড়ে মোড়ানো, পুরো কাপড়টা জুড়ে সোনার কারুকাজ করা। একদম ছোট্ট একটি মূর্তি, হাতের তালুতেই রাখা যায় অনায়াসে। কুচকুচে কালো আবলুস কাঠ কুঁদে তৈরি, এত বছরে যার জৌলুস হয়নি একবিন্দু ম্লান। দেখতে ঠিক বইয়ের পাতায় আঁকা মূর্তির মতই... হুবহু এক!

BanglaBook.org

প্রভু... পরম আরাধ্য প্রভু!

হাঁটু ভেঙে মূর্তির সামনে বসে পড়ে আইদা, তাঁকে অনুসরণ করে জিনানও। কেননা পুস্তকে এমনটাই লেখা আছে। এতে লেখা আছে যে নিজেকে অর্পণ করে দিতে হবে প্রভুর পায়ে আর তারপর প্রভু দেখাবেন পথ।

সত্যি কি প্রভু পথ দেখাবেন?

সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে কেবল সময়। আপাতত প্রচণ্ড ঝড়ের একটা রাতে পরস্পরের হাত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে অদ্ভুত দর্শন এক মূর্তির সামনে বসে থাকে দুজন তরুণ তরুণী। আরবীয় মেয়েটির মনে হয় যে পাশে বসা মানুষটা রয়েছে তার অস্তিত্ব জুড়ে। আর বরফের দেশের তরুণটির মনে হয় যে অবশেষে মিলে গেছে ভাগ্যের খোঁজ। ভাগ্য তার ঠিক পাশেই এই মুহূর্তে, ভাগ্য নীল বোরখায় ঢাকা তরুণীর সাথে।

বাইরে যখন প্রবল আর প্রচণ্ড ঝড়ে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে, প্রাচীন সেই সেই তরুণ-তরুণী তখন তাকিয়ে থাকে পরস্পরের চোখে চোখে রেখে। মনে পড়ছে... পরস্পরের চোখে যেন তাঁরা পড়ে নিচ্ছে অতীতের প্রতিটি জীবন। প্রতিটি জন্ম, প্রতিটি মৃত্যু, প্রতিটি ভালোবাসার কাহিনী... মনে পড়ে যাচ্ছে সব, পরস্পরের চোখের তারায় যেন দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে যাচ্ছে। কতশত নাম, কতশত পরিচয়, কত আনন্দ-বেদনার অন্তহীন কাব্য...

এবং থিও আর লীমা!

সেই থিও আর লীমা, ভালোবাসার খাতিরে মিলিত হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পুনর্জন্মের এই যাত্রায় পথচলা শুরু করেছিল যারা। প্রভুকে সাক্ষী রেখে, সাক্ষী রেখে মহাকালকে।

থিও আর লীমা...

পরস্পরকে হত্যা করেছিল যারা আর ওয়াদা করেছিল যে পৃথিবীর বুকে তাঁরা ফিরে আসবেই। বারবার আসবে মানুষের রূপে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলে যাচ্ছে তাঁদের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য আর পৃথিবীর বুকে জন্ম নিচ্ছে তাঁদের সন্তান।

থিও আর লীমা থেকে জিনান ও আইদা পর্যন্ত... সহস্র সহস্র জীবন, সহস্র সহস্র গল্প। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে পড়ে নিতে থাকে তাঁরা। জানতেও পারে না যে খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে তাঁদের সময়। যখন যখন তাঁরা জেনেছে পরস্পরের আসল পরিচয়, যখন যখন মুখোমুখি হয়েছে বড় বিচিত্র আর ভয়ানক সেই সত্যের, তখন তখন নিয়তি আর প্রকৃতির ষড়যন্ত্রের সামনে হার মানতে হয়েছে। বারবার পৃথক হয়ে যেতে হয়েছে। এবং এবারো এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। আবারও জিতে যাবে নিয়তি আর প্রকৃতি, তবে শেষবারের মতো।

চোখে চোখ রেখে পরস্পরকে আগাগোড়া জেনে নেয় সুপ্রাচীন সেই মানব-মানবী আর বাইরে বাড়তে থাকে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন সেই রাত।

BanglaBook.org

এবং আরও কিছুটা সময় পেরিয়ে যাবার পর... পনেরোশো শতকের শেষ দিকে, তৎকালীন জার্মানি।

শেষ মুহূর্তে এসে সবকিছু হারিয়ে ফেলার ভয়ে তীব্র দিশাহারা একটা ভাব ফুটে আছে আইদার চোখেমুখে। মুখটা দেখে বুকের মাঝে হাহাকার করে ওঠে জিনানের। ভুল করে ফেলছে... ভীষণ বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। কিছুতেই উচিত হয়নি আইদাকে এখানে নিয়ে আসা। একদম উচিত হয়নি... কিন্তু না এনেই বা কী করত? আইদার দেশেও যে তাঁদের টিকে থাকার কোন উপায় ছিল না। উক্ত মুসলিম সমাজে ব্যাভিচারের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল তারা দুজন। একজন মুসলিম নারী ও খ্রিষ্টান পুরুষের ভালোবাসা সেই সমাজ বুঝতে পারেনি। জ্যান্ত অবস্থায় পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল।

প্রেয়সীর মুখটা দেখে হাহাকার করে ওঠে জিনানের বুকের মাঝে। তীব্র, অন্তহীন এক হাহাকার যার ব্যাখ্যা কিছুতেই দেয়া সম্ভব না। কতক্ষণ সময় আছে তাঁদের হাতে? ১০ মিনিট, ২০ মিনিট, ৩০ মিনিট? খুব বেশি হলে তাই। আর তারপরই আসবে এই পৃথিবীর তথাকথিত মানুষের দল, ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তারা আইদাকে। আর পুড়িয়ে মারবে ডাইনি হবার অভিযোগে! ঠিক বিগত প্রতিটি জীবনের মতই এবারো নিয়তি জিতে গেছে তার কুটিল খেলা খেলে। এবারো ঠিক ঠিক নিয়তি আর প্রকৃতির ষড়যন্ত্রের সামনে হার মেনে নিতে হচ্ছে তাঁদের, এবারো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তারা...

কী দোষ এই মেয়েটির? এই রোগে-শোকে ভরা সমাজে একটুখানি চিকিৎসার আলোই তো সে নিয়ে এসেছিল। আরোগ্য করে তুলেছে না জানি কত অসুস্থকে, কত গর্ভবতীর জীবন রক্ষা করেছে, কত শিশুকে বাঁচিয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। আর সেটার মূল্য এখন তাঁকে জীবন দিয়ে শোধ করতে হবে?

রোগ-শোক হচ্ছে ঈশ্বরের অভিশাপ, ক্রোধ প্রকাশের মাধ্যম। রোগ-শোকের চিকিৎসা করার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া। অন্তত এই অন্ধ, মূর্খ সমাজ এটাই মনে করে। আর যারা রোগ শোকের চিকিৎসা করে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে, কালো জাদুর চর্চা করে, অশুভ বার্তা বহন করে। সুতরাং তারা ডাইনি। আর ডাইনির জন্য বরাদ্দ অত্যাচার করে করে তিল তিল মৃত্যু, যার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা। প্রথমে অত্যাচার করা হয়, তারপর ক্রুশে চড়িয়ে

BanglaBook.org

দেয়া হয়, আর তারপর চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে ডাইনির মৃত্যু দৃশ্য উপভোগ করেন তথাকথিত ধর্মান্ধ মানুষেরা।

আর কিছু সময়ের অপেক্ষা কেবল, তারপর আইদারও হবে ঠিক এই পরিণতি আর কিচ্ছু করতে পারবে না সে। বাড়ির বাইরে জড়ো হয়ে গিয়েছে উন্মত্ত জনতার দল, চেষ্টা করছে লোহার মূল ফটক ভেঙে ফেলার। কিছুক্ষণের মাঝেই ভেঙে ফেলতে পারবে তারা আর টেনে হিঁচড়ে বের করবে আইদাকে। নির্মমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে হত্যা করবে সেই মেয়েটিকে, যে কিনা সকলের জীবন বাঁচিয়েছে।

'প্রতিবার প্রিয়, প্রতিটা বার আমরা আলাদা হয়ে যাই এভাবেই।' অশ্রু সজল চোখে বলে আইদা। 'প্রভুকে সাক্ষী রেখে আমরা বিয়ে করেছি, মহাকালের অনুমতি ক্রমে আমরা বিয়ে করেছি। তবুও এই সমাজ আমাদের মেনে নিতে রাজি নয়, তবু নিয়তি একটু ছাড় দিতে রাজি নয়। প্রতিটি জীবনে মর্মান্তিক করুণ মৃত্যুই আমাদের ভাগ্যে বরাদ্দ করেছে প্রকৃতি, আমাকে পৃথক করে রেখেছে তোমার মিলন থেকে... কিন্তু কেন?... কেন এই নিষ্ঠুরতা আমাদের সাথে?'

ভালোবাসার মানুষটিকে বুকে টেনে নেয় জিনান, অশ্রুসজল চোখে চুমু খায় কপালে। 'কারণ তুমি আমাদের সন্তানের বাহক, প্রিয়া। আর নিয়তি ও প্রকৃতি চায় না এই সন্তান পৃথিবীর আলো দেখুক। তারা চায় না আমাদের সন্তান বেঁচে থাকুক। কিন্তু এবার আর আমরা হার মানব না... কিছুতেই না। হ্যাঁ, এই জীবনের মতো ওরা আমাদের পৃথক করে দিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আগামী জীবনে অবশ্যই আমরা মিলিত হবো। অবশ্যই।'

ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে ওক কাঠের আগুন, ঘরের মাঝে সেই আগুনের মৃদু আলো কেবল। ফায়ার প্লেসের ঠিক ওপরেই সোনার আসনে রাখা প্রভুর মূর্তি। সেই প্রভু, যিনি আলো দেখিয়েছেন এই দুই নর-নারীকে। লক্ষ্য বছর আগে যে প্রভুর পায়ে নিজেদের আত্মা সমর্পিত করেছিল এই মানুষ দুটি।

'প্রভুর নামে শপথ করে বলো, আইদা। শপথ করে বলো যে আমি যা বলব ঠিক তাই করবে তুমি।'

'তুমি যা বলবে, আমি তো সর্বদাই তাই করি প্রিয়।'

'না, আইদা। শপথ করো। আমাদের হাতে সময় নেই, শপথ করো প্রিয়া।'

'শপথ করছি আমার প্রভুর নামে, প্রিয়তমর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো আমি। তিনি যা বলবেন সেটাই আমার ঈমান, তিনি যা চাইবেন সেটাই আমার ধর্ম। তাঁর নির্দেশ আমার জীবনের শেষ বাক্য।'

আরও একবার প্রিয়তমাকে চুমু খায় জিনান, দুহাতে মুখটা আঁকড়ে ধরে বলে। 'যতক্ষণ আমরা মানুষ, ততক্ষণ আমরা পেরে উঠবো না প্রকৃতির সাথে। আমাদের এমন একটা কিছুতে রূপান্তরিত হতে হবে, যা প্রকৃতির বাইরে। এবং যেটার ওপরে প্রকৃতির নেই কোন নিয়ন্ত্রণ...'

BanglaBook.org

'যেমনটা প্রভু জানিয়েছে আসাদেলের লেখা সেই বইতে!'

'হ্যাঁ, যেমনটা প্রভু জানিয়েছেন আসাদেলের লেখা সেই বইতে! ঠিক তাই করতে হবে আমাদের। আমাদের মাঝে একজনকে রূপান্তরিত হবে প্রকৃতির বিরুদ্ধ এক শক্তিকে। এমন এক শক্তি, নিয়তির কুটিল চাল যার সাথে পেরে উঠবে না। প্রকৃতি যার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।... আমি জানি প্রিয়া, এটা খুব নির্মম। কিন্তু এটা আমাদের করতে হবে। এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই আমাদের। কোন পথ খোলা নেই।'

জিনানকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আইদা। 'না না না... এভাবে না... কোনভাবে না। এই জীবনেই বাঁচব আমরা। এই জীবনেই!'

'তুমি জানো প্রিয়া, সেটা আর সম্ভব নয়। ওরা পৌঁছে গেছে, আর একটু পরই এই জীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো আমরা। কেন আমাদের জীবনের ওপরে ওদের অধিকার দেব? কেন? বরং এমন কিছু করে যাবো, যা নিশ্চিত করবে আমাদের ফিরে আসা। যা নিশ্চিত করবে আগামী জন্মে আমাদের মিলন।'

'কিন্তু প্রিয়, প্রভু তাঁর পবিত্র পুস্তকে যা বলেছেন, সেটা তো...'

'কোন কিন্তু নয়। কোন দ্বিধা নয়।' স্ত্রীর স্ফীত উদরে পরম মমতায় হাত বোলায় জিনান। 'আমাদের জন্য না হোক, আমাদের সন্তানের কথা ভাব। কী দোষ ওর যে প্রতিবার পৃথিবীতে আসার আগেই এভাবে চলে যেতে হয়? কী দোষ ওর যে ভ্রূণ অবস্থায় হত্যা করা হয় ওকে? আমাদের জন্য না হোক, আমাদের সন্তানের কথা ভাবো, প্রিয়া... একবার ভাবো...'

ডুকরে কেঁদে ওঠে আইদা। 'আমি পারব না, প্রিয়। আমি পারব না!'

'তোমাকে পারতে হবে। আর এটা কান্নার সময় নয়, এটা আমাদের বিজয়ের সময়। এটা আমাদের নিশ্চিত জয়ের আগের ধাপ। অন্ধকার সবচাইতে কালো হবার পরেই তো সকালের আলো আসে। আমি এই সুখ নিয়ে মরে যাবো যে শেষ হবে আমাদের অনন্ত জন্মের এই ধারাবাহিকতা। আগামী জীবনটাই আমাদের শেষ জীবন হবে। আর সেই জীবনে একসাথে থাকবো আমরা... শেষ দিন পর্যন্ত।'

প্রিয়তম পুরুষের কপালে গভীর ভালোবাসায় চুম্বন করে আইদা। গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করে, 'স্বামী!'

'সবচাইতে কঠিন কাজটা তোমাকে করতে হবে, প্রিয়া।' ফিসফিস করে বলে জিনান। 'ওরা পৌঁছে গেছে, যা করতে হবে এখনই... আর দেরি করা চলবে না, একটুও না...'

বলতে বলতে নিজের বুকের মাঝে গভীর একটা ছোরা গেঁথে দেয় জিনান আর তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে যন্ত্রণায়। 'বিদায় প্রিয়তমা... আবার দেখা হবে, জীবনের ওপারে... আবার দেখা হবে...'

স্বামীর রক্তাক্ত দেহ বুকে আঁকড়ে পাথরের মতো বসে থাকে আইদা, ঘটনার

BanglaBook.org

আকস্মিকতায় কাঁদতেও ভুলে যায় যেন। মারা যাচ্ছে জিনান, মারা যাচ্ছে পৃথিবীর বুকে তাঁর সবচাইতে ভালোবাসার মানুষটি। কিন্তু এই মৃত্যুকে, এই আত্মত্যাগকে সে বৃথা যেতে দেবে না। তাঁকে পান করতে হবে স্বামীর বুকের তাজা রক্ত... প্রভুর নামে শপথ করে পান করতে হবে... তাঁকে শুষে নিতে হবে জিনানের বুকের প্রতিটি রক্ত বিন্দু...

এই আকাঙ্ক্ষায় যে আগামী জীবনে এক পিশাচী রূপে জন্মগ্রহন করবে সে। এক দানবী রূপে, যার সামনে পরাজিত হবে প্রকৃতি আর নিয়তি!

দরজার ঠিক বাইরে শোরগোল এখন, শোরগোল উন্মত্ত জনতার। সময় নেই... আর সময় নেই... সময় নেই একটুও...

জিনানের দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আইদা, ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের অস্তিত্বের সমস্ত অন্ধকারকে একত্রিত করে। এবং...

এবং সূচনা হয় তাঁদের লক্ষ বছরের কাহিনীর সর্বশেষ অধ্যায়ের!

এবং বর্তমান সময়ের ঢাকা, কোন এক অলিগলির ঘুপচি এক বাড়িতে...

সেলিম। ঢাকা শহরের অখ্যাত এক মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্রের এক সাধারণ ওয়ার্ড বড় সেলিম, যে মাত্র একটি ভুল করেছিল। আর সেই একটি ভুল ওলোট-পালট করে দিয়েছে তাঁর জীবন। সে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল সেই নিষিদ্ধ মানুষের প্রতি, যাকে করা হয়েছিল সবার জন্য নিষিদ্ধ। সে চোখ রাখার সাহস করেছিল সেই ছোট্ট একটু দরজার ফুটোয়, যেখানে দেখার কথা ছিল না তাঁর। সে কথা বলার চেষ্টা করেছিল অন্ধকারের সেই মানবীর সাথে, যার উপস্থিতিতে শিউরে ওঠে পৃথিবীর সকল অশুভতা।

এবং এখন...

এখন সেই ধৃষ্টতার মূল্য পরিশোধ করতে হবে তাঁকে। জীবন দিয়ে শোধ করতে হবে। সে দেখতে চেয়েছিল সেই পিশাচী দৃষ্টি, আর এখন সেই কুহকীনি দখল করে নিয়েছে তাঁর অস্তিত্ব। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার মন ও শরীর। শরীরটা তাই করছে, যা তাঁকে করবার হুকুম করা হয়েছে।

একটা চিকন চাকু হাতে নিজের ঘুপচি ঘরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঁপতে থাকে সেলিম। সে জানে এরপর কী হতে যাচ্ছে, সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে এরপর কী হবে!

BanglaBook.org

কিন্তু কিছুই করার নেই তাঁর। বলা ভালো, কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই। তাঁর শরীর নিয়ন্ত্রণ করছে এখন সেই পিশাচী, যার চোখে চোখ রাখার অভিশপ্ত কাজটি করে ফেলেছিল সে।

সেই পিশাচী, পৃথিবীর সমস্ত অশুভতা যার সামনে ম্লান হয়ে যায়, মহাকাল থমকে দাঁড়ায় আতঙ্কে। যার দৃষ্টি দেখে নেয় মানুষের অন্তরাত্মা পর্যন্ত আর দখল করে নেয় চেতনা। সে কেবল তাকিয়ে দেখেছিল তাঁর চোখের দিকে আর পিশাচী মুহূর্তের মাঝে দখল করে নিয়েছে তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব। নিজের কোন কিছুই এখন আর তাঁর নেই। না শরীর, না মস্তিষ্ক, না চেতনা। পিশাচী থাবা বসিয়েছে সেলিমের অস্তিত্বে, প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁর সিংহভাগে। সেলিমের খোলসে এখন সে কেবলই পিশাচীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটা শরীর।

এখন আর চোখ দিয়ে অশ্রুও নামে না, কেবল তীব্র কাঁপুনি ওঠে শরীরে। সেলিম জানে এরপর কী হবে, এই ধারালো চাকুটা কেটে ফেলবে তাঁর কব্জি! ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে, প্রচণ্ড যন্ত্রণার কাতরাবে সে, বেঁচে থাকার জন্য ছটফট করবে। কিন্তু গলা দিয়ে বের হবে না কোন আওয়াজ, কেউ ছুটে আসবে না, বন্ধ দরজার এপাশে একলা একলা মরে পড়ে থাকবে সে। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ জানবে একটি মিথ্যা কথা। তারা জানবে যে সেলিম নামের কমবয়সী ওয়ার্ডবয় ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে। নিজের কব্জি নিজেই কেটে নিজেকে তিলতিল করে মেরে ফেলেছে সে। খুব সহজ আর সাধারণ আত্মহত্যা!

সেলিম চিৎকার করতে চায়। চিৎকার করে জানাতে চায় পৃথিবীকে যে এটা আত্মহত্যা নয়, খুন! খুন করা হচ্ছে তাঁকে। অখ্যাত এক মানসিক হাসপাতালে বন্দী এক পিশাচী খুন করছে তাঁকে। সেই পিশাচী নিয়ন্ত্রণ করছে তাঁর দেহ, তাঁর প্রতিটি কর্ম। এবং নিজের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতেই এখন শেষ করে দিচ্ছে সে সেলিম নামের তুচ্ছ ছেলেটির শরীর।

... নিজের কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়ানো দেখে সেলিম। তাকিয়ে দেখে অসহায়ের মতো। তাঁর একটি হাত কী অবলীয়ায় কেটে ফেলল আরেকটি হাতের রগ। তাঁর নিজের দেহ, নিজের হাত। অথচ কিচ্ছু করতে পারলো না সে। কিচ্ছু না...

তীব্র যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ার আগে সেলিমের শুধু মনে হয়...

মনে হয় যে কেবল তার জীবনের শেষ দিন নয় আজ, বরং ভীষণ অশুভ একটা কিছুর সূচনা। ভয়ংকর একটি কাজ করিয়েছে তার শরীরটা দিয়ে সেই পিশাচী। এমন ভয়ংকর যে বিপর্যয় ঘটেছে জাতীয় গ্রিডে, বিদ্যুৎ নেই শহরের কোথাও। শহর দূরে থাক, বিদ্যুৎ পাবে না সমগ্র বাংলাদেশ। না, এখন, আর না পরে। দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রাচীন সময়ে ফিরে যাচ্ছে এই পৃথিবী। সেই প্রাচীন সময়ে, যখন অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম ছিল ধরণীর বুক জুড়ে...

BanglaBook.org

আর একটু সময়ের অপেক্ষা কেবল। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার দিকে। সন্ধ্যা গড়িয়ে নামবে রাত। গোটা শহর ডুবে যাবে অন্ধকারে। একটু একটু করে ফুরিয়ে আসবে মজুদ জ্বালানি, নিভে যেতে থাকবে আলোগুলো। এবং তখন...

এবং তখন নিজের আধিপত্য বিস্তার করবে এই পিশাচী। অন্ধকারের শরীরে ভর করে নিজের হারানো শক্তি ফিরে পাবে সে, যে শক্তি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয় তীব্র আলো।

নিজের সরূপে ফিরে আসবে সেই কুহকিনী...

ফিরে আসবে নিজের সমস্ত অশুভ শক্তিকে সাথে করে!

চোখ বন্ধ করার আগে সেলিম শেষ দেখতে পায় আকাশে কুণ্ডলী পাকানো কালচে মেঘের সারি। ঝড় আসছে! ডিসেম্বর মাসের শীতে ঝড়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে প্রকৃতি। তীব্র, প্রচণ্ড, ভয়ানক এক ঝড়।

সেলিম জানে না যে এই ঝড় প্রকৃতির ভয়ের লক্ষণ। সেলিম জানে না যে লক্ষ লক্ষ বছরের পথ পরিক্রমায় প্রকৃতি আজীবন বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুটি অস্তিত্বের মিলনে এবং এবারো সে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

আয়ানের বহুতল ভবনের ফ্ল্যাট থেকে সমগ্র শহরটাকে মনে হয় যেন পায়ের নিচে। জানালায় দাঁড়ালে মনে হয় সে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে, আর অনেক অনেক নিচে নিস্তব্ধ পড়ে আছে কংক্রিটের শহরটা। এত এত উপরে এই ফ্ল্যাট যে নিচের কোন শোরগোল এসে পৌঁছায় না কান পর্যন্ত। এখানে কেবলই অটুট নীরবতা... অপার শান্তি... নিঃশ্বাসের ফিসফাস।

অনেক অনেক নিচে শহরটা আজ রাতে অন্ধকারে ঢাকা। তিল তিল করে ক্রমশ বাড়ছে অন্ধকার, একটু একটু করে নিভে যাচ্ছে টিমটিমে জ্বলে থাকা আলোগুলো। আজ রাতে বিদ্যুতের আলো নেই শহরের কোথাও। ব্যাক আপ পাওয়ার সিস্টেমের ক্ষমতা ফুরিয়েছে আগেই, আয়ান শুনতে পেয়েছে যে জেনারেটর চালাবার মতো তেল মিলছে না শহরের কোথাও, কেরোসিন কিংবা মোমবাতির মূল্য আকাশ ছোঁয়া।

আর একটু... আর একটু সময়ের অপেক্ষা।

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে, আর খানিক বাদেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়তে শুরু করবে নগরবাসী। নিভে যাবে অবশিষ্ট আলোর ইশারাগুলো, নিদ্রা দেবীর কোলে

BanglaBook.org

হারিয়ে যাবে নশ্বর মানব সন্তানদের চেতনা। একটা গাঢ় অন্ধকার রাতের সামনে আত্ম সমর্পণ করবে তাঁরা আগামীকালের সকালের অপেক্ষায়।

এবং তখন...

ফিরে আসবে সে। ফিরে আসবে নিজের প্রিয়তমর কাছে। ফিরে আসবে নিজের ভালোবাসার কাছে। সেই ভালোবাসার পুরুষের কাছে, যে লক্ষ লক্ষ বছর যাবত অটল দাঁড়িয়ে একজনের অপেক্ষায়। যে অপেক্ষার ফুরোবে আজ... ফুরোবেই!

না, এখন আর কোন দ্বিধা নেই। আর না আছে কোন সংশয়। জন্ম জন্মান্তরের কাহিনী পেরিয়ে আয়ান এখন জানে সে কে, সে কী, কেন জন্ম তাঁর আর কী কাহিনী লক্ষ বছরের প্রাচীন সেই জীবনের। আয়ান এখন সব জানে। প্রতি ইতিহাস, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি অনুভব, প্রতিটি সত্য। আয়ান এখন জানে যে কাকে ছাড়া তাঁর কোন জীবন ছিল না, আর তাঁকে ছাড়া কার কোন অস্তিত্ব নেই।

লীনা... লীনা... আকাশলীনা...

আজ সে আসবে... আসবেই! যতই আজ প্রকৃতি নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করুক, যতই আজ নিয়তি খেলুক তাঁদের ক্রুর চাল... সে আজ আসবে। আসবেই! প্রকৃতি আর নিয়তি এবার আর জিততে পারবে না কিছুতেই। লক্ষ বছরের অপেক্ষার পথ পাড়ি দিয়ে আজ সে আসবে... আসবেই!

কালি গোলানো অন্ধকার আজকের রাতের বুকে, ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ-তারার দল। কালচে লাল মেঘ স্তুপে স্তুপে জড়ো হচ্ছে আকাশের বুক জুড়ে, ক্ষণিকের বিদ্যুৎ চমকে দেখা যাচ্ছে তাঁদের ভয়াল চেহারা। বাতাসের বেগ বাড়ছে একটু একটু করে, কিছুক্ষণ পরপরই বাজ পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে।

এবং ক্রমশ এগিয়ে আসছে সেই আওয়াজ। যেন বহন করে নিয়ে আসছে "তাঁর" পদধ্বনি, জানান দিচ্ছে "তাঁর" আগমন বার্তার। আজ সে আসবেই, সারা পৃথিবীর সকল বাঁধা তুচ্ছ করে আজ সে আসবেই...

পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারে আয়ান যে সায়মা কী করছে। সায়মা টেক্সট মেসেজ পাঠাচ্ছে, মানসিক হাসপাতালের লোকেদের। খুব সহজ একটি কৌশল বেছে নিয়েছে সে আকাশলীনার সাথে আয়ানের দূরত্ব তৈরি করার। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে, আয়ানকে মানসিক ভাবে অসুস্থ বা মাদকাসক্ত প্রমাণ করে দেয়া। খুব সূক্ষ্মভাবে প্রেমিকের বিরুদ্ধে এই চাল চেলেছে সে। তাঁর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছে, অতীতে আয়ানের মানসিক সমস্যার সূত্র ধরে খুব সহজেই বুঝিয়ে ফেলেছে সে মাদকাসক্ত আয়ান এবং তাঁর খুব ভালো চিকিৎসা প্রয়োজন।

একবার রিহ্যাবে পৌঁছে গেলে বিনা শ্রমে সায়মার সব ইচ্ছা পূরণ। না সেখানে কোন কম্পিউটার আছে, না ইন্টারনেট, না সেল ফোন। আর এগুলো নেই মানে আকাশলীনার সাথে কোন যোগাযোগও নেই, হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং

ক্রমাগত ওষুধ আর নানান রকম চিকিৎসায় আবারও হয়তো আয়ান ভুলে যাবে এই সময়ের স্মৃতি। নিজের সত্যিকারের স্মৃতি ভুলে আবারও আগের সেই আয়ান রূপে ফিরে আসবে স্বাভাবিক জীবনে।

নির্বোধ মেয়ে! তাঁর কোন ধারণাই নেই যে "আয়ান" শুধু আয়ান নয়। সে থিও, আক্সিওকাস, জিনান, মানেথো ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। শত সহস্র নাম, কিন্তু মানুষ সে একজনই। একটি মাত্র অস্তিত্ব, একটি প্রাচীন অস্তিত্ব... যার জন্ম হয়েছে কেবল আর কেবল আকাশলীনার জন্য।

আকাশলীনা, কিংবা লীমা। কিংবা সেফ্রেন, ইউমেলিয়া, আইদা... যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাঁর পরিচয় কেবল একটিই। প্রেমিকা সে। লক্ষ বছরের প্রাচীন এক পুরুষ অস্তিত্বের প্রেমিকা সে। প্রেমিকা, স্ত্রী, সন্তানের গর্ভধারিণী। পুরুষটির হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বরী।

রাত বাড়ে, খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে পুরুষ। অপেক্ষায়! কখন বাড়বে রাত... গভীর হবে, আরও গভীর। নিচে যাবে শহরের বুকে শেষ আলোক বিন্দুটিও। নিভে যাবে "তাঁর" সেই ঘুপচি কারাগারের কুৎসিত বৈদ্যুতিক বাতি!

অনাবৃত কাঁধে একটা আলতো স্পর্শ সায়মার।

'আয়ান...'

নিজেকে সরিয়ে নেয় না আয়ান। বরং তাকায় বেশ কোমল দৃষ্টিতে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা পোশাক পড়েছে সায়মা, শরীরের প্রায় পুরোটাই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। সায়মার প্রেমিক সেই আয়ানের এমন পোশাক খুব পছন্দ ছিল।

পরিষ্কার বুঝতে পারে পুরুষ যে সামনে দাঁড়ানো নারী কী চায়। মনে হয় যেন সায়মার মনের ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে নিতে পারছে সে। আরও ঘনিষ্ঠ হয় সায়মা, আসে নিঃশ্বাসের একান্তে।

'তুমি তো আমাকে ভালোবাসো, তাই না?'

'আয়ান একজনকেই ভালোবাসে।'

কথাটার ব্যাখ্যা হয়তো নিজের মতো একটা কিছু দাঁড় করিয়ে নেয় নারী। তাই বলে, 'তাহলে কেন এমন করো? কেন ডাক্তারের কাছে যেতে চাও না? এভাবে কেন আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছ তুমি? কেন?'

'আমি কোন ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি না, অতীতকে সংশোধনের চেষ্টা করছি কেবল!'

'আবার! আবার সেই আবোল তাবোল প্রলাপ বকতে শুরু করলে তুমি!'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না আয়ান। প্রয়োজন আসলে নেইও। কে কী ভাবল। কে কী করলো এসবে কিছু যায় আসে না আয়ান। আয়ান জানে, সায়মা তাঁর কিচ্ছু করতে পারবে না। সায়মার প্ল্যান সফল হবার আগেই বদলে যাবে দৃশ্যপট। বদলে যাবে চিরকালের গৎবাঁধা সেই সমাপ্তি...

BanglaBook.org

নীরবতার সুযোগে আরও কাছে আসে সায়মা। এত কাছে যে তাঁর নরম স্তনের ছোঁয়া লাগে আয়ানের বুকে, চুলের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়, অনুভব করা যায় শরীরের উষ্ণ উত্তাপ। একটি নারী শরীর... একটি আকর্ষণীয়, অপূর্ব সুন্দর নারী শরীর...

আকাশলীনার খাদ্য হবার জন্য একটি নিখুঁত নারী শরীর!

আয়ান অবশ্য তখনও জানে না যে সায়মার পরিণতি হবে ঠিক সেটাই, যেটা আকাশলীনার স্বামীর হয়েছিল। ভুল সময়ে, ভুল স্থানে, ভুল মানুষের জীবনে উপস্থিত থাকার খুব চড়া মাশুল দিতে হবে তাঁকে।

খুব বেশি চড়া মাসুল!

হুট করেই হারিয়ে যায় জেনারেটরের কুৎসিত গর্জন।

হ্যাঁ, সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে গেছে জেনারেটর, দপ করে নিভে গেছে রিসেপশনে জ্বলতে থাকা টিমটিমে আলোটা। বিগত এতগুলো বছরে এই প্রথম এমনটা ঘটল, এই প্রথম এই হাসপাতালে নিভে গেলো সব আলো। এখানে খুব কঠোর নিয়ম আছে, কোন পরিস্থিতিতেই অন্ধকার করা যাবে না। বিদ্যুৎ থাকুক, না থাকুক, যাই ঘটুক না কেন আলো জ্বলবে আর জ্বলতেই হবে। বিশেষ করে সেই কামরায়...

ভয়ের একটা স্রোত বয়ে যায় সুপারভাইজার মহসীন সাহেবের শিরদাঁড়া বেয়ে। জেনারেটর বন্ধ মানে ওই কামরাতেও নিভে গেছে আলো। আর ওই কামরাতে আলো নেই মানে...

আতঙ্কে জমে বরফ হয়ে যান তিনি, মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। আজ ৮ বছর যাবত এই হাসপাতালের সুপারভাইজার তিনি। এবং ওই বিশেষ কামরার রোগীকে এখানে আনার পর একবারই মাত্র নিভে গিয়েছিল আলো, অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল সম্পূর্ণ হাসপাতাল কয়েক মিনিটের জন্য। এবং সেদিন কী হয়েছিল সে কথা আজও মনে হলে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

৫ মিনিট... মাত্র ৫ মিনিটের জন্য নিভে গিয়েছিল আলো। ইলেক্ট্রিসিটি চলে যাবার পর আইপিএস জ্বলে ওঠেনি, জেনারেটর চালু করতে সময় লাগছিল... এবং সেই মাত্র ৫ মিনিটে পিশাচী দেখিয়ে দিয়েছে নিজের খেল...

আলো যখন ফিরে এলো, তখন তাঁর কামরার লোহার গেটটা পরে আছে দোমড়ানো মোচড়ানো অবস্থায়, প্যাসেজ থেকে রক্তের একটা লাল রেখা চলে গেছে তাঁর কামরা পর্যন্ত। একটা লাশকে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন ছিল সেটা, হাসপাতালের

BanglaBook.org

একজন কমবয়সী ওয়ার্ড বয়ের মৃতদেহ ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার প্রমাণ। এবং ওই খুপরি কামরায় ছেলেটার বুকের ওপরে বসে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছিল সেই পিশাচী...

কী করবেন বুঝতে পারেন না মহসীন সাহেব। ইচ্ছা হয় ছুটে পালিয়ে যেতে। জেনারেটরের তেল পাওয়া যায়নি, অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। কিন্তু মোমবাতির মজুত তো রাখা হয়েছে। এখনো জ্বলছে না কেন সেগুলো? কেউ জ্বেলে দিচ্ছে না কেন সবগুলো হারিকেন আর মোমবাতি? কিন্তু এসবের ক্ষীণ আলো কি পারবে সেই অন্ধকারের পিশাচীকে ঠেকিয়ে রাখতে? পারবে না!

বিভিন্ন কামরায় রোগীদের চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। ওয়ার্ড বয় আর নার্সদের হুটোপুটির আওয়াজ পাচ্ছেন। সব মিলিয়ে একটা ভয়াবহ জগাখিচুড়ি অবস্থা। তিনি জানেন, তাঁকে কিছু একটা করতে হবে। এখনই করতে হবে। কিন্তু কী করবেন, সেটাই বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। ওই পিশাচীর কামরার সামনে আলো জ্বেলে নিয়ে যাওয়ার সাহস তাঁর নেই। তিনি জানেন যে এই ক্ষীণ আলো ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না সেই অশুভ সত্ত্বাকে... কিছুতেই পারবেন না!

আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে নিজের প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেন মহসীন সাহেব। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকেন হাউমাউ করে। তাঁর অন্তরাত্মা জমে হিম হয়ে গেছে। তিনি সাধারণ মানুষ। এত ভয়ংকর চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই!

এবং অখ্যাত সেই মানসিক হাসপাতালের বিশেষ কামরাটিতে...

আলোর সব ইশারা নিভে যেতেই জেগে ওঠে সে, জেগে ওঠে নিজের সমস্ত প্রচণ্ডতা নিয়ে। আড়মোড়া ভাঙে তাঁর দীর্ঘদিনের অকেজো শরীরটা, শিকারের জন্য প্রস্তুত শ্বাপদের মতো টানটান হয়ে ওঠে তাঁর সমস্ত পেশী।

দীঘল চুলগুলো ছাড়া শরীর ঢেকে রাখবার অন্য কোন আবরণ নেই। অবশ্য সেটার প্রয়োজনও নেই। বহুকাল বাদে মুক্তির আনন্দ মাখা তাঁর গোটা অস্তিত্বে। লক্ষ বছরের পথ পেরিয়ে আজ সে মুক্ত... আজ সে মুক্ত প্রকৃতি আর নিয়তির কুৎসিত অভিশাপ আর ক্রুর চাল থেকে... আজ সে মুক্ত প্রিয়তমর কাছে ছুটে যাবার জনও...

অন্ধকার এই নগরীতে আজ কেবল অশুভতার রাজত্ব কায়েম হবে। অন্ধকার এই নগরী আজ সাক্ষী হয়ে থাকবে তাঁদের ভালোবাসার। তাঁর এবং থিওর। তাঁর এবং আক্সিওকাসের। তাঁর এবং জিনানের, তাঁর এবং মানেথোর, তাঁর এবং আয়ানের... পরস্পরের শত সহস্র অযুত নিযুত জন্মের সকল অস্তিত্ব আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে তাঁরা চিরকালের জন্য। ঠিক যেমনটা নির্ধারণ করে রেখেছে মহাকাল।

লম্বা করে নিঃশ্বাস টানে সে।

আহ, রক্ত! তাজা, উত্তপ্ত, গাঢ় লাল রক্ত। আহ, কত বছরের ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত যেন সে। কতকাল একটা উষ্ণ মানব দেহের সাথে পরিচয় ঘটেনি... আহ!

BanglaBook.org

এবং শুরু হয় অন্ধকার নগরীর বুকে এক অন্য ভুবনের প্রাণীর শিকারের পালা!

ভয়ংকর একটা আর্তনাদে চিড়ে যায় রাতের বুক, ভেঙে খান খান হয় অন্ধকারের জমাট নিস্তব্ধতা। একটাই চিৎকার কেবল, একটা মরণ আর্তনাদ। তারপর সব আবার সুনসান কিন্তু সেই এক চিৎকারে পিনপতন নীরবতা নামে অন্ধকারে তলিয়ে থাকা হাসপাতালের বুকে। যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে যায় কেউ...

মহসীন সাহেব বুঝতে পারেন... স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে কী হয়েছে...

২০৬ নাম্বারের রোগীর কামরা থেকে এসেছে এই চিৎকার। পিশাচীটার ঠিক পাশের করিডরের প্রথম কামরা। পিশাচীটা নিজের উদর পূর্তির ব্যবস্থা করে নিয়েছে...

আর সহ্য করতে পারেন না তিনি। চেয়ার থেকে আলগোছে লুটিয়ে পড়ে তাঁর দেহটা। এই ভয়ংকর প্রচণ্ড আতংকের ভার আর বহন করতে হয় না তাঁকে, সেটুকু সামর্থ্য অবশিষ্ট ছিল না আর তাঁর দেহের।

হার্টফেল করেছিলেন তিনি।

সীমাহীন এক ভয়ংকর আতঙ্কে হার্টফেল করে মৃত্যু ঘটেছে হাসপাতালের সুপারভাইজার মহসীন সাহেবের।

ঘন ঘন বাজ পড়ার কান পাতা দায়, বাতাসের তীব্র বেগ মনে হচ্ছে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সবকিছু। বহুতল ভবনের ছাদে বিদ্যুৎ চমকের আলোতে চোখ খুলে তাকিয়ে থাকাও অসম্ভব, কিছুক্ষণ পর পরই তীব্র ঝলকে ঝলসে যাচ্ছে চারপাশ। বাতাসের তোড়ে চোখে এসে বালু বিঁধছে সুঁইয়ের মতো, কানে তালা লেগে গেছে প্রচণ্ড শব্দে।

তবু চোখ খুলে রাখে সায়মা। বেঁচে থাকার একটা ভয়াবহ আকুতি তাঁকে বাধ্য করে চোখ খুলে রাখতে, দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে যেতে। এখন এই মুহূর্তে সে আর কিচ্ছু চায় না, বাঁচতে চায় শুধু... বাঁচতে চায়...

হাত-পা বেঁধে উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে সায়মাকে, ঠিক যেমন কোন জড় বস্তু। আর তার এই অবস্থা করেছে আয়ান স্বয়ং। তার ভালোবাসার পুরুষ আয়ান, তার হবু স্বামী আয়ান, তার একান্ত পুরুষ আয়ান। যার সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল, যে ওয়াদা করেছিল নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসার, যার মঙ্গলের জন্য এত কাঠখড় পুড়িয়েছে সে... সেই মানুষটি তাঁকে এভাবে বেঁধে ফেলে রেখেছে

BanglaBook.org

একটা পিশাচীর খোরাক হবার জন্য!

হ্যাঁ, ভয় হয় সায়মার। কিন্তু তারচাইতেও বেশি হয় ঘৃণা। তীব্র আর প্রচণ্ড ঘৃণা। অন্য ভুবনের একটা কুহকিনীর প্রতি ঘৃণা, তার প্রেমিক পুরুষের প্রতি ঘৃণা, তাঁদের ভালোবাসার প্রতি ঘৃণা। আর এই ঘৃণাই তাঁকে বাধ্য করেছে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে, যা সে নিয়েছে এদেরকে ধ্বংস করার জন্য।

মনে মনে ক্রুর হাসি হাসে সায়মা। এই পিশাচী তার কিচ্ছু করতে পারবে না, কিচ্ছু না! যতটা বোকা তাঁকে আয়ান ভেবেছে, ততটা বোকামি সে করেনি। খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। সন্ধ্যা ৭ টার মাঝে যদি সে বন্ধু শিহাবকে ফোন না করে, শিহাব পুলিশ নিয়ে পৌঁছে যাবে এখানে। স্বামীর খুনি এই কুহকিনীর শেষ পরিণতি নির্ধারণ করবে পুলিশরাই, আয়ান তার উপযুক্ত সাজা পাবে...

অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে এসেছে, এখনো কি ৭ টা বাজেনি?... বাজেনি?... এত দেরি করছে কেন শিহাব? এত কেন দেরি করছে? ওই তো সামনেই দেখা যাচ্ছে ওদের। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। সম্পূর্ণ নগ্ন। তীব্র বাতাসে এলোমেলো উড়ছে তার হাঁটু পর্যন্ত দীঘল চুল, অন্ধকারের সাথে মিলেমিশে থাকা সেই চুল ক্ষণে ক্ষণে ঢেকে দিচ্ছে তার শরীর। চুলের রাশি কখনো আছড়ে পড়ছে মুখে, কখনো বুকে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। ধনুকের ছিলার মতো টান টান একটি শরীর, ঠিক যেমনটা হয় কোন মাংসাশী হিংস্র শ্বাপদের। বুকের বামদিকে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন। গভীর আর কুৎসিত... অথচ মুখটা ভারি মায়াকাড়া কুহকিনীর। ঢলঢলে লাবণ্য মাখা একটা মুখ, বড় বড় আয়ত দুটি চোখ, পাতলা ঠোঁটগুলো কাঁপছে একটু একটু...

আর সেই মুখটার দিকে গভীর মমতা নিয়ে তাকিয়ে আছে আয়ান!... হ্যাঁ, তার আয়ান। তার ভালোবাসা আয়ান।

বুকের মাঝে একদম জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে সায়মার।

প্রবল ঈর্ষা আর ক্ষোভে।

হ্যাঁ, অবশেষে সে এসেছে।

কী করবে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারে না পুরুষ। এই তো, অনেক খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আকাশলীনা। লক্ষ বছর পূর্বের প্রথম জীবনে যার নাম ছিল লীমা আর দেবতাকে সাক্ষী রেখে যাকে নিজের হাতে খুন করেছিল থিও আর থিওকে খুন করেছিল সে। সেই থিও আজ আয়ান, সেই লীমা আজ আকাশলীনা। জন্ম জন্মান্তরের পথ পাড়ি দিয়ে আজ তাঁরা আবার মুখোমুখি। আজ তাঁরা আবার পরস্পরের সামনে। আবার!

আকাশলীনার নখগুলো লম্বা, তীক্ষ্ণ আর বাঁকানো। ঠিক যেমন কোন শ্বাপদের হিংস্র থাবা। রক্তে মাখামাখি তার দুটি হাত, ঠোঁটের কোণ বেয়েও গড়িয়ে নামছে

রক্তের সুক্ষ্ম ধারা। নিজের নয়, অন্যের! মাত্রই কোন মানব সন্তানকে দিয়ে নিজের উদরপূর্তি করে এসেছে সে।

হীরার বিন্দুর মতো দু ফোঁটা অশ্রু গড়ায় তার আয়ত চোখজোড়া বেয়ে।

'প্রকৃতি আমাকে কী করেছে দেখো... আমি আর মানুষ নই, প্রিয়তম। আমি আর তোমার যোগ্য নই। আমি এখন অন্য কেউ... অন্য কিছু। একটা রক্ত পিপাসু পিশাচী।'

জন্ম জন্মান্তরের ভালোবাসার মেয়েটিকে গভীর ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরে আয়ান, 'এটা তো আমারই জন্য, লীনা। এইসব আমাদের জন্য। আমাদের মানব জন্ম বারবার পরাজিত হয়েছে প্রকৃতির সামনে। আর এই যে আবার আমরা পরস্পরের মুখোমুখি, এইসবই তোমার জন্য। তুমি এই জীবনে মানবী রূপে জন্ম নাওনি, আর এটাই আমাদের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবে। একজন মানবীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রকৃতির কাছে, তোমাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। তুমি প্রকৃতির সেই বিরুদ্ধ শক্তি, যে আজীবন জিতেছে আর জিতবে।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই, প্রিয়া। তোমার মনে আছে, সেই পবিত্র বইতে প্রভুর নির্দেশিকায় কী লেখা ছিল? প্রভু বলেছিলেন, যদি তুমি নিজের প্রেমিককে ভক্ষণ করতে পারো সজ্ঞানে, তাহলে পরের জীবনে তোমার জন্ম হবে পিশাচী রূপে। এমন এক শক্তি রূপে, যার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য প্রকৃতি। প্রকৃতি ষড়যন্ত্র করতে পারবে, কিন্তু তোমার প্রাণ কেড়ে নিতে পারবে না।'

'আমার প্রাণ নিতে পারবে না... কিন্তু তোমার?'

'পরোয়া করি না, প্রিয়া। তুমি বেঁচে থাকবে, আমাদের সন্তান বেঁচে থাকবে তোমার মাঝে। আমি আর কিছুর পরোয়া করি না। তারপর যদি জীবন নাও থাকে, কিচ্ছু যায় আসে না আমার।'

'আমি তোমাকে ছাড়া জীবন চাই না। না আগে কখনো চেয়েছি, না এখন চাই।'

গভীর মমতায় ভালোবাসার মেয়েটিকে চুম্বন করে আয়ান। চুম্বন করে তার রক্তভেজা ঠোঁটে। 'আমাদের যাত্রার সমাপ্তি এবার... এখানেই...আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার। আমার প্রিয়তমা, বধূ আমার...'

হেসে ওঠে পিশাচীর চোখগুলো। 'স্বামী...' গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করে সে। 'প্রিয়তম স্বামী, জন্ম জন্মান্তরের।'

'প্রিয়তমা বধূ... জন্ম জন্মান্তরের!'

এবং তাঁরা মিলিত হয়, মিলিত হয় তাঁরা নিয়তিকে উপেক্ষা করে আর প্রকৃতির দৃষ্টির সামনেই। মিলিত হয় মহাকালকে সাক্ষী রেখে। প্রচণ্ড ঝড়ে উথাল পাথাল শহর দিশেহারা হয়, আকাশ তার জল ভাণ্ডার উপুড় করে ঢালে। ভারী বর্ষণে যেন ধুয়ে মুছে যেতে থাকে অতীতের সব দুঃসহ স্মৃতি।

BanglaBook.org

এবং তাঁরা মিলিত হয় খোলা আকাশের নিচে। মিলিত হয় পরস্পরের মাঝে বিলীন হয়ে যেতে, নিজেকে হারিয়ে আবার খুঁজে পেতে, সহস্র জীবনের ক্লান্তি শেষে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত হতে। জীবনকে পরোয়া না করে, প্রকৃতির চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে, লক্ষ বছরের প্রতীক্ষার পর।

আর এসবের মাঝে কখন যেন ফুরিয়ে আসে আয়ানের জীবনের আলো! মাটির পৃথিবীর একজন পুরুষ আর অন্য ভুবনের পিশাচীর মিলনে পরাজিত হতে হয় মানব সত্ত্বাকেই। পিশাচীর অস্তিত্ব শুষে নেয় যেন পুরুষের জীবন সুধা...

এবং সকলের অলক্ষ্যে তখন মুচকি হাসে প্রকৃতি। ব্যঙ্গ, উপেক্ষা আর বিজয়ের হাসি!

মারা যাচ্ছে আয়ান? মারা যাচ্ছে? পিশাচীটা সত্যি সত্যিই মেরে ফেলেছে আয়ানকে?

বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ড হাতুড়ির বাড়ি দেয়, মনে হয় গলার কাছে আটকে আছে কিছু একটা। হাচড়ে পাচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করে সায়মা, তবে শরীরটা একটু নড়ে ওঠা ছাড়া আর কিছুই হয় না। আতঙ্কে চিৎকার আসে না, চোখ ফেটে কান্না আসে শুধু।

আয়ান... তার আয়ান... পিশাচীর বুকে মাথা রেখে নিজের শেষ নিঃশ্বাস গুনছে আয়ান...

এবং সেই কুৎসিত আর ভয়াল পিশাচীকে কাঁদতে দেখে সায়মা।

'তুমি জানতে... জানতে না! কীভাবে ... কীভাবে নিজের জীবনকে...তুমি জানতে আমার অস্তিত্বের উত্তাপ নিঃশেষ করে দেবে তোমাকে... তাহলে কেন প্রিয়? কেন?'

'আমার এই মৃত্যু সুখের মৃত্যু, প্রিয়তমা। তোমার বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আমার এই মৃত্যু সুখের মৃত্যু।'

'কিচ্ছু হবে না তোমার... আমি কিচ্ছু হতে দেব না...'

'এটাই নিয়তি, প্রিয়তমা। মেনে নাও। আমরা মিলতে পারবো না ঠিক, বধূ আর স্বামী রূপে আমরা একত্রে জীবন কাটাতে পারবো না ঠিক। কিন্তু এবার আমাদের ভালোবাসার নিদর্শন জন্ম নেবে। আমাদের সন্তান জন্ম নেবে। তুমি বেঁচে থাকবে, প্রিয়তমা। প্রকৃতি তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। তোমার গর্ভে বেঁচে থাকবে আমাদের সন্তান।'

BanglaBook.org

'না... না... না... '

'কষ্ট পেয় না, প্রিয়তমা।' ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে আয়ানের চেহারা, হারিয়ে যাচ্ছে চেহারায় জীবনের চিহ্ন। নিঃশ্বাস হয়ে উঠছে ধীর থেকে ধীর। 'তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার জন্য বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের সন্তানের জন্য বাঁচিয়ে রাখবে। প্রতিজ্ঞা করো, প্রিয়তমা। তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে!'

'তুমি কেন এমন করলে? কেন? কী প্রয়োজন ছিল আমাদের মিলিত হবার? কেন করলে এমন?'

'আমাদের ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ক্রুর প্রকৃতি ছলে-বলে-কৌশলে আমার জীবন কেড়েই নিত। প্রকৃতিকে সেই সুযোগ দিতে চাইনি। আমি চেয়েছি আমার মৃত্যু হোক তোমার কারণে, মৃত্যু হোক সন্তানের জন্য...'

'কিচ্ছু হবে না তোমার... আমি হতে দেব না...'

'আমার যা হয় হোক, শুধু তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে...

'তোমার কিচ্ছু হবে না... কিচ্ছু না... আর আমি তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকবো না। কোনভাবেই না...'

শেষ হয় না ভালোবাসার বাক্য, তার আগেই এলিয়ে পরে আয়ানের মাথাটা। এলিয়ে পড়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর বুকের ওপর। পুরো পৃথিবী যাকে পিশাচী রূপে জানে, শুধু আয়ানের চোখে সে জন্ম জন্মান্তরের প্রেমিকা।

এবং ভয়ংকর, ভয়াবহ, সুতীক্ষ্ণ এক চিৎকারে বিদীর্ণ হয়ে যায় বৃষ্টিভেজা নগরীর অন্ধকার বুক। প্রবল বর্ষণ আর বাজ পড়ার শব্দকে ছাপিয়ে প্রকৃতির বুকে হাহাকার করতে থাকে সেই আওয়াজ। একটি ভয়ংকর চিৎকার কেবল, আর তারপরই কানে তালা লেগে যায় সায়মার। চিরকালের জন্য শ্রবণ শক্তি হারায় সে, চিরকালের জন্য বধির হয়ে যায়।

কাঁদতে শুরু করেছে পিশাচী... কাঁদতে শুরু করেছে সেই অন্ধকারের কুহকিনী নিজের প্রিয়তম স্বামীর জন্য... আর সেই অপার্থিব কান্নায় থমকে যায় জীবনের বুক, মুখ থুবড়ে পড়ে প্রকৃতির ক্রুর চাল, ঘুরতে শুরু করে নিয়তির চাকা...

জন্মান্তরের এই ভালোবাসার কাহিনীর শেষ পরিণতি তবে এটাই? মিলতে পারবে না সহস্র সহস্র বছরের অতৃপ্ত দুটি অস্তিত্ব? এই জীবনেও অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে দুই ভুবনের দুজন বাসিন্দার অন্তহীন সেই প্রেম কাহিনী?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প রি শি ষ্ট

জানে না কেন সন্ধ্যা থেকেই খচখচ করছে বুকের ভেতর। কী যেন একটা ঘটবে, কী যেন একটা ঘটবে ভাব। একটা চাপা অস্থিরতা, একটা চাপা উত্তেজনা, একটা প্রবল ভালো না লাগা শরীর-মন জুড়ে। তারওপরে আজ নাইট ডিউটি হাসপাতালে। এমনিতেই নাইট ডিউটিগুলো মারাত্মক ক্লান্তিকর। তার ওপরে যদি মনের মাঝে এমন করতে থাকে...

সেদিনের সেই ভয়াল ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে গুণে গুণে ঠিক পাঁচটি বছর। সায়মা আজ পুরোদস্তুর ডাক্তার, নিজের কর্মক্ষেত্রে একশভাগ প্রতিষ্ঠিত। ভয়াল সেই সময়ের কথা ভুলেও মনে করে না সে, তবে এটাও ঠিক যে অস্বীকারও করতে পারে না। নিজের চোখে যা দেখেছে, যা শুনেছে, যা অনুভব করেছে সেটাকে মানুষ অবিশ্বাস করে কীভাবে? কিন্তু হ্যাঁ, বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসাবে এসবে বিশ্বাস করার অনুমতি তাঁকে মস্তিষ্ক দেয় না।

সায়মা তাই মধ্যম পন্থা বেছে নিয়েছে, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ যা বলেছেন সেটাই মেনে নিয়েছে সে। পুরো ব্যাপারটা তার বিভ্রম। কোন কারণে প্রচণ্ড ভয় পাবার পর, আয়ানের চলে যাবার শোক সইতে না পারার পর যেটা তৈরি হয়েছিল। সেই বিভ্রমই তাঁকে অবাস্তব কিছু দৃশ্য দেখিয়েছে, যেগুলোর সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই। কেননা সায়মার বক্তব্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি কোথাও। কেবল তার স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। মেশিনের সাহায্যে শুনতে হয় তাঁকে।

হ্যাঁ, সায়মাকে পাওয়া গিয়েছিল সেই খোলা ছাদের ওপরেই। কিন্তু হাত-পা বাঁধা ছিল না। এবং সেখানে ছিল না আর কারো উপস্থিতির কোন চিহ্ন। না ছিল সেই পিশাচী, না ছিল আয়ানের মৃতদেহ। কিচ্ছু না, কেউ না। কোন ধরণের প্রমাণ উপস্থিত ছিল না সেখানে। শ্রবণ ক্ষমতা হারানো ছাড়া অন্য কোন ক্ষতি হয়নি।

সত্যিই কি সেদিন বাস্তবে কিছু ঘটেনি? জানে না সায়মা আর জানতে চায়ও না। এসব নিয়েই ভাবতেই চায়না সে, যদি আজ সকাল থেকেই আবোল তাবোল ভাবনা গুলো ভাবাচ্ছে খুব। কেন যেন ঘুরেফিরে সেই কথাগুলোই মনে পড়ছে। শিরদাঁড়ার কাছে কোথাও শিরশির করছে, যেমনটা সেই সময়ে করেছিল।

সেই রাতের পর আয়ানকেও অবশ্য আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেক খুঁজেছে পরিবার, অনেক খুজেছে পুলিশ। কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি এই মর্মে চিঠি

BanglaBook.org

লিখে হারিয়ে যায় যে পরিচিত কারো সাথে যোগাযোগ রাখতে চাইছে না সে, তাহলে পুলিশ আর পরিবারের কী-ই বা করার থাকে?

সুস্থ হবার কিছুদিন পর অবশ্য সায়মা একবার গিয়েছিল সেই হুজুর সাহেবের কাছে, যদি জানা যায় কোন খোঁজ। কিন্তু সেখানেও বিধি বাম! হুজুর সাহেবের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি, কোথায় আছে কেউ বলতে পারে নয়া। সেই ঝুপড়িতে একলা পড়ে আছে হুজুর সাহেবের খাদেম সেই আজগর। মাথা একেবারে এলমেলো হয়ে আছে তার, বদ্ধ উন্মাদ এখন সে। সারাদিন ঘরের সামনে বসে অদৃশ্য কিছু একটা পাহারা দেয়, কাউকে দেখলেই বটি দিয়ে কোপাতে উদ্যত হয়...

ধুর! কী যে এলোমেলো সব ভাবনা ভাবতে বসলো! নিজেকে ব্যস্ত রাখতে টহল দিতে বেরিয়ে পড়ে সায়মা। ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ডে ঘোরে, রোগীদের খোঁজখবর নেয়। ব্যস্ত থাকলে আজেবাজে ভাবনা যন্ত্রণা করে কম। যত কাজের মাঝে থাকা যায় ততই ভালো...

ওয়ার্ডে রোগীদের তেমন অসুবিধা নেই, এবার কেবিনগুলোর দিকে মনযোগ দেয় ডাক্তারের মন। কোন কোন কামরায় সিরিয়াস রোগী আছে? কোন কামরায় সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে? নার্সরা সবাই জেগে আছে তো?... কোথা থেকে যেন ভেসে আছে ছোট্ট একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। কান্না শুনে মনে হয় নবজাতক, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে পৃথিবীকে জানান দিচ্ছে নিজের উপস্থিতি।

ওহ, ৭০৩ এ তো একটু আগে একজন ভদ্রমহিলার সন্তান হয়েছে। রাবেয়া আপা ইমারজেন্সি সি সেকশন করেছেন। সায়মা অবশ্য তখনও আসেনি ডিউটিতে, দেখা হয়নি। কিন্তু বাচ্চাটা এমন চিৎকার করে কাঁদছে কেন? মাত্র পৃথিবীতে এসেছে সে, এখন তার গভীর ঘুমে থাকার কথা।

হ্যাঁ, ৭০৩ থেকেই আসছে আওয়াজ! আহারে বাচ্চাটা, আল্লাহ জানেন কী হয়েছে। পড়ে-টরে গিয়ে ব্যথা পেল না তো? নাকি ক্ষুধা পেয়েছে? মায়ের আনেস্থেসিয়ার প্রভাব হয়তো এখনো কাটেনি, বেচারি হয়তো টেরও পাচ্ছে না...

না, কামরা থেকে নয়। তবে কামরাটার আশপাশ কোথাও থেকেই ভেসে আসছে এই আওয়াজ। ৭০৩ করিডরের শেষ প্রান্তে, আর সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন একজন পুরুষ। আবছা অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না, তবে মানুষটার দাঁড়ানোর ভঙ্গি কেমন যেন অপার্থিব আর বিচিত্র।

'এক্সকিউজ মি... বেবির কী হয়েছে? হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ...'

জবাব আসে না, তবে আলতো করে ঘুরে দাঁড়ায় সেই পুরুষ। সামান্য একটুকরো আলো এসে পড়ে তার মুখে। এবং...

স্তব্ধ হয়ে যায় সায়মার হৃদয়!

এটা আয়ান... হ্যাঁ, এই মানুষটা নিশ্চিত রূপেই আয়ান। বদলে গিয়েছে চুলের ধরণ, মুখে রেখেছে ফ্রেঞ্চ কাট, আগের চাইতেও অনেক বেশি বলিষ্ঠ আর মজবুত

BanglaBook.org

দেখাচ্ছে তাঁকে। কিন্তু এটা আয়ানই... নিঃসন্দেহে আয়ান!

'তু...ত্তুমি... তুমি বেঁচে আছো আয়ান? বেঁচে আছো?'

এক টুকরো ক্ষীণ আর বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় আয়ানের ঠোঁটের কোণায়। 'আমার বাচ্চাটা ক্ষুধার্ত, সায়মা। খুব ক্ষুধার্ত!'

'জবাব দাও, আয়ান! এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?' আগ্রহের আতিশয্যে আরও কয়েক পা এগিয়ে আসে সায়মা, ছুটে গিয়ে আয়ানকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা খুব কষ্টে দমন করে। 'তুমি বিয়ে করেছ? কাকে? কখন?'

এবারো জবাব আসে না। সেই বিচিত্র হাসি কেবল। 'বাবুটার ক্ষুধা পেয়েছে, সায়মা। খুব ক্ষুধা পেয়েছে।'

'কিছু তো জবাব দাও, আয়ান। ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ রাখনি কেন তুমি? কী সমস্যা? কী হয়েছে এমন?'

'আমি তো এখন আর তোমাদের মতো নেই।'

'আমাদের মতো নেই মানে কী?'

'তোমাদের মতো... মানুষদের মতো!'

'কী হয়েছে তোমার বল তো? এখনো তুমি সেই সমস্যায়...' নিজের কথা নিজের কানেই কেমন বেখাপ্পা শোনায়। কেমন যেন বিচিত্র একটা অনুভব ছড়িয়ে পড়ে শরীর জুড়ে। মনে হয় কিছু একটা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে আর সুযোগ পাওয়া মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে তার দেহটা।

প্রবল, ভয়ংকর একটা অনুভূতি। এত ভয়ংকর যে ইচ্ছা হয় ছুটে পালিয়ে যেতে। এখান থেকে দূরে... অনেক অনেক দূরে।

এবার এক পা এক পা করে এগোয় আয়ান। কিংবা আয়ানরূপী সেই প্রাণীটা। হ্যাঁ, সে আর আয়ান নেই। যে আয়ানকে সায়মা চিনত কখনো, এই মানুষটা আর সেই আয়ান নেই। এই মানুষটা অন্য কেউ... সেই পিশাচীর মতই অন্য ভুবনের অপার্থিব প্রাণী কোন।

এগোয় আয়ান।

'বাবুর ক্ষুধা পেয়েছে, সায়মা... খুব ক্ষুধা পেয়েছে...'

'ত্ত... তো? আ... আমি কী করবো?'

'বাবুর ক্ষুধা পেয়েছে, সায়মা...'

'আয়ান, প্লিজ। আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি, তুমি কেন বারবার...'

'আমার সন্তান ক্ষুধার্ত, সায়মা... আমার আর লীনার সন্তান। আমাদের সন্তান ক্ষুধার্ত সায়মা...'

'আয়ান প্লিজ... '

'একটুও ব্যথা পাবে না তুমি, দেখো! একটুও ব্যথা পাবে না।'

BanglaBook.org

এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে একটা দৌড় দিতে চায় সায়মা... পারে কি? পারে না! ঠিক তার মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা কিছু। একটা জীবন্ত প্রাণী, কিংবা দুই পিশাচের পরম আরাধ্য সন্তান।

তারপর?

অন্ধকার... শুধুই অন্ধকার!

পরদিন সকালে ৭০৩ নম্বর কেবিনে কাউকে পাওয়া যায় না। না রোগিণী, না তার সন্তান, আর না রোগীর স্বামী। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে তাঁরা। স্রেফ বাতাসে! তবে হ্যাঁ, কেবিনের কামরায় একটা বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার মুখ ও মস্তিষ্ক কেউ খেয়ে ফেলেছে।

হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থেই খেয়ে ফেলেছে। খুবলে খুবলে তুলে নিয়েছে সম্পূর্ণ চেহারাটা!

কেবল বুকে ঝোলানো আইডি দেখে জানা যায় চেহারা ও মস্তিষ্কবিহীন লাশটির পরিচয়। সায়মা নাম তার। সায়মা নাহরীন সুলতানা। এই হসপিটালের একজন চমৎকার চিকিৎসক, গতকাল যার নাইট ডিউটি ছিল।

বিষয়টি নিয়ে খুব হৈচৈ হয়। থানা-পুলিশ তো বটেই, পত্রিকার পাতা জুড়েও বিস্তর লেখালিখি হয়। এবং তারপর সময়ের আবর্তে ভুলেও যায় সবাই।

কেউ আন্দাজও করতে পারে না যে ভবিষ্যতের গর্ভে কি ভয়াবহতা অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য। এবং সেই ভয়াবহতার আগাম বার্তা হচ্ছে এই ঘটনাটি।

২রা জানুয়ারি, ২০১৫

.....

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org